সহজ কাসাসুন নাবিয়্যীন

১ম খন্ড

قصص النبيين









আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
(বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ) এর পাঠ্য কিতাব হিসাবে নির্ধারিত

সহজ

কাছাছুন নাবিয়্যীন

তাহকীক, তারকীব, তামরীনও তরজমা সম্বলিত

প্রথম খণ্ড

মূল

হযরত মাওলানা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা আশরাফ হালীমী

শিক্ষক, মাদ্‌রাসাতুল মাদীনা, ঢাকা

আল কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১, বাংলাবাজার ঢাকা। ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা :

ফোনঃ ৭১৬৫৪৭৭ মোবাঃ ০১৭৬৮৫৭৭ ২৮

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
বাসা নং ২১৭, ব্লক ত
মীরপুর - ১২, পল্লবী, ঢাকা

সংশোধিত সংস্করণ

রমযান ১৪২৭ হিজরী

সর্বস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুল্য- ১২০ টাকা

কম্পোজ

আলকাউসার কম্পিউটারস

প্রিন্টিং ঃ

বনফুল প্রেস.
বাংলা বাজার-ঢাকা

অনুবাদকের কথা

মেষ যেমন পানি দেখলে ভয় পায় এবং আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করে, আমার অবস্থাও তেমনি ছিল। যখনই আমাকে কিছু লেখার কথা বলা হতো, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎ-কম্প শুরু হয়ে যেত। মনে করতাম, মেষকে পানিতে নামানোর ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। ফলে নানা অজুহাত পেশ করে পরিত্রানের উপায় খুঁজতাম তাতে সফলও হতাম। তাই দেখা যায়, আমার বিগত জীবনের সুদীর্ঘ পরিসর চষে ফেললেও ছাপার অক্ষরে কোথাও আমার একটি পৃষ্ঠা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েক মাস পূর্বে, মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার দেখা হয়। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বিভিন্নভাবে আমাকে লেখার প্রতি অনুপ্রাণীত করেন। ফলে তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লেখার কাজ শুরু করি। আজকের এই ক্ষুদ্র মেহনতটুকু তাঁর সেদিনের প্রেরণা দানেরই ফসল। বিনিময় দেওয়ার মত আমার নিকট কিছুই নেই। তবে অন্তরের গভীর থেকে ভক্তি ও আবেগের সুরভি মিশিয়ে শুধু বলছি –

جزاه الله خيرالجزاء فى الدارين

(আল্লাহ্ তাঁকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করুন)

বক্ষমান কিতাবটি, সাহিত্য গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুসলিম জাহানের আধ্যাত্মিক মুরুব্বী সায়্যেদ আবুল হাসান 'আলী নদভী (রাহঃ) বিরচিত "কাছাছুন নাবিয়্যীন" প্রথম খণ্ডের সরল অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। মূল কিতাবটি আরবী শিশু সাহিত্যের এক অনন্য ও অনবদ্য গ্রন্থ। অধিকাংশ মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়াই কিতাবটির গ্রহণ যোগ্যতার প্রকৃষ্ট প্রমান। সুতরাং এই মহান ব্যক্তিত্বের কিতাব অনুবাদের সুযোগ লাভ করা অনুবাদকের জন্য নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

উল্লেখ্য, এই শিশুতোষ পুস্তিকাটি শুধু আরবী মাদ্রাসার কচিকাচা ছাত্রদের জন্য কল্যাণকর হবে তাই নয়, বরং প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের কোমলমতি শিশুদের সুন্দর অনভূতি ও চেতনা গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও প্রকাশক সকলকে কবুল করেন। এটা অনুবাদকের জীবনের প্রথম ফসল। তাই সহৃদয় পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরজ, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংলগ্নতা দৃষ্টি গোচর হলে সংশোধনের নিয়তে জানিয়ে উপকৃত করলে কৃতার্থ হব।

মুহতাজে দু'আ
আশরাফ হালিমী

الإهداء

بسعدنى أن أهدى هذه الخدمة المتواضعة

إلى من دلنى على اللغة العربية وشجعنى على العلوم النبوية

إلى من اشتقت برؤيته إلى الكتابة واهتديت بوسيلته إلى الدراسة

إلى من أحسن إلى مع إساء تي إليه وأشفق على رغم اعراضى عنه

إلى أستاذى الأديب صاحب القلم البليغ

أبو طاهر المحباى

(أطال الله حياته وأدام علينا خيره)

تلميذه المحتاج إلى دعائه المستجاب

أشرف الحليمى

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

লেখকের ভূমিকা ----------
অনুবাদকের কথা ----------
মূর্তিগুলো কে ভাঙ্গল ---------- ৯
মূর্তি বিক্রেতা ---------- ৯
আযরের পুত্র ---------- ১১
ইব্‌রাহীমের উপদেশ ---------- ১৩
ইব্‌রাহীম মূর্তি ভাঙ্গবে ---------- ১৫
এই অপকর্ম কে করেছে?---------- ১৮
শীতল অগ্নি---------- ২০
আমার প্রতিপালক কে? ---------- ২২
আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক---------- ২৪
ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দা'ওয়াত ---------- ২৬
রাজার দরবারে ---------- ২৯
পিতার প্রতি দা'ওয়াত ---------- ৩১
মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ---------- ৩৪
ঐতিহাসিক যমযম কূপ ---------- ৩৬
ইব্‌রাহীমের স্বপ্ন ---------- ৩৯
কা'বা ঘর নির্মাণ ---------- ৪২
বাইতুল মাক্‌দিস ---------- ৪৪
সুন্দর ঘটনা ----------৪৬
এক অপূর্ব স্বপ্ন ----------৪৭
ভাইদের হিংসা ----------৫০
ইয়াকূব (আঃ) -এর নিকট ছেলেদের আগমন ---------- ৫২
বনে যাত্রা ---------- ৫৫
ইয়া'কূব (আঃ) এর নিকট ছেলেদের আগমন ---------- ৫৭
ইউসুফ কূপে ---------- ৫৯

কূপ থেকে রাজ প্রাসাদে ----------৬১
প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও বিশ্বস্ততা ----------৬৩
কারাগারে উপদেশ দান ----------৬৬
ইউসুফ (আঃ) এর প্রজ্ঞা ----------৬৮
একত্ববাদের উপদেশ----------৭১
স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান ----------৭৩
রাজার স্বপ্ন ----------৭৫
ইউসুফ (আঃ) এর নিকট রাজার দূত প্রেরণ ----------৭৭
ইউসুফের তদন্দ দাবী ----------৭৯
দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ ----------৮২
ইউসুফ (আ.) এর নিকট ভাইদের আগমন ----------৮৪
ইউসুফ ও তার ভাইদের মাঝে আলাপ-আলোচনা ----------৮৭
ইয়া'কুব (আ.) ও ছেলেদের মাঝে কথাবার্তা ----------৮৯
ইউসুফের নিকট বিনয়ামীন ----------৯৩
পিতার নিকট ছেলেদের প্রত্যাবর্তন ----------৯৬
ভেদ প্রকাশিত হল ----------৯৯
ইয়া'কুব (আঃ) এর নিকট ইউসুফের দূত প্রেরণ ----------১০২
ইউসুফের নিকট ইয়া'কুবের আগমন ----------১০৫
উত্তম পরিণাম ----------১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ابن أخى العزيزا (١)

أراك حريصا على القصص والحكايات ، وكذلك كل طفل فى سنك، تسمع هذه القصص بكل رغبة، وتقرؤها بكل رغبة، ولكنى أتأسف لأني لاأرى فى يدك إلا حكايات السنانير والكلاب والأسدوالذئاب والقردة والدباب وعلينا العهدة فى ذلك، فذلك هو الذى تجده مطبوعا .

وقد بدأت تتعلم اللغة العربية لأنهالغة القرآن والرسول والدين . ولك رغبة غريبة فى درسها ولكنى أخجل أنك لاتجد مايوافق سنك ، من القصص العربية إلا قصص الحيوانات والأساطير والخرافات .

وقد بدأت أن أكتب لك ولأمثالك أبناء المسلمين قصص الأنبياء والمرسلين (عليهم صلاة الله وسلامه) بأسلوب سهل يوافق سنك وذوقك ، ففعلت، وهذا هو الكتاب الأول من قصص النبيين للأطفال أهديه إليك، وقد حاكيت فيه أسلوب الأطفال وطبيعتهم فلجأت إلى تكرار الكلمات والجمل وسهولة الألفاظ وبسط القصة وأرجوآن يكون هذا الكتاب الصغيرأول كتاب يقرؤه الأطفال فى اللغة العربية ويدرسونه فى مدارسهم .

وسأتحفك إن شاء الله بقصص للأنبياء ممتعة شائقة واضحة سهلة . خفيفة جميلة . ثم لايكون فيها شئ من الكذب . أقر الله بك يامحمد عين أبويك وعمك وعين الإسلام وأعاد بك بركات أبائك على هذا البيت وعلى المسلمين .

(أبو الحسن) على الحسنى الندوى (رح)

---

(١) محمد بن الدكتور عبد العلى الحسني ابن أخ المؤلف، رحمهما الله وقد نبغ بحمد الله فى العربية وكان رئيس تحرير مجلة مجلة البعث الإسلامى "الصادرة فى لكنؤ . الهند .

بسم الله الرحمن الحيم

লেখকের ভূমিকা

প্রিয় ভাতিজা!

গল্প কাহিনীর প্রতি তোমার গভীর আগ্রহ লক্ষ করছি। অবশ্য তোমার বয়সী প্রত্যেক শিশু এমন (হয়ে থাকে), পূর্ণ আগ্রহের সাথে তুমি এ সকল কাহিনী শুন এবং পড়। কিন্তু আমার আফসুস যে, আমি তোমার কচি হাতে জীবজন্তুর কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছু দেখিনা। অবশ্য এর জন্য আমরাই দায়ী। কেননা এ সকল কাহিনীই তুমি ছাপার অক্ষরে পেয়ে থাক।

ইতি মধ্যেই তুমি আরবী ভাষা শিখতে শুরু করেছ। কেননা তা হল আমাদের কুরআনের ভাষা, রাসূলের ভাষা এবং দীনের ভাষা। আর আরবী ভাষা অধ্যয়নে তোমার মাঝে আমি গভীর আগ্রহ লক্ষ করছি। কিন্তু এ কথা ভেবে আমি লজ্জা বোধ করি যে, তুমি জীবজন্তুর কল্প-কাহিনী ব্যতীত তোমার বয়স উপযোগী কোন আরবী কাহিনী পাও না।

তাই আমি তোমার জন্য এবং তোমার সমবয়সী মুসলিম শিশুদের জন্য সহজ ও শিশু তোষ শৈলীতে নবী রাসূলদের কাহিনী সংকলনের সংকল্প করেছি। আর এই বইটি হল শিশুদের জন্য রচিত নবী কাহিনী সিরিজের প্রথম বই। তোমার হাতে আমি এই উপহার তুলে দিচ্ছি। এই কাহিনী সংকলনে আমি শিশু শৈলী ও তাদের স্বভাবের অনুসরণ করেছি। তাই আমি শব্দ ও বাক্যের পুনরোক্তি, শব্দের সহজতা এবং কাহিনীর বিস্তৃতির শরণা পন্ন হয়েছি।

আমার প্রত্যাশা যে, এই ছোট্ট বইটি শিশুদের জন্য আরবী মাদ্রাসা সমূহে প্রথম পাঠ্য বই রূপে বিবেচিত হবে।

ইন্‌শাআল্লাহ শ্রীঘ্রই আমি তোমাকে আরও কিছু আগ্রহ উদ্দীপক, উপভোগ্য, সহজবোধ্য, সুস্পষ্ট ও চমৎকার নবী কাহিনী উপহার দিব এবং অবশ্যই তাতে মিথ্যার কোন মিশ্রণ থাকবে না।

হে মুহাম্মদ! আল্লাহ যেন তোমার দ্বারা তোমার পিতা মাতা, পিতৃব্য ও ইসলামের চক্ষুকে শীতল করেন এবং তোমার মাধ্যমে এই পরিবারে এবং মুসলমানদের মাঝে তোমার পিতৃ পুরুষদের সৌভাগ্য ও কল্যাণ ফিরিয়ে দেন।

আমীন

আবুল হাসান আলী নদভী

مَنْ كَسَرَ الْأَصْنَامَ؟

মূর্তিগুলো কে ভাঙ্গল

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১)

শব্দ বিশ্লেষণ

صَنَمٌ - ব-ব أَصْنَامٌ - মূর্তি। عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ - মূর্তি পূজা। كَسَّرَا (ض) - ভেঙ্গে ফেলা। مَكْسُوْرٌ - ভাঙ্গা। قَلْبٌ مُنْكَسِرٌ - ভাঙ্গা মন। عبادة (ن) 'ইবাদত করা। مَعْبُوْدٌ - মা'বুদ। سُجُوْدًا (ن) (لَهُ) - সিজদা করা। যেমন اُسْجُدْ لِلّٰهِ - আল্লাহ্‌কে সিজদা করো। مَسْجِدٌ - ব-ব مَسَاجِدُ - মসজিদ, সিজদা করার স্থান। سَجَّادَةٌ - জায়নামায। مَعْبَدٌ - মন্দির। كَنِيْسَةٌ ব-ব كَنَائِسُ -গির্জা مَحْرَقَةٌ -ব-ব مَحَارِقُ - শ্মশান।

بَائِعُ الْأَصْنَامِ

قَبْلَ أَيَّامٍ كَثِيْرَةٍ جِدًّا ـ كَانَ فِىْ قَرْيَةٍ رَجُلٌ مَشْهُوْرٌ جِدًّا ، وَكَانَ اِسْمُ هٰذَا الرَّجُلِ آزَر ، وَكَانَ آزَرُ يَبِيْعُ الْأَصْنَامَ ـ وَكَانَ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ ، بَيْتٌ كَبِيْرٌ جِدًّا ـ وَكَانَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ ، أَصْنَامٌ كَثِيْرَةٌ جِدًّا ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُوْنَ لِهٰذِهِ الْأَصْنَامِ ، وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهٰذِهِ الْأَصْنَامِ ، وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ

মূর্তি বিক্রেতা

অনেক অনেক দিন আগের কথা, কোন এক পল্লীতে আযর নামে একজন খুব প্রসিদ্ধ লোক বাস করত। সে মূর্তি বিক্রি করত। সেই পল্লীতে অনেক বড় বড় মন্দির ছিল এবং মন্দিরে অনেক মূর্তি ছিল। লোকেরা সেই মূর্তিগুলোকে প্রণাম করত। আযরও মূর্তিগুলোকে প্রণাম করত ও তাদের পূজা করত।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(كَانَ فِى هٰذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ بَيْتٌ كَبِيْرٌ)

(كَانَ) ফেয়েলে নাকিছ, (فِىْ) হরফুল জর, (هٰا) হরফুত্ তামবীহ, (ذِهِ) ইসমুল ইশারা, (اَلْقَرْيَةِ) মুশারুন ইলাইহ, ইসমুল ইশারা ও মুশারুন ইলাইহ মিলে مجرور হয়েছে। جار ও مجرور মিলে مَوْجُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে সম্পর্কিত হয়ে كَانَ এর খবর হয়েছে। (بَيْتٌ) مؤكد (بَيْتٌ) تاكيد অতঃপর তাকীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে موصوف হয়েছে। (كَبِيْرٌ) صفت মওছূফ ও ছিফাত মিলে كَانَ এর ইসম হয়েছে। পরিশেষে كَانَ তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

أجب عن كل سؤال بالعربية

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

١. مَنْ كَانَ يَعِيْشُ فِى الْقَرْيَةِ؟

(٢) أكَانَ يَعِيْشُ فِيْهَا رَجُلٌ مَشْهُوْرٌ؟

(٣) مَتٰى كَانَ الرَّجُلُ يَعِيْشُ فِى الْقَرْيَةِ؟

(٤) مَا اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِىْ كَانَ يَعِيْشُ فِى الْقَرْيَةِ؟

(٥) أ آدَمُ كَانَ اسْمُهٗ؟

(٦) أآزَرُ كَانَ اسْمُهٗ؟

(٧) أآدَمُ كَانَ اسْمُهٗ أمْ آزَرُ؟

(٨) أيْنَ كَانَتِ الْأصْنَامُ ؟

(٩) مَنْ كَانَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ؟

(١٠) اَلْأصْنَامُ كَانُوْا يَعْبُدُوْ نَهَا ؟

(١١) لِمَنْ كَانَ النَّاسُ يَسْجُدُوْنَ؟

(١٢) لِلّٰهِ كَانُوْا يَسْجُدُوْنَ ؟

(١٣) أعْرِبْ هٰذِهِ الْجُمْلَةَ وَكَانَ اسْمُ هٰذَا الرَّجُلِ آزَرُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢)
শব্দ বিশ্লেষণ

رُشْدًا (ن) - সৎপথে থাকা, رَشِيْدٌ - সুবোধ, সৎপথ প্রাপ্ত। إِرْشَادًا - পথ প্রদর্শন করা। رُؤْيَةٌ (ف) - দেখা, إِرَاءَةٌ - দেখানো। حَجَرٌ - ব-ব حِجَارَةٌ / أَحْجَارٌ - পাথর। نَفْعًا (ف) -উপকার করা, نَافِعٌ - উপকারী। ضَرًّا (ن) - ক্ষতি করা, ضَارٌّ - ক্ষতিকর। ذُبَابٌ - ব-ব أَذِبَّةٌ - মাছি। بَعُوْضٌ - মশা। لَسْعًا (ف)- হুল দ্বারা কামড়ানো। لَسَعَتِ الْبَعُوْضَةُ - মশা কামড় দিয়েছে। نَامُوْسِيَّةٌ - মশারী। نَصَبَ نَامُوْسِيَّةً - মশারী খাটিয়েছে। فَأْرٌ - ব-ব فِيْرَانٌ - ইঁদুর। مَنْعًا (ف) - বাধা দেওয়া, مَمْنُوْعٌ - বাধা প্রাপ্ত। مَمْنُوْعُ الدُّخُوْلِ - প্রবেশ নিষেধ। دَفْعًا (ف)- তাড়ানো। مَدْفُوْعٌ - তাড়িত, سائر - সকল।

وَلَدُ آزَرَ

وَكَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيْدٌ، رَشِيْدٌ جِدًّا ـ وَكَانَ اسْمُ هٰذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيْمُ ـ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَرٰى النَّاسَ يَسْجُدُوْنَ لِلأَصْنَامِ ـ وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَعْرِفُ أَنَّ الأَصْنَامَ حِجَارَةٌ ـ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الأَصْنَامَ ـ لَاتَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ ـ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الأَصْنَامَ لَاتَضُرُّ وَ لَاتَنْفَعُ ، وَكَانَ يَرٰى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الآصْنَامِ فَلَاتَدْفَعُ ـ وَكَانَ يَرَى الْفَأْرَ يَأْ كُلُ طَعَامَ الأَصْنَامِ فَلَاتَمْنَعُ ـ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ فِى نَفْسِهٖ : لِمَاذَا يَسْجُدُ النَّاسُ لِلأَصْنَامِ؟ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَسْأَلُ نَفْسَهٗ : لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الأَصْنَامَ

আযরের পুত্র

আযরের একটি অত্যন্ত সুবোধ ছেলে ছিল। তার নাম ইব্রাহীম। ইব্রাহীম দেখতেন যে, লোকেরা মূর্তিকে পূজা ও প্রণাম করে। ইব্রাহীম জানতেন যে, মূর্তিগুলো পাথরের তৈরী, তারা কথা বলতে পারে না ও কথা শুনতে পায় না। তারা কারো উপকার ও অপকার করতে পারে না। তিনি দেখতেন, মূর্তির গায়ে মাছি বসে আছে, অথচ তারা তাড়াতে পারে না। তিনি আরও দেখতেন, ইঁদুরের

দল এসে মূর্তির সামনের রক্ষিত খাবার খেয়ে ফেলছে, কিন্তু তারা প্রতিরোধ করতে পারছেনা। (এসব দেখে) ইব্‌রাহীম মনে মনে ভাবতেন, মানুষ মূর্তিকে সিজ্‌দা করে কেন? তিনি আপন সত্তাকে প্রশ্ন করতেন, মানুষ মূর্তির কাছে আবেদন করে কেন?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُوْنَ لِلْأَصْنَامِ)

(كَانَ) الفعل الناقص - (إِبْرَاهِيمُ) তার ইস্‌ম, (يَرَى) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هُوَ ফায়েল, (النَّاسَ) صاحب الحال (يَسْجُدُ) ফে'য়েল (الواو) ফা'য়েল (النُّوْنَ) إعرابى - (لِلأَصْنَامِ) জার -মাজরুর মিলে يَسْجُدُ ফে'য়েলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে الجملة الفعلية হয়ে حال হয়েছে। হাল ও ছাহেবুল হাল মিলে مفعول به হয়েছে। এরপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়ে كَانَ এর খবর হয়েছে। অবশেষে كَانَ তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

(প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও)

(١) مَا اسْمُ وَلَدِ آزَرَ؟

(٢) كَيْفَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ؟

(٣) فِىْ أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ؟

(٤) مَنْ كَانَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ وَلِمَنْ كَانُوا يَسْجُدُوْنَ؟

(٥) هَلْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ كَوَالِدِهِ؟

(٦) هَلْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْجُدُ لِلأَصْنَامِ كَسَائِرِ النَّاسِ؟

(٧) أَيْنَ كَانَ يَجْلِسُ الذُّبَابُ؟

(٨) أَكَانَتِ الأَصْنَامُ تَدْفَعُ عِنْدَمَا يَجْلِسُ عَلَيْهَا الذُّبَابُ؟

(٩) مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ الْفَأْرُ؟

(١٠) أَكَانَتِ الأَصْنَامُ تَمْنَعُ عِنْدَ مَا يَأْكُلُ الفَأْرُ طَعَامَهَا؟

(١١) مَاذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُوْلُ فِى نَفْسِهِ؟

(١٢) أَعْرِبْ هٰذِهِ الْجُمْلَةَ "كَانَ آزَرُ لَهُ وَلَدٌ رَشِيْدٌ"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩)
শব্দ বিশ্লেষণ

نَاصِحٌ, نُصْحًا (ف) উপদেশ দেওয়া, نَصِيْحَةٌ - ব-ব نَصَائِحُ - উপদেশ। نَاصِحُوْنَ -ব-ব نَاصِحٌ -উপদেশ দাতা। قَوْمٌ - ব-ব أَقْوَامٌ - জাতি। وَضْعًا - রাখা? مَوْضُوْعٌ রক্ষিত, আলোচ্য বিষয়। طَعَامٌ - ব-ব أَطْعِمَةٌ - খাবার, شَرَابٌ -ব-ব أَشْرِبَةٌ - পানীয়। حِيْنَئِذٍ - তখনই , সে সময়। فَهْمًا (س) - বোঝা। تَكَلُّمًا (مَعَ) - কথা বলা, যেমন تَكَلَّمْتُ مَعَ شَاهِدٍ - শাহেদের সাথে কথা বলেছি। تَكْلِيْمًا - কথা বলা, যেমন كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى - আল্লাহ্ মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন। غَضَبًا (س) - (عَلٰى) - রাগ করা, যেমন غَضِبَ عَلَيْكَ الْمُعَلِّمُ - শিক্ষক তোমার প্রতি রাগ করেছেন। سَمْعًا (س) - শোনা, إِسْمَاعًا - শোনানো - هَاتِفٌ - টেলিফোন। سَمَّاعَةٌ - রিসিভার।

نَصِيحَةُ إِبْرَاهِيْمَ

وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ لِوَالِدِهِ : يَاأَبَتِ! لِمَاذَا تَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ؟ وَيَا آبَتِ! لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهٰذِهِ الأَصْنَامِ؟ وَيَا أَبَتِ ! لِمَاذَا تَسْأَلُ هٰذِهِ الأَصْنَامَ؟ إِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ! وَإِنَّ هٰذِهِ الأَصْنَامَ لَاتَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ! لِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؟ وَإِنَّ هٰذِهِ الأَصْنَامَ يَاأَبَتِ ! لَاتَأْكُلُ وَلَاتَشْرَبُ!

وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَايَفْهَمُ - وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُوْنَ وَلَا يَفْهَمُوْنَ - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : أَنَا أُكَسِّرُ الْأَصْنَامَ إِذَا ذَهَبَ النَّاسُ ، وَحِيْنَئِذٍ يَفْهَمُ النَّاسُ -

ইব্রাহীমের উপদেশ

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আব্বাজান! কেন আপনি মূর্তি পূজা করেন ও তাদেরকে প্রণাম করেন এবং তাদের কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করেন? অথচ মূর্তিগুলো শুনেনা ও কথা বলতে পারেনা এবং কারো উপকার ও অপকার করতে পারে না। কেন তাদের সামনে ভোগ্যদ্রব্য রাখেন? তারাতো পানাহার করতে পারে না। আযর (এ সব শুনে) ক্ষুব্ধ হত, কিন্তু বুঝার চেষ্টা

করত না। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তারাও বুঝার চেষ্টা না করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হত। তাই তিনি (মনে মনে) স্থির করলেন, উৎসবের দিন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। তখন তারা (প্রকৃত বিষয়) উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَحِيْنَئِذٍ يَفْهَمُ النَّاسُ) (حِيْنَئِذٍ) এটি حِيْنَ ও إِذْ এই দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত হয়েছে। إِذَا শব্দের পরে বাক্য উহ্য থেকে মুদাফুন ইলাইহ হয়। অতএব মূল, ইবারত এরূপ ছিল, حِيْنَ إِذْ أَكْسِرُ الْأَصْنَامَ يَفْهَمُ النَّاسُ - বাক্যটির তারকীব হল, (حِيْنَ) মুদাফ (إِذْ) মুদাফুন ইলাইহ মুদাফ, (أَكْسِرُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أَنَا ফায়েল, (الْأَصْنَامَ) মাফ'উলুন বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে إِذْ শব্দের মুদাফুন ইলাইহ হয়েছে। তারপর মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে حِيْنَ শব্দের মুদাফুন ইলাইহ হয়েছে। এর পর مضاف ও مضاف إليه মিলে অগ্রবর্তী مفعول فيه হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও অগ্রবর্তী মাফউলুন ফীহি মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ لِوَالِدِهِ؟

(٢) هَلْ كَانَ يَفْهَمُ وَالِدُهُ كَلَامَهُ؟

(٣) مَاذَا كَانَ يَنْصَحُ إِبْرَاهِيْمُ لِقَوْمِهِ؟

(٥) لِمَاذَا غَضِبَ آزَرُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ؟

(٦) لِمَاذَا غَضِبَ النَّاسُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ؟

(٧) هَلِ الْأَصْنَامُ تَنْفَعُ أَحَدًا وَتَضُرُّ؟

(٨) مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ وَيَضُرُّهُمْ؟

(٩) مَتٰى أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّكَسِّرَ الْأَصْنَامَ؟

(١٠) لِمَاذَا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّكَسِّرَ الْأَصْنَامَ؟

(١١) قُلْ مُفْرَدًا لِكَلِمَةِ النَّاسِ ؟

(١٢) اُذْكُرْ جَوَابَ الشَّرْطِ لِجُمْلَةِ إِذَا ذَهَبَ النَّاسُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٨)

শব্দ বিশ্লেষণ

عِيْدٌ ব-ব - أَعْيَادٌ - ঈদ, উৎসব। فَرَحًا (س) (بِهِ)- খুশী হওয়া। যেমন فَرِحْتُ بِجَوَابِكَ - তোমার উত্তরে খুশি হলাম। إِفْرَاحًا - খুশী করা। سَقَمًا (س) - অসুস্থ হওয়া, سَقِيْمٌ -ব-ব سِقَامٌ - অসুস্থ। بَقَاءٌ (س) - অবশিষ্ট থাকা, إِبْقَاءٌ - অবশিষ্ট রাখা। نُطْقًا (ض) - কথা বলা, إِنْطَاقًا - কথা বলানো। مَعْوُلٌ ব-ব – مَعَاوِلُ - কুড়াল। فُؤُوْسٌ ব-ব - فَأْسٌ - স্ববাক প্রাণী। نَاطِقٌ / حَيَوَانٌ - কুড়াল। أَعْنَاقٌ ব-ব عُنُقٌ -গর্দান। تَعْلِيْقًا (عَلَيْهِ) (بِهِ) - ঝুলানো। مُعَلَّقٌ - ঝুলন্ত। إِعْرَابًا - তারকীব করা।

إِبْرَاهِيْمُ يُكَسِّرُ الْأَصْنَامَ

وَجَاءَ يَوْمُ عِيْدٍ فَفَرِحَ النَّاسُ ـ وَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيْدِ وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ ، وَخَرَجَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ لِإِبْرَاهِيْمَ : أَلَاتَخْرُجُ مَعَنَا ؟ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : أَنَا سَقِيْمٌ ! وَذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْبَيْتِ ـ وَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَي الْأَصْنَامِ – وَقَالَ لِلْأَصْنَامِ : أَلَاتَتَكَلَّمُوْنَ؟ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ هٰذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ! أَلَاتَأْكُلُوْنَ؟ أَلَاتَشْرَبُوْنَ؟ وَسَكَتَ الْأَصْنَامُ لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَاتَنْطِقُ ـ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : (مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ) وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ وَمَا نَطَقَتْ ـ حِيْنَئِذٍ غَضِبَ إِبْرَاهِيْمُ وَأَخَذَ الْفَأْسَ ـ وَضَرَبَ إِبْرَاهِيْمُ الْأَصْنَامَ بِالْفَأْسِ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ ـ وَتَرَكَ إِبْرَاهِيْمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ ـ

ইব্‌রাহীম মূর্তি ভাঙ্গবে

উৎসবের দিন এল। ফলে লোকেরা খুব খুশী হল। শিশু-বৃদ্ধ সকলে উৎসবে যাওয়ার জন্য বের হল। ইব্‌রাহীমের পিতা যাওয়ার সময় ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে না? ইব্‌রাহীম উত্তর দিল, আমি অসুস্থ। সকলে চলে গেল, কিন্তু ইব্‌রাহীম বাড়িতে থেকে গেল। অতঃপর ইব্‌রাহীম

মন্দিরে গেল এবং মূর্তিদেরকের উদ্দেশ্য করে বলল, কী ব্যাপার! কথা বলছোনা যে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না? এই তো ভোগদ্রব্য, খাচ্ছোনা যে? পাথরের মূর্তিগুলো নিরবে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুই বলতে পারলনা। ইব্‌রাহীম বলল, কী হলো, কথা বলছো না যে? কিন্তু তারা পূর্বের ন্যায় চুপ মেরে রইল, কোন কথা বলল না। তখন ইব্‌রাহীম ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে কুঠার হাতে নিল এবং মূর্তিগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল। আর বড় মূর্তিটিকে অক্ষত রেখে তার গলায় কুঠার ঝুলিয়ে দিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

مَالَكُمْ (مَا) أَيُّ شَيْءٍ - অর্থে যুবতাদা, (لَكُمْ) জার ও মাজরুর মিলে উহ্য ফে'য়েল حَدَثَ-এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হযে খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে। (لَاتَنْطِقُوْنَ) স্বতন্ত্র বাক্য। অথবা لَكُمْ এর যমীরে মাজরূর থেকে حال ও হতে পারে। (لَا) حرف الاستفهام (أَلَا تَخْرُجُ) النفى - (تَخْرُجُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর أَنْتَ ফা'য়েল (مَعَ) মুদাফ (نَا) মুদাফুন ইলাইহ, مضاف اليه ও مضاف মিলে مفعول فيه হয়েছে পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েলও মাফ'উলুন ফিহী মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ النَّاسُ يَوْمَ الْعِيْدِ؟

(٢) مَاذَا قَالَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِلْعِيْدِ؟

(٤) مَاذَا فَعَلَ إِبْرَاهِيْمُ لَمَّا ذَهَبَ النَّاسُ؟

(٥) بِمَ كَسَّرَ إِبْرَاهِيْمُ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ؟

(٧) أَكَسَّرَ إِبْرَاهِيْمُ جَمِيْعَ الْأَصْنَامِ؟

(٨) أَيْنَ عَلَّقَ إِبْرَاهِيْمُ الْفَأْسَ وَلِمَ؟

أَبَعْضَ الْأَصْنَامِ كَسَّرَ إِبْرَاهِيْمُ أَمْ جَمِيْعَهَا؟

(١٠) اُذْكُرْ كَلِمَةً مُرَادِفَةً لِكَلِمَةِ "سَقِيْمٌ" مِنْ كَلِمَةٍ مُضَادَّةٍ لَهَا.

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

(ف) فِعْلًا -করা। تَعَجُّبًا - হতবাক হওয়া। (س) دَهْشًا - হতভম্ব হওয়া, مَدْهُوْشٌ - হতভম্বিত। (عَلٰى)تَأَسُّفًا-আক্ষেপ করা। إِلٰهٌ -ব-ব آلِهَةٌ - মা'বুদ, উপাস্য। فَتَاةٌ - ব-ব فَتَيَاتٌ - যুবক, তরুণ। فِتْيَةٌ/ فِتْيَانٌ - ব-ব। فَتًى যুবতী, তরুণী। (ن) ذِكْرًا -স্মরণ করা, আলোচনা করা। تَذْكِيْرًا - স্মরণ করানো। إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (ض) قُدْرَةً সক্ষম হওয়া। যেমন عَلَيْهِ (ض) عَقْلًا। تَحْرِيْكًا - নড়া। تَحَرُّكًا - নড়ানো। (عَلَيْهِ س) خَجَلًا লজ্জিত হওয়া, إِخْجَالًا - লজ্জিত করা। يَالَلْخَجَلِ! - লজ্জাশীল। عَدِيْمُ الْحَيَاءِ - নির্লজ্জ।

- مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟

وَرَجَعَ النَّاسُ وَدَخَلُوا فِىْ بَيْتِ الْأَصْنَامِ - وَأَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيْدٍ - وَلٰكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا- وَتَأَسَّفَ النَّاسُ وَغَضِبُوا - قَالُوا : (مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا ؟) (قَالُوا : سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ) (قَالُوا : أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيْمُ؟) (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُ هُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ)

وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُوْنَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ - وَكَانُوا يَعْرِفُوْنَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَاتَسْمَعُ وَلَا تَنْطِقُ - وَكَانُوا يَعْرِفُوْنَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ - وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَايَقْدِرُ أَنْ يَّمْشِىَ وَيَتَحَرَّكَ - وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَايَقْدِرُ أَنْ يُّكَسِّرَ الأَصْنَامَ -

فَقَالُوا لِإِبْرَاهِيْمَ : أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَاتَنْطِقُ - قَالَ

إِبْرَاهِيْمُ : فَكَيْفَ تَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَاتَضُرُّ وَلَاتَنْفَعُ؟ وَكَيْفَ تَسْأَلُوْنَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَاتَنْطِقُ وَلَاتَسْمَعُ؟ أَلَاتَفْهَمُوْنَ شَيْئًا . أَفَلَاتَعْقِلُوْنَ؟ وَسَكَتَ النَّاسُ وَخَجِلُوْا!

এই অপকর্ম কে করেছে?

লোকেরা উৎসব থেকে ফিরে এসে মন্দিরে প্রবেশ করল এবং উৎসবের দিন হিসাবে মূর্তিকে প্রণাম করতে চাইল। কিন্তু তারা (ভিতরে ঢুকে) অবাক ও হতবুদ্ধি হল এবং ক্ষিপ্ত ও অনুতপ্ত হয়ে বলল, "আমাদের উপাস্যদের সাথে এই অসদাচরণ কে করল?" "কেউ কেউ বলল, আমরা ইব্‌রাহীম নামের এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি।" অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করল, হে ইব্‌রাহীম! আমাদের উপাস্যেদের সঙ্গে এরূপ আচরণ কি তুমি করেছ? ইব্‌রাহীম উত্তর দিল আমি না, বরং তাদের এই বড়টি তা করেছে। যদি সে কথা বলতে পারে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।" কিন্তু লোকেরা জানত, পাথরের মূর্তি কথা বলতে ও কথা শুনতে পারে না। তারা এটাও জানত যে, বড় মূর্তিটিও পাথরের তৈরী। সে নড়াচড়া করতে ও মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গতে পারে না। ফলে তারা ইব্‌রাহীমকে বলল, তুমিতো জানো যে, মূর্তি কথা বলতে পারে না। তখন ইব্‌রাহীম বললেন, মূর্তি যখন কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না তাহলে তোমরা তার কাছে প্রার্থনা কর কি করে? তোমাদের কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই? তখন তারা লজ্জায় চুপ মেরে গেল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

كَبِيْرُهُمْ هٰذَا - (كَبِيْرُهُمْ) - মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে مبدل منه আর (هٰذَا) بدل অতঃপর উভয় মিলে فاعل হয়েছে। (سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ) (سَمِعَ) ফে'য়েল (نَا) যমীর ফা'য়েল (فَتًى) মাওছুফ (يَذْكُرُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هُوَ ফা'য়েল (هُمْ) মাফ'উলুন বিহী, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে جملة فعلية হয়ে ছিফাত, অতঃপর মাওছুফ ও ছিফাত মিলে মাফউলুন বিহী। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে جملة فعلية হয়েছে।

(يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ) (يُقَالُ) ফে'য়েল মাজহুল, (لَهُ) জর ও মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক। (إِبْرَاهِيْمُ) نائب الفاعل - অবশেষে ফে'য়েল, নায়েবে ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ دَخَلُوا بَيْتَ الْأَصْنَامِ؟

(٢) لِمَاذَا تَعَجَّبَ النَّاسُ وَدَهِشُوا؟

(٣) كَيْفَ ظَنَّ النَّاسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَسَرَ الْأَصْنَامَ؟

(٤) مَاذَا سَأَلَ النَّاسُ وَمَاذَا أَجَابَ إِبْرَاهِيمُ؟

(٥) أَتَقْدِرُ الْأَصْنَامُ أَنْ تَمْشِيَ وَتَتَحَرَّكَ؟

(٦) لِمَ لَاتَقْدِرُ الأَصْنَامُ أَنْ تَمْشِيَ وَتَتَحَرَّكَ؟

(٧) أَيُمْكِنُ لِلصَّنَمِ الْأَكْبَرِ أَن يُّكَسِّرَ الأَصْنَامَ الصَّغِيرَةَ؟

(٨) مَتَى سَكَتَ النَّاسُ وَخَجِلُوا؟

(٩) أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ الآتِيَةَ "مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا" ؟ -

(١٠) أَيْنَ خَبَرُ "أَنَّ فِي هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ" ـ -

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٦)
শব্দ বিশ্লেষণ

نَارٌ - ব-ব - نِيرَانٌ - অগ্নি। بَرَدًا (ن) -শীতল হওয়া। تَبْرِيدًا - শীতল করা। بَرْدٌ قَارِسٌ - কনকনে শীত। حَرٌّ لَافِحٌ - প্রচণ্ড গরম। اِجْتِمَاعًا - একত্রিত হওয়া। جَمْعًا (ف) - একত্রিত করা। جَزَاءً (ض) - প্রতিদান দেওয়া। عِقَابًا - শাস্তি দেওয়া। إِهَانَةٌ - অপমান করা। تَحْرِيقًا - পোড়ানো। اِحْتِرَاقًا - পুড়ে যাওয়া। إِيقَادًا - প্রজ্বলিত করা। تَحَيُّرًا - হতবুদ্ধি হওয়া। مَسْرُورٌ - আনন্দিত। سَالِمٌ - নিরাপদ। سَلَامَةٌ (س) নিরাপদ থাকা। যেমন مَنْ سَكَتَ سَلِمَ - নিরব ব্যক্তি নিরাপদ থাকে।

نَارٌ بَارِدَةٌ

اِجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَالُوا : مَاذَا نَفْعَلُ؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَسَّرَ الْأَصْنَامَ وَأَهَانَ الْآلِهَةَ! وَسَأَلَ النَّاسُ : مَاعِقَابُ إِبْرَاهِيمَ؟

مَاجَزَاءُ إِبْرَاهِيْمَ ؟ كَانَ الْجَوَابُ : (حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا آلِهَتَكُمْ) ـ وَهٰكَذَا كَانَ : أَوْقَدُوْا نَارًا، وَأَلْقُوْا فِيْهَا إِبْرَاهِيْمَ ـ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ لِلنَّاسِ : (يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ) وَهٰكَذَا كَانَ، كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰي إِبْرَاهِيْمَ ـ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَاتَضُرُّ إِبْرَاهِيْمَ ـ وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ إِبْرٰهِيْمَ مَسْرُوْرٌ وَأَنَّ إِبْرَاهِيْمَ سَالِمٌ ـ وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوْا ـ

শীতল অগ্নি

(বিক্ষুব্ধ) জনতা পরামর্শে মিলিত হয়ে বলল, আমাদের এখন কী করণীয়? ইব্‌রাহীমতো মূর্তি ভেঙ্গে আমাদের উপাস্যদের অপমান করেছে। (উত্তেজিত) জনতা জানতে চাইল, ইব্‌রাহীমের কী শাস্তি হবে? তার কী প্রতিদান হবে? জওয়াব এল, তাকে জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। অবশেষে তাই করা হল। আগুন জ্বালিয়ে তাতে ইব্‌রাহীমকে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সাহায্যের জন্য আগুনকে নির্দেশ করে বললেন, "হে আগুন! ইব্‌রাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তাই হল, আগুন ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেল। ইব্‌রাহীমকে আগুনের মধ্যে আরামে ও আনন্দে দেখে লোকেরা হতবাক ও হতভম্ব হল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(يَانَارُ! كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ)

(يَا) حرف النداء - (نَارُ) منادى - অতঃপর হরফুন্নেদা ও মুনাদা মিলে جملة النداء হয়েছে। (كُنْ) ফে'য়েলে নাকেছ (ى) তার ইসম (بَرْدًا) بَارِدَةٌ অর্থে - (سَلَامًا) حرف العطف (واو) معطوف عليه - অর্থে শিবহুল ফে'য়েল, (عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ) জর-মাজরুর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে معطوف । তারপর মা'তুফুন 'আলাইহ ও মা'তুফ মিলে ফে'য়েলে নাকিছের খবর। পরিশেষে ফে'য়েলে নাকিছ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية إنشائية হয়ে جواب النداء হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) اِجْتَمَعَ النَّاسُ وَمَاذَا قَالُوْا؟

(٢) لِمَ اجْتَمَعَ النَّاسُ؟

(٣) أَلِيَتَشَاوَرُوْا فِىْ عِقَابِ إِبْرَاهِيْمَ اِجْتَمَعُوْا؟

(٤) لِأَيِّ سَبَبٍ أَرَادَ النَّاسُ أَن يُّحَرِّقُوْا إِبْرَاهِيْمَ؟

(٥) مَاجُرْمُ إِبْرَاهِيْمَ؟ أَسَرَقَ شَيْئًا؟ أَقَتَلَ أَحَدًا؟

(٦) أَيْنَ أَلْقَى النَّاسُ إِبْرَاهِيْمَ وَلِمَ؟

(٧) أَحَرَقَتِ النَّارُ إِبْرَاهِيْمَ؟

(٨) عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ فِى النَّارِ؟

(٩) لِمَاذَا لَمْ تُحَرِقِ النَّارُ إِبْرَاهِيْمَ وَهِىَ تُحَرِّقُ كُلَّ شَيْءٍ؟

(١٠) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ النَّارَ؟

(١١) مَتَى دَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوْا؟

(١٢) عَيِّنْ خَبَرَ كَانَ فِىْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ "كَانَ الْجَوَابُ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ(٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

لَيْلَةٌ مُقْمِرَةٌ – চাঁদনী রাত। لَيْلٌ - ব-ব لَيَالٍ – রাত। قَمَرٌ – ব-ব أَقْمَارٌ – চাঁদ। شَمْسِيَّةٌ مَنْشُوْرَةٌ - খোলা ছাতা। شَمْسِيَّةٌ – ছাতা। شَمْسٌ –ব-ব شُمُوْسٌ – সূর্য। طُلُوْعًا (ن) – উদিত হওয়া। مَطْلَعٌ – উদয় স্থল। غُرُوْبًا (ن) – অস্তমিত হওয়া। أَغْرُبْ مِنْ عَيْنِىْ – দূর হও। مَغْرِبٌ – পশ্চিম, অস্তাচল। مَشْرِقٌ – পূর্ব। شِمَالٌ - উত্তর। جُنُوْبٌ – দক্ষিণ। جِهَةٌ ব-ব جِهَاتٌ - দিক। أُسْلُوْبٌ ব-ব أَسَالِيْبُ - পদ্ধতি। غَيْبُوْبَةٌ (ض) অদৃশ্য হওয়া। غَائِبٌ অদৃশ্য। غَلَبَةٌ (ض) পরাভূত করা। غَالِبٌ প্রবল।

٧ - مـن ربـى؟

وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى إِبْرَاهِيمُ كَوْكَبًا، فَقَالَ : هٰذَا رَبِّىْ ـ وَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا! هٰذَا لَيْسَ بِرَبِّىْ! وَرَأَى إِبْرَاهِيمُ الْقَمَرَ فَقَالَ : هٰذَا رَبِّي ـ وَلَمَّا غَابَ الْقَمَرُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا! هٰذَا لَيْسَ بِرَبِّىْ! وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : (هٰذَا رَبِّي هٰذَا أَكْبَرُ) وَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ فِى اللَّيْلِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا! هٰذَا لَيْسَ بِرَبِّىْ ـ إِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ ـ إِنَّ اللّٰهَ بَاقٍ لَايَغِيْبُ ـ إِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ لَايَغْلِبُهُ شَيْءٌ ـ وَالْكَوْكَبُ ضَعِيْفٌ يَغْلِبُهُ الصُّبْحُ ـ وَالْقَمَرُ ضَعِيْفٌ تَغْلِبُهُ الشَّمْسُ ـ وَالشَّمْسُ ضَعِيْفَةٌ يَغْلِبُهَا اللَّيْلُ وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ ـ وَلَا يَنْصُرُ نِي الْكَوْكَبُ لِأَنَّهُ ضَعِيْفٌ ـ

وَلَا يَنْصُرُنِيَ الْقَمَرُ لِأَنَّهُ ضَعِيْفٌ ـ وَلَاتَنْصُرُنِىَ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا ضَعِيْفَةٌ ـ وَيَنْصُرُنِيَ اللّٰهُ ، لِأَنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ ـ وَبَاقٍ لَايَغِيْبُ ـ وَقَوِىٌّ لَايَغْلِبُهُ شَيْءٌ

আমার প্রতিপালক কে?

এক রাত্রে ইব্‌রাহীম এক উজ্জ্বল তারকা দেখে ভাবলেন, ইনিই আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তারকাটি অদৃশ্য হল, তখন তিনি সিদ্ধান্তে পৌছলেন, না, এ আমার প্রতিপালক নয়। তারপর যখন চন্দ্র দেখতে পেলেন তখন তিনি ভাবলেন, ইনিই আমার প্রতিপালক হবেন। কিন্তু চন্দ্র যখন অদৃশ্য হল তখন তিনি সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, এ আমার প্রতিপালক নয়। ভোরে যখন সূর্য উদিত হল তখন তিনি ভাবলেন, ইনিই হবেন আমার প্রতিপালক। (কারণ) ইনি সবার চেয়ে বড়।

কিন্তু সন্ধায় যখন সূর্য অস্তমিত হল তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, এ আমার প্রতিপালক হতে পারে না, বরং এগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই আমার

প্রতিপালক। কেননা আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহ্ চিরস্থায়ী, কখনও অদৃশ্য হতে পারে না। কিন্ত তারকা এমন দুর্বল যে, প্রভাত তাকে কাবু করে ফেলে! চন্দ্র এমন দুর্বল যে, সূর্যের আলো তাকে নিষ্প্রভ করে ফেলে। সূর্য এমন দুর্বল যে, রাতের অন্ধকার ও মেঘের ছায়া তাকে দীপ্তিহীন করে দেয়। অতএব, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। কেননা তারা সকলেই দুর্বল।একমাত্র আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও চিরশক্তিমান।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ)

(إِنَّ) حرف مشبه بالفعل (اللّٰهَ) তার ইস্‌ম (حَيٌّ) প্রথম খবর (لَايَمُوْتُ) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে إن তার ইস্‌ম ও উভয় খবরকে নিয়ে جملة إسمية হয়েছে।

(أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ)

প্রতি প্রশ্নের আরবীতের উত্তর দাও

(١) كَيْفَ عَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ رَبَّهُ؟ أَجِبْ عَلٰى أُسْلُوْبِ كِتَابِكَ

(٢) مَتٰى تُرَى الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ فِى السَّمَاءِ؟

(٣) مِنْ أَيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَإِلٰى أَيْنَ تَغْرُبُ؟

(٤) مَتٰى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ؟

(٥) مَا هِيَ الْجِهَاتُ الأَرْبَعُ؟

(٦) مَنْ زَيَّنَ السَّمَاءَ بِالْكَوَاكِبِ وَالأَرْضَ بِالْحَدَائِقِ؟

(٧) مَا يَغْلِبُ الْكَوْكَبَ؟

(٨) مَايَغْلِبُ الْقَمَرَ؟

(٩) مَايَغْلِبُ الشَّمْسَ ؟

(١٠) لِمَ لَاتَسْتَطِيْعُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ أَنْ تَنْصُرَا إِبْرَاهِيْمَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٨)

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْتٌ। জগত - عَالَمُوْنَ ব-ব - عَالَمٌ। জিনিস, পদার্থ - أَشْيَاء ব-ব - شَيْءٌ
الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالَمِ - আলেমের মৃত্যু জগতের মুত্যু তুল্য। ضَعِيْفٌ -ব-ব
أَقْوِيَاءُ - ব-ব - قَوِيٌّ। দুর্বল - ضُعَفَاءُ। দুর্বল হওয়া - ضُعْفًا (ك)
শক্তিশালী। قُوَّةً (س) - শক্তিশালী হওয়া। اَلدُّنْيَا لِمَنْ لَهُ الْقُوَّةُ - জোর যার
মুল্লুক তার। جَعْلًا (ف) - বানানো, মনোনীত করা। هِدَايَةً (ض) - পথ
দেখানো। اِهْتِدَاء (إِلَيْهِ) - পথ পাওয়া। اِقْتِضَاء দাবি করা عُنْوَانٌ ব.ব عَنَاوِيْنُ
শিরোনাম।

رَبِّيَ اللّٰهُ

وَعَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ اللّٰهَ رَبُّهُ ـ لِأَنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ ـ وَأَنَّ اللّٰهَ بَاقٍ لَايَغِيْبُ ـ وَأَنَّ اللّٰهُ قَوِيٌّ لَايَغْلِبُهُ شَيْءٌ ـ وَعَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ اللّٰهَ رَبُّ الْكَوْكَبِ ! وَأَنَّ اللّٰهَ رَبُّ الْقَمَرِ! وَأَنَّ اللّٰهَ رَبُّ الشَّمْسِ وَأَنَّ اللّٰهَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ! وَهَدَى اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيْلًا ـ وَأَمَرَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ يَّدْعُوَ قَوْمَهُ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ـ

আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক

ইব্রাহীম বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ই তাঁর প্রতিপালক। কেননা তিনি চিরঞ্জীব, মুত্যু বরণ করেন না। তিনি চিরস্থায়ী, অদৃশ্য হননা। তিনি চিরশক্তিমান, কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। ইব্রাহীম আরও বুঝলেন যে, চন্দ্রের প্রতিপালক আল্লাহ, সূর্যের প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ইব্রাহীমকে নবী ও বন্ধু মনোনীত করলেন এবং কওমকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করে এক আল্লাহ্র 'ইবাদত করার আদেশ করলেন।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

حرف التوكيد والمصدر (أَنَّ) ফা'য়েল। (إِبْرَاهِيْمُ ,عَرَفَ) - ফে'য়েল, (عَرَفَ) তার ইসম(رَبَّهُ) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে তার খবর হয়েছে। অতঃপর أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে মাফ'উলুন বিহী হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ)
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতের উত্তর দাও

(١) مَنْ رَبُّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟
(٢) كَيْفَ عَرَفَ إِبْرَاهِيْمُ أَنَّ اللّٰهَ رَبُّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟
(٣) مَنْ هَدٰى إِبْرَاهِيْمَ إِلَى اللّٰهِ؟
(٤) مَنْ يَّهْدِى النَّاسَ وَمَنْ يُّضِلُّهُمْ ؟
(٥) أَيُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَّهْدِىَ مَنْ أَحَبَّ؟
(٦) أَيَقْدِرُ الإِنْسَانِ اَنْ يُّضِلَّ مَنْ شَاءَ؟
(٧) اُذْكُرِ الآيَةَ الَّتِىْ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّ اللّٰهَ جَعَلَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا ـ
(٨) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَاذَا فَعَلَ إِبْرَاهِيْمُ؟
(٩) كَمْ مَفْعُوْلًا يَقْتَضِى الْمَصْدَرُ "الْجَعْل " أَوْضِحْ بِمِثَالٍ؟
(١٠) اُذْكُرْ عُنْوَانَ الْقِصَّةِ مَعَ إِعْرَابِهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٩)
শব্দ বিশ্লেষণ

دَعْوَةٌ وَدُعَاءٌ (ن) - আহবান করা (لَهُ) - দু'আ করা। (عَلَيْهِ) - বদ দু'আ করা। دُعَاءٌ - ব-ব أَدْعِيَةٌ - দু'আ। دَاعٍ -ব-ব دُعَاةٌ - আহবান কারী। وِجْدَانًا (ض) - পাওয়া। مَوْجُوْدٌ - বিদ্যমান। عَدُوٌّ -ব-ব أَعْدَاء - শত্রু। مُعَادَاة - শত্রুতা করা। طَعَامًا (س) - খাওয়া। إِطْعَامًا - খাওয়ানো। شُرْبًا (س) -পান করা। سَقْيًا (ض) পান করানো। شِفَاءٌ (ض) - আরোগ্য দান করা। خَلْقًا

(ن) – সৃষ্টি করা خَالِقٌ – স্রষ্টা مَخْلُوْقٌ – সৃষ্টি। مَرَضًا (س) – অসুস্থ হওয়া। إِمْرَاضًا – অসুস্থ করা। تَمَارُضًا – অসুস্থতার ভান করা। যথা مَنْ يَتَمَارَضُ يَمْرَضُ অসুস্থতার ভান কারী অসুস্থ হয়।

٩-دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ

وَدَعَا إِبْرَاهِيْمُ قَوْمَهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِقَوْمِهِ : مَاتَعْبُدُوْنَ؟ (قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَامًا) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : (هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ) ـ (أَوْيَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ)ـ (قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَا لِكَ يَفْعَلُوْنَ) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : فَأَنَا لَاأَعْبُدُ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ ـ بَلْ أَنَا عَدُوٌّ لِهٰذِهِ الْآصْنَامِ أَنَا أَعْبُدُ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ (اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ) (وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ـ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَاتَخْلُقُ وَلَاتَهْدِىْ ـ وَإِنَّهَا لَاتُطْعِمُ أَحَدًا وَلَاتَسْقِىْ ـ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِىَ لَاتَشْفِىْ ـ وَإِنَّهَالَاتُمِيْتُ أَحَدًا وَلَاتُحْيِىْ

ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দা'ওয়াত

ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিলেন এবং মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করে বললেন, তোমরা কিসের পূজা করো? তারা বলল, আমরা কিছু দেব-দেবীর পূজা করি। ইব্‌রাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়? কিংবা তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করে? তারা বলল, ওসব কিছু না, বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেন, তবে আমি এ সবের পূজা করবো না, বরং আমি এ সবের ঘোর বিরোধী। আমি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের 'ইবাদত করবো, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমার পানাহারের ব্যবস্থা করেন এবং যাঁর হাতে আমার হায়াত-মউত। তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং রোগ হলে আরোগ্য দান করবেন। কিন্তু মূর্তি সৃষ্টি করতে পারে না। কারও পানাহার যোগাতে পারে না। কারও অসুস্থতায় সুস্থতা দান করতে পারে না। এবং কারো জীবন-মরণও তার হাতে নেই।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَاتُشْفِيْ)

(أَحَدٌ) – ফে'য়েল (مَرِضَ) – إسم الظرف (إذَا) শর্তের অর্থ অন্তর্গত। ফা'য়েল, ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে شرط হয়েছে। (ف) (هي) المُرَابَطَة (لَاتُشْفِيْ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর য়েছে। তার পর মুবতাদা ও খবর মিলে جواب الشرط হয়েছে। অবশেষে শর্ত ও জওয়াবুশ্ শর্ত মিলে جملة شرطية হয়েছে।

(قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ)

(قَالَ) ফে'য়েল, (الواو) ফা'য়েল, ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে اَلْقَوْلُ হয়েছে। (بَلْ) للإضراب (وَجَدَ) ফে'য়েলে(نَا) ফা'য়েল (آبَاءَنَا) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে صاحب الحال) (كَ) হরফুল জর (ذَا) ইসমুল ইশারা মাজরূর (ل) لِلْبُعْد (ك) হরফুল খেতাব, জর-মাজরূর মিলে পরবর্তী ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে। (يَفْعَلُوْنَ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে حال হয়েছে। হাল ও যুলহাল মিলে মাফ'উলুনবিহী। পরিরেশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে مقول القول হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) إِلَامَ دَعَا إِبْرَاهِيْمُ قَوْمَهُ وَمِمَّ مَنَعَهُمْ؟

(٢) أَ إِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ دَعَاهُمْ ؟ . آمِن عِبَادَةِ الأَصْنَامِ مَنَعَهُمْ

(٣) عَلَامَ وَجَدَ الْقَوْمُ آبَاءَهُمْ؟

(٤) أَوَجَدُوْهُمْ يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ وَيَسْجُدُوْنَ لَهَا؟

(٥) مَنْ يُخْرِجُ لَنَا الرِّزْقَ مِنَ الأَرْضِ؟

(٦) اَلْفَلَّاحُ يُخْرِجُ أَمِ اللّٰهُ؟

(٧) مَن يُنْزِلُ لَنَا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ؟

(٨) أَأَنْتُمْ تُنْزِلُوْنَهُ أَمِ اللّٰهُ يُنْزِلُ؟

(٩) مَنْ يُطعِمُكُمْ إِذَا جُعْتُمْ؟
(١٠) مَنْ يَسْقِيكُمْ إِذَا عَطِشْتُمْ؟
(١١) مَنْ يَشْفِي النَّاسَ إِذَا مَرِضُوا؟
(١٢) آللّٰهُ يَشْفِيهِمْ أمِ الطَّبِيبُ؟
(١٣) بَيِّنْ إِعْرَابَ "رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "وَسَبَبَ إِعْرَابِهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

كَلَامُ الْمُلُوكِ مُلُوكُ الْكَلَامِ - রাজার কথা - مَلِكٌ ব-ব - مُلُوكٌ - রাজা। কথার রাজা। ظُلْمًا (ض) - অত্যাচার করা। ظَالِمٌ - অত্যাচারী। مَظْلُومٌ - অত্যাচারিত। طَلَبًا (ن) - সন্ধান করা। مَطْلُوبٌ - সন্ধান কৃত , উদিষ্ট। طَالِبٌ - সন্ধানী। وَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهَرَ اللَّيَالِيَ - উচ্চ মর্যাদা প্রত্যাশী রাত্রি জাগরণ করে। رَبٌّ - ব-ব أَرْبَابٌ - প্রতিপালক। تَرْبِيَةٌ - প্রতিপালন করা। إِحْيَاء - জীবন দান করা। إِمَاتَةٌ - মৃত্যু দান করা। مَوْتًا (ن) মৃত্যু বরণ করা। حَيَاةٌ (س) বেঁচে থাকা। قَتْلًا (ن) - হত্যা করা। قَاتِلٌ - হত্যাকারী। مَقْتُولٌ - নিহত। رَعِيَّةٌ বোকামী بِلَادَةٌ - বোকা। بَلِيدٌ - নিয়ে আসা। (بِه) আসা, (ض) - إِتْيَانًا ব-ব رعايا প্রজা। اثباتا প্রমান করা।

١٠- أَمَامَ الْمَلِكِ

كَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ مَلِكٌ كَبِيْرٌ جِدًّا ـ وَظَالِمٌ جِدًّا ـ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُوْنَ لِلْمَلِكِ ـ وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ ـ فَغَضِبَ الْمَلِكُ وَطَلَبَ إِبْرَاهِيْمَ ـ وَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ لَايَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ـ قَالَ الْمَلِكُ مَنْ رَبُّكَ يَاإِبْرَاهِيْمُ؟

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ-رَبِّى اللّٰهُ! قَالَ الْمَلِكُ : مَنِ اللّٰهُ يَاإِبْرَاهِيْمُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : اَلَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ! قَالَ الْمَلِكُ : أَنَا أُحْىِ وَأُمِيْتُ! وَدَعَا الْمَلِكُ رَجُلًاوَقَتَلَهُ وَدَعَا رَجُلًا آخَرَ وَتَرَكَهُ ـ

وَقَالَ : أَنَا أُحْيِىْ وَأُمِيْتُ، قَتَلْتُ رَجُلًا وَتَرَكْتُ رَجُلًا، وَكَانَ الْمَلِكُ بَلِيْدًا جِدًّا وَكَذَا لِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّفْهِمَ الْمَلِكَ وَيُفْهِمَ قَوْمَهُ ـ فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِلْمَلِكِ : فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ـ فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ وَسَكَتَ وَخَجِلَ الْمَلِكُ وَمَا وَجَدَ جَوَابًا

রাজার দরবারে

সেই দেশে এক প্রতাপশালী ও জালিম রাজা ছিল। লোকেরা তাকে সিজ্‌দা করত। রাজা শুনতে পেল যে, ইব্‌রাহীম আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সিজ্‌দা করে না। তখন রাজা খুব ক্রুধান্বিত হয়ে ইব্‌রাহীমকে রাজদরবারে তলব করল। ইব্‌রাহীম (নির্ভয়ে) হাজির হলেন । কারণ তিনি শুধু আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। রাজা জিজ্ঞাসা করল, হে ইব্‌রাহীম! তোমার প্রতিপালক কে? ইব্‌রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক! রাজা জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আবার কে? ইব্‌রাহীম উত্তর দিলেন, যিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক। রাজা বলল, আমিও তো জীবন-মৃত্যুর মালিক। তখন রাজা একজন লোককে ডেকে এনে হত্যা করে ফেলল এবং আরেকজন লোককে ডেকে এনে ছেড়ে দিয়ে বলল, (দেখলে তো) আমি জীবন -মৃত্যুর মালিক। একজনকে জীবন দিলাম এবং অপরজনকে মৃত্যু দিলাম। রাজাটি ছিল একেবারেই বোকা। আর মুশরিকরা এমনই হয়ে থাকে। ইব্‌রাহীম চাইলেন রাজা ও প্রজারা বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করুক। তাই তিনি রাজাকে লক্ষ করে বললেন, আমার আল্লাহ্ তো পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন। (যদি পার) তাহলে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করতো দেখি? তখন রাজা হতভম্ব হল এবং লজ্জিত হয়ে চুপ মেরে গেল এবং কোন উত্তর খুঁজে পেলনা।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَايَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ) استئنافية (الواو) (جَاءَ) - ফে'য়েল (إِبْرَاهِيمُ) সাহেবুলহাল (الواو) حالية (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস, (إِبْرَاهِيمُ) তার ইসম, (لا) حرف النفى (يَخَافُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هُوَ ফা'য়েল (أَحَدًا) مستثنى منه (إِلَّا) حرف إلاستثناء (اللّٰه) مستثنى হয়েছে। মুস্তাছনা ও মুস্তাছনা মিনহু মিলে মাফউলুন বিহী। ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে كَانَ এর খবর, كَانَ তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে حال হয়েছে : তারপর হাল ও সাহেবুল হাল মিলে ফায়েল। অবশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَيْفَ كَانَ الْمَلِكُ؟
(٢) هَلْ كَانَ الْمَلِكُ يَعْدِلُ رَعَايَاهُ؟
(٣) هَلْ كَانَ الْمَلِكُ يَظْلِمُ رَعَايَاهُ؟
(٤) لِمَنْ كَانَ النَّاسُ يَسْجُدُوْنَ؟
(٥) لِمَاذَا غَضِبَ الْمَلِكُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ؟
(٦) مَنْ يَّمْلِكُ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ؟
(٧) لِمَ خَلَقَ اللّٰهُ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ؟
(٨) هَلْ خَلَقَهُمَا لِيَمْتَحِنَ مَنْ يُحْسِنُ عَمَلَهٗ؟
(٩) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْتِىَ بِالْمَوْتِ قَبْلَ مَوْعِدِهٖ؟
(١٠) كَيْفَ أَثْبَتَ الْمَلِكُ الظَّالِمُ دَعْوَاهُ؟
(١١) كَمْ رَجُلًا دَعَا الْمَلِكُ وَمَا ذَا فَعَلَ بِهٖ؟
(١٢) مَنْ هُوَ الْمُحْيِىْ وَالْمُمِيْتُ؟
(١٣) أَتُظْهِرُ الْحَقَّ أَمَامَ الْمَلِكِ الظَّالِمِ كَمَا أَظْهَرَ نَبِىُّ اللّٰهِ إِبْرَاهِيْمُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١١)

শব্দ বিশ্লেষণ

إِرَادَةٌ – ইচ্ছা করা। تَرْكًا – ছেড়ে দেওয়া। حِلْمًا (ك) –সহনশীল হওয়া। حَلِيْمٌ – ব-ব حُلَمَاءُ – সহনশীল। حُلْمٌ -ব-ব أَحْلَامٌ – স্বপ্ন। إِبْصَارًا – দেখা। بَصِيْرٌ– দ্রষ্টা। سَمِيْعٌ – শ্রোতা مَوَالِدُ ব-ব مَوْلِدٌ – জন্মস্থান। مَوْلِدًا لِأُمٍّ – মাতৃভূমি। وَطَنٌ – ব-ব أَوْطَانٌ– স্বদেশ। যথা- حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। تَكْوِيْنًا গঠন করা। جُمْلَةٌ ব جُمَلٌ (ج) تَأَسُّفًا আফসোস করা।

دَعْوَةُ الْوَالِدِ

وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا، فَقَالَ لَهُ : يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ، وَلِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ ـ يَاأَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ـ يَاأَبَتِ اُعْبُدِ الرَّحْمٰنَ !

وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ حَلِيْمًا فَقَالَ لِوَالِدِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ ـ وَقَالَ لَهُ : أَنَاأَذْهَبُ مِنْ هُنَا وَأَدْعُو رَبِّى وَتَأَسَّفَ إِبْرَاهِيْمُ جِدًّا ـ وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ اِلٰى بَلَدٍاٰخَرَوَيَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَي اللّٰهِ ـ

পিতার প্রতি দা'ওয়াত

ইব্‌রাহীম পিতাকে দা'ওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, আব্বাজান! আপনি এমন জিনিসের 'ইবাদত করেন কে যা শুনেনা, দেখেনা এবং কারও উপকার ও অপকার করতে পারে না? হে আব্বা! আপনি শয়তানের 'ইবাদত করবেন না, বরং অতি দয়াময় আল্লাহর 'ইবাদত করুন। তখন ইব্‌রাহীমের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, আমার পথে আমাকে চলতে দাও, নচেৎ আমি তোমাকে প্রহার করবো। ইব্‌রাহীম আঃ অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। ফলে তিনি পিতাকে বললেন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এখান থেকে চলে যাবো এবং (আপন মনে) আমার প্রভুকে ডাকবো। ইব্‌রাহীম তার পিতার জন্য খুব আক্ষেপ করলেন এবং অন্যত্র গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করার ও আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার মনস্থ করলেন।

عُرَابُ الْكَلَام
বাক্য বিশ্লেষণ

(يَاأَبَتِ! لِمَ تَعْبُدُ مَا لَايَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ)

(يَا) – হরফুন্নেদা, (أَبَتِ) – মুনাদা, মূলত ছিল, يَاأَبِيْ – উহ্য "ي" এর পরিবর্তে "ت" আনা হয়েছে। অতঃপর হরফুন্নেদা ও মুনাদা মিলে جملة النداء হয়েছে। (لِمَ) ل হরফুলজার (مَا)অর্থে أَيُّ شَيْءٍ মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে تعبد ফে'য়েলের অগ্রবর্তী মুতা'য়াল্লিক। (مَا) ইসমুল মাউছূল, (لَايَسْمَعُ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তুফুন আলাইহে (واو) হরফুল 'আতফ' (لَايُبْصِرُ) ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তুফ হয়েছে। তারপর মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহ মিলে ছিলা হয়েছে। ইসমুল মা'উছূল ও ছিলা মিলে مفعول به হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে جواب النداء হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ.
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ وَمَاذَا قَالَ لِوَالِدِهِ؟

(٢) مَا يَعْبُدُ الْمُشْرِكُوْنَ وَمَنْ يَّعْبُدُ الْمُسْلِمُوْنَ؟

(٣) مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ وَمَنْ يَضُرُّهُمْ؟

(٤) أَتَمْلِكُ الْأَصْنَامُ النَّفْعَ وَالضَّرَرَ لِأَحَدٍ؟

(٥) أَمَنَعَ إِبْرَاهِيْمُ وَالِدَهُ عَنْ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ؟

(٦) أَدْعَا إِبْرَاهِيْمُ وَالِدَهُ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمٰنِ؟

(٧) عَمَّ مَنَعَ إِبْرَاهِيْمُ وَالِدَهُ؟

(٨) لِمَاذَا غَضِبَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَاذَا قَالَ؟

(٩) لِأَيِّ غَرَضٍ أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّذْهَبَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ؟

(١٠) أَعْرِبْ قَوْلَ إِبْرَاهِيْم " سَلَامٌ عَلَيْكَ"

(١١) كَوِّنْ جُمْلَةً بِكَلِمَةِ "الشَّيْطَان "وَجُمْلَةً بِكَلِمَةِ "الرَّحْمٰن"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٢)

শব্দ বিশ্লেষণ

غَضَبًا (س) – রাগ করা। غَضْبَانٌ – রাগান্বিত, ক্রোদ্ধ। إِغْضَابًا –রাগ করানো। مُسَافَرَةٌ – সফর করা। مُسَافِرٌ মুসাফির, পথিক। أَطْلُبِ الرَّفِيْقَ قَبْلَ الطَّرِيْقِ – পথ চলার আগে সঙ্গী খোঁজ করো। تَوْدِيْعًا – বিদায় জানানো। تَوَدُّعًا – বিদায় গ্রহণ করা। وَدَاعًا إِلَي لِقَاءٍ – বিদায়, আবার দেখা হবে। وَدَاعًا إِلَى الْأَبَدِ – চির বিদায়। قَصْدًا (ض) – ইচ্ছা করা عُشْبٌ – ব-ব - أَعْشَابٌ ঘাস।

إِيْصَالًا – পৌছা, إِلَيْهِ (ض) وُصُوْلًا – পৌছানো। إِضَاعَةٌ – নষ্ট করা, ক্ষতি করা। تَوْضِيْعًا – سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ – মনিব, নেতা। سَادَاتٌ – ব-ব سَيِّدٌ - জাতির সেবক জাতির নায়ক। مرافقة - সফর সঙ্গী হওয়া

إِلٰى مَكَّةَ

وَغَضِبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيْمَ وَغَضِبَ الْمَلِكُ وَغَضِبَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّسَافِرَ إِلٰى بَلَدٍآخَرَ وَيَعْبُدَ فِيْهِ اللّٰهَ وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَي اللّٰهِ وَخَرَجَ إِبْرَاهِيْمُ مِنْ بَلَدِهٖ وَوَدَّعَ وَالِدَهٗ ـ

وَقَصَدَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَمَعَهٗ زَوْجُهٗ هَاجِرُ وَ كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا عُشْبٌ وَلَا شَجَرٌ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا بِئْرٌ وَلَانَهْرٌ وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا حَيَوَانٌ وَلَا بَشَرٌ وَوَصَلَ إِبْرَاهِيْمُ إِلٰى مَكَّةَ وَنَزَلَ فِيْهَا وَتَرَكَ إِبْرَاهِيْمُ زَوْجَهٗ هَاجِرَ وَ وَلَدَهٗ إِسْمَاعِيْلَ

وَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّذْهَبَ قَالَتْ زَوْجُهٗ هَاجِرُ ، إِلٰى أَيْنَ يَاسَيِّدِيْ؟ أَتَتْرُكُنِيْ هُنَا ؟ أَتَتْرُكُنِيْ وَلَيْسَ هُنَا مَاءٌ وَلَا طَعَامٌ! هَلْ أَمَرَكَ اللّٰهُ بِهٰذَا ؟ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : نَعَمْ : قَالَتْ هَاجِرُ إِذَنْ لَايُضِيْعُنَا!

মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

ইব্‌রাহীম(আ.)এর সম্প্রদায়, রাজা ও ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পিতা সকলেই যখন ক্রুদ্ধ হল, তখন ইব্‌রাহীম (আ.) অন্যত্র সফর করার ও সেখানে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করার ও লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার মনস্থ করলেন। তাই পিতাকে বিদায় জানিয়ে স্ত্রী হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন মক্কায় কোন নদী-নালা ছিল না, এবং সেখানে কোন তরুলতা ও গাছ-পালা ছিল না, এবং সেখানে কোন মানব ও প্রাণী ছিলনা। অর্থাৎ আবাসহীন এক মরুময় এলাকা ছিল। ইব্‌রাহীম মক্কায় পৌছে সেখানে অবস্থান নিলেন। যখন তিনি স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে রেখে চলে আসার ইচ্ছা করলেন তখন হাজেরা বললেন, জনাব! আপনি আমাকে খাবার ও পানি বিহীন জায়গায় একাকী রেখে যাচ্ছেন? এটা কি আল্লাহ্‌র আদেশ? ইব্‌রাহীম (আঃ) জবাব দিলেন হ্যাঁ, তখন হাজেরা (অকুণ্ঠ চিত্তে) বলে উঠলেন, তাহলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا بِئْرٌ وَلَانَهْرٌ)

(اَلْوَاو) استئنا فية (كَانَ)-ফে'য়েলে নাকিস, (التَّاء) মুয়ান্নাছের 'আলামত, (مَكَّة) ইসমে كان (لَيْسَ) ফে'য়েলে নাকিস, (فِيْهَا) জার-মাজরুর মিলে مَوْجُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েلَيْسَ এর খবর, (بِئْرٌ) মা'তুফুন 'আলাইহ, (واو) হরফুল 'আতফ (لَا) অতিরিক্ত হরফ যা নফীকে সুদৃঢ় করার জন্য এসেছে। (نَهْرٌ) মা'তুফ, তার পর معطوف ও معطوف عليه মিলে لَيْسَ - এর ইসম, لَيْسَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবরে كَانَ হয়েছে। অবশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ.

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَنْ غَضِبُوْا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ ؟

(٢) لِمَاذَا غَضِبُوْا عَلَيْهِ؟

(٣) إِلٰى أَيْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّسَافِرَ؟

(٤) مَتٰى أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّسَافِرَ وَلِمَ؟

(٥) مَنْ رَافَقَ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ سَفَرِهٖ؟
(٦) صِفْ لَنَا حَالَ مَكَّةَ لَمَّا قَصَدَهَا إِبْرَاهِيْمُ؟
(٧) فِىْ أَيِّ مَكَانٍ تَرَكَ إِبْرَاهِيْمُ زَوْجَهٗ وَابْنَهٗ؟
(٨) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَّتْرُكَ زَوْجَتَهٗ وَابْنَهُ الرَّضِيْعَ فِى الصَّحْرَاءِ؟
(٩) مَاذَا قَالَتْ هَاجِرُ لَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يُّفَارِقَ؟
(١٠) أَجَزِعَتْ هَاجِرُ أَمْ تَوَكَّلَتْ عَلَى اللّٰهِ؟
(١١) أَيُّ دَرْسٍ تَرَكَتْ هَاجِرُ لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٦)
শব্দ বিশ্লেষণ

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيْهِ - بِئْرٌ ব-ব آبَارٌ - কূপ। حَفْرًا (ض) - খনন করা। যেমন- فَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ - অন্যের জন্য গর্ত খোঁড়লে তাতে নিজে পড়তে হয়। عَطَشًا - পিপাসার্ত হওয়া। عَطْشَان - পিপাসার্ত। إِعْطَاشًا - পিপাসার্ত করা। (س) - ক্ষুধার্ত হওয়া। عَذَابُ الْجُوْعِ - ক্ষুধার জ্বালা। جُوْعًا (ن) - ক্ষুধার্ত হওয়া। إِجَاعَةٌ - ক্ষুধার্ত করা। اَلْمَاءُ الْجَارِىْ - প্রবাহমান পানি। جَرْيًا (ض) - দৌড়ানো, প্রবাহিত হওয়া। إِجْرَاءٌ - প্রবাহিত করা, জারী করা। مُبَارَكَةٌ - বরকত দান করা। مُبَارَكٌ - বরকত ময়। صَحَارٰى ব-ব صَحْرَاءُ - মরুময় ভূমি। دِرَايَةٌ (ض) জানা।

بِئْرُ زَمْزَمَ

وَعَطِشَ إِسْمٰعِيْلُ مَرَّةً ، وَأَرَادَتْ أُمُّهٗ أَنْ تَسْقِيَهٗ مَاءً، وَلٰكِنْ أَيْنَ الْمَاءُ؟ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا بِئْرٌ، وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيْهَا نَهْرٌ ـ وَكَانَتْ هَاجِرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ ، وَتَجْرِىْ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا وَنَصَرَ اللّٰهُ هَاجِرَ وَنَصَرَ إِسْمٰعِيْلَ فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ وَشَرِبَ إِسْمٰعِيْلُ وَشَرِبَتْ هَاجِرُ وَبَقِىَ الْمَاءُ فَكَانَ بِئْرُ زَمْزَمَ ـ فَبَارَكَ اللّٰهُ فِىْ

زَمْزَمَ - هٰذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِىْ يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ فِى الْحَجِّ وَيَأْتُوْنَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلٰى بَلَدِهِمْ هَلْ شَرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ؟

ঐতিহাসিক যমযম কূপ

ইসমাঈল একবার খুব পিপাসার্ত হয়েছিল। ফলে তার মা তাকে পানি পান করাতে চাইলেন। কিন্তু পানি পাবেন কোথায়? মক্কা ছিল নদী-নালাহীন এক উষর মরুভুমি। হাজেরা পানির খোঁজে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা ছোটাছুটি করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্ ভূমি থেকে পানি উৎসারিত করে ইসমাঈল ও হাজেরাকে সাহায্য করলেন। ফলে ইসমাঈল ও হাজেরা পানি পান করে তৃপ্ত হলেন। আর অবশিষ্ট পানি যমযম কূপে পরিণত হল। আল্লাহ্ তা'য়ালা যমযম কূপে বরকত দান করলেন। আর এটাই হল সেই ঐতিহাসিক যমযম কূপ, যা থেকে অসংখ্য হাজি সাহেব হজ্ব মৌসুমে পানি পান করেন ও পানি নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যান। তোমার কি যমযমের পানি পান করার সৌভাগ্য হয়েছে?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

يُوْجَدُ (أَيْنَ) حرف الابتداء (لٰكِنْ) استئنافية (واو) (وَلٰكِنْ أَيْنَ الْمَاءُ) ফে'য়েলে মাযূফের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে অগ্রবর্তী খবর এবং (الْمَاءُ) পশ্চাৎবর্তী মুবতাদা। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া ইনশাইয়্যা হয়েছে।

(أَتَتْرُكُ) همزة الاستفهام (أ) (تَتْرُكُ) – ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنت ফা'য়েল, (ن) نون الوقاية (ي) الياء (واو) ذو الحال حالية – (لَيْسَ) ফে'য়েলে নাকিস, (هُنَا) موجودا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে ظرف المتعلق হয়ে ليس এর خبر এবং (مَاءً) لَيْسَ এর ইসম। অতঃপর ফে'য়েলে নাকিস তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে حال হয়েছে। তারপর হাল ও জুলহাল মিলে মাফ'উলুন বিহী। অবশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে جملة فعلية إنشائية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ.
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَتْ هَاجِرُ لَمَّا عَطِشَ إِسْمَاعِيلُ؟
(٢) لِمَاذَا جَرَتْ هَاجِرُ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا؟
(٣) أَوَجَدَتْ هَاجِرُ الْمَاءَ وَكَيْفَ؟
(٤) مِنْ أَيْنَ خَرَجَ الْمَاءُ؟
(٥) مَنْ خَلَقَ لَهُمَا مَاءً؟
(٦) هَلْ رَأَيْتَ بِئْرَ زَمْزَمَ؟
(٧) أَيْنَ تَقَعُ هٰذِهِ الْبِئْرُ الْمُبَارَكَةُ؟
(٨) هَلْ شَرِبْتَ مَاءَ زَمْزَمَ؟
(٩) أَتَدْرِي أَنَّ هٰذَا الْمَاءَ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ؟
(١٠) قُلْ خَمْسَ جُمَلٍ عَنْ فَضِيلَةِ مَاءِ زَمْزَمَ.
(١١) اُذْكُرِ السَّبَبَيْنِ الَّذَيْنِ جَعَلَا كَلِمَةَ زَمْزَمَ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٨)
শব্দ বিশ্লেষণ

رُؤْيًا - ব-ব رُؤًى – স্বপ্ন, খাব। لِقَاءٌ (س) – সাক্ষাৎ করা। ذَبْحًا (ف) – যবেহ করা। صَبْرًا (ض) –ধৈর্য ধারণ করা। اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ –ধৈর্য জান্নাতের চাবি। بُلُوْغًا (ن) – পৌঁছা। حُلْقُوْمٌ ব-ব حَلَاقِيْمُ – কণ্ঠ, গলা। أَكْبَاشٌ – দুম্বা। مَنَامٌ ব-ব مَنَامَاتٌ – স্বপ্ন, ঘুম। أَمْرًا (بِـهِ-ن) নির্দেশ দেওয়া। خَلِيْلٌ ব-ব سِكِّيْنٌ ব-ব سَكَاكِيْنُ ছুরি। اِضْطِجَاعًا - কাত হয়ে শোয়া। مَوْضُوْعٌ ব-ব مَوَاضِيْعُ বিষয়, স্থাপিত। وَضْعًا (ف) – রাখা। أَخِلَّاءُ – দোস্ত।

رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ

وَعَادَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ مُدَّةٍ. وَلَقِيَ إِسْمٰعِيلَ وَلَقِيَ هَاجِرَ. وَفَرِحَ إِبْرَاهِيمُ بِوَلَدِهِ إِسْمٰعِيلَ. وَكَانَ إِسْمٰعِيلُ

وَلَدًا صَغِيْرًا - يَجْرِىْ وَيَلْعَبُ وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهٖ - وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يُحِبُّ إِسْمٰعِيْلَ جِدًّا۔

وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى إِبْرَاهِيْمُ فِى الْمَنَامِ أَنَّهٗ يَذْبَحُ إِسْمٰعِيْلَ -

وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ نَبِيًّا صَادِقًا - وَكَانَ مَنَامُهٗ مَنَامًا صَادِقًا - وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلَ اللّٰهِ - فَأَرَادَ أَنْ يَّفْعَلَ مَاأَمَرَهُ اللّٰهُ فِىْ الْمَنَامِ -

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِإِسْمٰعِيْلَ (إِنِّيْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى) قَالَ : يَاأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ - وَأَخَذَ إِبْرَاهِيْمُ إِسْمٰعِيْلَ مَعَهٗ وَأَخَذَ سِكِّيْنًا -

وَلَمَّا بَلَغَ إِبْرَاهِيْمُ مِنٰى أَرَادَ أَنْ يَّذْبَحَ إِسْمٰعِيْلَ - وَاضْطَجَعَ إِسْمٰعِيْلَ عَلَى الأَرْضِ ، وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّذْبَحَ ، فَوَضَعَ السِّكِّيْنَ عَلٰى حُلْقُوْمِ إِسْمٰعِيْلَ -

وَلٰكِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ أَنْ يَّرٰى هَلْ يَفْعَلُ خَلِيْلُهٗ مَايَأْمُرُهٗ - وَهَلْ يُحِبُّ اللّٰهَ أَكْثَرَ أَوْيُحِبُّ ابْنَهٗ أَكْثَرَ؟ وَنَجَحَ إِبْرَاهِيْمُ فِى الْإِمْتِحَانِ -

فَأَرْسَلَ اللّٰهُ جِبْرِيْلَ بِكَبْشٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَقَالَ : اِذْبَحْ هٰذَا وَلَا تَذْبَحْ إِسْمٰعِيْلَ - وَأَحَبَّ اللّٰهُ عَمَلَ إِبْرَاهِيْمَ ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالذَّبْحِ فِىْ عِيْدِ الأَضْحٰى -

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَسَلَّمَ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى ابْنِهٖ إِسْمٰعِيْلَ وَسَلَّمَ -

ইব্‌রাহীমের স্বপ্ন

কিছু দিন পর ইব্‌রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলের সাথে দেখা করার জন্য মক্কায় ফিরে এলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর শিশু পুত্র ইসমাঈলকে দেখে খুব খুশী হলেন। ইসমাঈল ছোট ছিলেন। তিনি খেলা-ধুলা করতেন এবং পিতার সাথে বাহিরে যেতেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) শিশু ইসামাঈলকে খুব আদর করতেন।

এক রাত্রে ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি ইসামাঈলকে যবেহ করছেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) ছিলেন সত্য নবী। তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল সত্য স্বপ্ন। ইব্‌রাহীম ছিলেন আল্লাহ্‌র দোস্ত। তাই তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আদেশ পালন করার ইচ্ছা করলেন। তিনি ইসমাঈলকে বললেন, "আমি স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে যবেহ করতে দেখেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? ইসমাঈল বললেন, আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ চাহেতো আমাকে ধৈর্য ধারণকারীদের মধ্যে পাবেন।

অতঃপর ইব্‌রাহীম (আঃ) একটি ছুরি নিলেন এবং ইসমাঈলকে নিয়ে মিনায় পৌঁছলেন। সেখানে ইসমাঈলকে যবেহ করার জন্য তার গলায় ছুরি চালালেন। মূলত আল্লাহ্ পাক দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁর বন্ধু তাঁর আদেশ পালন করে কিনা? বন্ধু কি আল্লাহকে বেশী ভালবাসেন না আপন পুত্রকে? ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের একটি দুম্বাসহ জিব্রাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করে বললেন, এই দুম্বা যবেহ করো, ইসমাঈলকে যবেহ করোনা। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কাজকে পছন্দ করে মুসলমানদেরকে ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করার আদেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈলের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। আমীন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

حرف التنفيس والاستقبال (س) (سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ) (تَجِدُ) ফে'য়েল তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنت ফা'য়েল, (ن) نون الوقاية (ي) মাফ'উলুন বিহী الصَّابِرِيْنَ (من) জার ও মাজরূর মিলে تَجِدُ ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে جواب الشرط (إن) حرف الشرط (شاء) ফে'য়েল, (الله) ফা'য়েল, ফে'য়েলও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে شرط হয়েছে। অবশেষে শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়েছে।

(صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى إبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ) (صلى) ফে'য়েল, (الله) ফা'য়েল, (عَلٰى) হরফুল জার, (إبْرَاهِيْم) মুবদাল মিনহু (الْخَلِيْل) বদল, অতঃপর মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লাক হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে جملة فعلية معترضة دعائية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ.

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَتٰى عَادَ إبْرَاهِيْمُ إلٰى مَكَّةَ وَلِمَ؟

(٢) أفَرِحَ إبْرَاهِيْمُ بِرُؤْيَةِ وَلَدِهِ؟

(٣) هَلْ كَانَ إسْمَاعِيْلُ شَابًّا لَمَّا عَادَ وَالِدُهُ؟

(٤) مَاذَا رَأى إبْرَاهِيْمُ فِى الْمَنَامِ؟

(٥) لِأيِّ مَقْصَدٍ أمَرَ اللّٰهُ إبْرَاهِيْمَ أنْ يَّذْبَحَ وَلَدَهُ؟

(٦) أكَانَ مَقْصَدُهُ أنْ يَّمْتَحِنَ خَلِيْلَهُ؟

(٧) مَاذَا قَالَ إسْمَاعِيْلُ حِيْنَ سَمِعَ مِنْ وَالِدِهِ رُؤْيَاهُ؟

(٩) أيْنَ وَضَعَ إبْرَاهِيْمُ السِّكِّيْنَ وَلِمَاذَا؟

(١٠) بِمَ أرْسَلَ اللّٰهُ جِبْرِيْلَ وَمَاذَا قَالَ لَهُ؟

(١١) مَاذَا قَصَدَ اللّٰهُ بِأمْرِهِ أنْ يَّذْبَحَ إسْمَاعِيْلَ؟

(١٢) هَلْ نَجَحَ إبْرَاهِيْمُ فِى إمْتِحَانِ رَبِّهِ؟

(١٣) بَيِّنْ حُلْمًا جَمِيْلًا مِنْ أحْلَامِكَ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٥)
শব্দ বিশ্লেষণ

جِبَالٌ । ব-ব-جَبَلٌ - সহায়তা করা । مُسَاعَدَةٌ - সহায়তা করা । (ض) بِنَاءٌ নির্মাণ করা । تَقَبُّلاً - পাহাড় । جَبَلِيٌّ - পাহাড়ী । كَالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ - অনড় পাহাড়ের মত । গ্রহণ করা । سَمِيْعٌ - সর্বশ্রোতা । عَلِيْمٌ - সর্ব জ্ঞানী । صَلَاةٌ - নামায পড়া । (به) صَلّٰى - নামায পড়ানো । (ن) نَقْلاً - স্থানান্তরিত করা । مَنْقُوْلٌ - স্থানান্তরিত, বর্ণিত । إِنْتِقَالاً - স্থানান্তরিত হওয়া । تَوَجُّهًا - অভিমুখী হওয়া । । عَدِيْمٌ - জ্ঞান । عِلْمٌ - (ن) طَوَافًا - প্রদক্ষিণ করা । تَوْجِيْهًا - অভিমুখী করা । (ن) جَوَازًا বৈধ হওয়া । اَلْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ قَلِيْلِهِ - অল্প বিদ্যা ভয়ংকর ।

اَلْكَعْبَةُ

وَذَهَبَ إِبْرَاهِيْمُ وَعَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَأَرَادَ أَنْ يَّبْنِىَ بَيْتًا لِلّٰهِ - وَكَانَتِ الْبُيُوْتُ كَثِيْرَةً وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلّٰهِ يَعْبُدُوْنَ فِيْهِ اللّٰهَ وَأَرَادَ إِسْمٰعِيْلُ أَنْ يَّبْنِىَ بَيْتًا لِلّٰهِ مَعَ وَالِدِهٖ ـ وَنَقَلَ إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْمٰعِيْلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ ـ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىَ الْكَعْبَةَ بِيَدِهٖ وَكَانَ إِسْمٰعِيْلُ يَبْنِىَ الْكَعْبَةَ بِيَدِهٖ ـ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ ـ وَكَانَ إِسْمٰعِيْلُ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ ـ (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ)

وَتَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَبَارَكَ فِى الْكَعْبَةِ

نَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِىْ كُلِّ صَلَاةٍ ـ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُوْنَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِىْ أَيَّامِ الْحَجِّ ـ وَيَطُوْفُوْنَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّوْنَ عِنْدَهَا ـ بَارَكَ اللّٰهُ فِى الْكَعْبَةِ ـ وَتَقَبَّلَ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَسَلَّمَ ـ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى إِسْمٰعِيْلَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ -

কা'বা ঘর নির্মাণ

ইব্‌রাহীম (আঃ) গিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন। তিনি আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরী করতে চাইলেন। কেননা মক্কায় অনেক ঘর ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করার জন্য সেখানে কোন ঘর ছিল না। ফলে ইসমা'ঈল পিতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটি ঘর তৈরী করতে চাইলেন। ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল (আঃ) পাহাড় থেকে পাথর বহন করে আনতেন এবং স্বহস্তে কা'বা শরীফ নির্মাণ করতেন। কাজ শেষে তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! আমাদের কাজ কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।"

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের দু'আ কবুল করে কা'বা শরীফে বরকত দান করেছেন। ফলে আমরা প্রত্যেক নামাযে কা'বা অভিমুখী হয়ে দাঁড়াই এবং মুসমালমানগণ হজ মৌসুমে কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে গমন করেন, এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন ও সেখানে নামায আদায় করেন। হে আল্লাহ! (ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলের মেহনতের ফসল) কা'বা শরীফে বরকত দান করুন এবং তাদের মেহনত কবুল করুন। আপনি ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈলের প্রতি শান্তি ও দয়া বর্ষণ করুন এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষন

(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ)

(رَبَّنَا) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে মুনাদা, শুরুতে "يا" হরফুন্নেদা উহ্য রয়েছে। অতঃপর হরফুন্নেদা ও মুনাদা মিলে جملة النداء হয়েছে। (تقبل) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أَنْتَ ফা'য়েল (مِنَّا) জার ও মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে جواب النداء হয়েছে। (إِنَّ) حرف مشبه بالفعل (ك) দমীর তার ইসম, (أَنْتَ) اَلْفَاصِلُ (السَّمِيْعُ) প্রথম খবর (اَلْعَلِيْمُ) দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও উভয় খবরকে নিয়ে جملة إسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّبْنِىَ؟
(٢) لِمَاذَا أَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَّبْنِيَ بَيْتًا؟
(٣) هَلْ أَرَادَ أَنْ يَّبْنِىَ بَيْتًا لِيَسْكُنَ فِيْهِ؟
(٤) مَنْ سَاعَدَ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ؟
(٥) مِنْ أَيْنَ نَقَلَ إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْمَاعِيْلُ الْحِجَارَةَ؟
(٦) مَاذَا كَانَ دُعَاؤُهُمَا؟
(٧) أَيْنَ يُسَافِرُ الْمُسْلِمُوْنَ فِى أَيَّامِ الْحَجِّ وَلِمَ؟
(٨) إِلٰى أَيَّةِ جِهَةٍ تَتَوَجَّهُوْنَ فِى الصَّلَاةِ؟
(٩) مَنْ صَلّٰى صَلَاةً وَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ فَهَلْ جَازَتْ صَلَاتُهُ؟
(١٠) مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً فِى الْكَعْبَةِ فَمَاذَا أَجْرُهُ؟
(١١) أَدَخَلْتَ الْكَعْبَةَ وَصَلَّيْتَ فِيْهَا؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٦)
শব্দ বিশ্লেষণ

سُكْنٰى (ن) বাস করা। سَاكِنٌ -ব.ব- سُكَّانٌ - অধিবাসী। حَوْلٌ - আশেপাশে, চতুর্দিকে। نَبِيٌّ - ব-ব - أَنْبِيَاء - নবী أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ - আমি শেষ নবী। قَصَصًا (ن -عَلَيْهِ) - গল্প করা। قِصَّةٌ - ব-ব - قَصَصٌ - গল্প। إِلَيْكَ - লও। যেমন- إِلَيْكَ الْقَلَمَ - কলম লও। إِلَيْكَ عَنِّىْ - দূর হও। عَجِيْبَةٌ - ব-ব عَجَائِبُ অদ্ভুত, বিস্ময় কর। قَبْضًا (ض) দখল করা عَزْمًا (ض) প্রতিজ্ঞা করা। تَحْرِيْرًا মুক্ত করা।

بَيْتُ الْمَقْدِسِ

وَكَانَ لِإِبْرَاهِيْمَ زَوْجٌ أُخْرٰى اِسْمُهَا سَارَةُ ـ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيْمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسْمُهُ إِسْحٰقُ ـ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيْمُ فِى الشَّامِ

وَسَكَنَ إِسْحٰقُ ـ وَبَنٰى إِسْحٰقُ بَيْتًا لِلّٰهِ فِى الشَّامِ ـ كَمَا بَنٰى أَبُوْهُ وَأَخُوْهُ بَيْتًا لِلّٰهِ فِىْ مَكَّةَ ـ وَهٰذَا الْمَسْجِدُ الَّذِىْ بَنَاهُ إِسْحٰقُ فِى الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ـ وَهُوَ الْمَسْجِدُ الأَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكَ اللّٰهُ حَوْلَهُ ، وَبَارَكَ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِ إِسْحٰقَ كَمَا بَارَكَ فِيْ أَوْلَادِإِسْمٰعِيْلَ ـ وَكَانَ فِيْهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُلُوْكٌ ـ وَكَانَ لإِسْحَاقَ وَلَدٌ اسْمُهُ يَعْقُوْبُ وَكَانَ نَبِيًّا ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَهُ اِثْنَا عَشَرَ وَلَدًا ـ مِنْهُمْ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ ـ وَيُوْسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيْبَةٌ فِى الْقُرْآنِ-وَإِلَيْكَ هٰذِهِ الْقِصَّةُ

বাইতুল মাক্‌দিস

ইবরাহীম (আঃ) এর সারা নাম্নি অপর একজন স্ত্রী ছিল। এবং সারা গৃহে ইসহাক নামে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর আরেকটি পুত্র ছিল। ইব্‌রাহীম ও ইসহাক (আঃ) সিরিয়ায় বাস করতেন। ইসহাক (আঃ) আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় একটি ঘর নির্মাণ করেছেন, যেমন তাঁর পিতা ও ভাই আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে মক্কায় ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আর এটাই হলো সেই মসজিদুল আক্‌সা, যার চারপাশে আল্লাহ্‌ বরকত দান করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসহাক (আঃ) এর বংশে বরকত দান করেছেন, যেমন দান করেছিলেন ইসমাইল (আঃ) এর বংশে। তাই তাদের মাঝে অনেক নবী ও শাসক তৈরী হয়েছিল। ইসহাক (আঃ) এর ইয়া'কুব নামে এক ছেলে ছিল। তিনিও নবী ছিলেন। আবার ইয়া'কূব (আঃ) এর বারজন ছেলে ছিল। তন্মধ্যে একজন হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়া'কূব। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে কারীমে একটি অপূর্ব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসো সেই ঘটনাটি পড়ি

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَهُ اثْنَاعَشَرَ وَلَدًا)

(واو) استئنا فية (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস (يَعْقُوْبُ) كَانَ এর ইসম, (لَهُ) জর-মাজরূর মিলে مَوْجُوْدٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর, (اثْنَا عَشَرَ) মুরাক্কাবে বিনায়ী ممیز (وَلَدًا) تمییز হয়েছে। তামীয ও মুমায়্যায

মিলে মুবতাদা, তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়ে كَانَ - এর খবর, পরিশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

(وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكَ اللّٰهُ حَوْلَهٗ)

(واو) অতিরিক্ত অব্যয় (اَلْمَسْجِدُ) মওছূফ (الْأَقْصٰى) প্রথম ছিফাত (الَّذِىْ) ইসমুল মাওছূল, (بَارَكَ) ফে'য়েল, (اللّٰه) ফা'য়েল, (حَوْلَه) مركب إضافى হয়ে মাফ'উলুন ফীহি। ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন ফীহি মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিলা, তারপর ইসমুল মাওছূল ও ছিলা মিলে দ্বিতীয় ছিফাত। মাওছূফও ছিফাত মিলে مركب توصيفى হয়ে খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَنْ سَارَةُ وَمَنْ إِسْحَاقُ؟

(٢) أَيْنَ سَكَنَ إِسْحَاقُ وَمَاذَا بَنٰى فِى الشَّامِ؟

(٣) مَا اسْمُ الْبَيْتِ الَّذِىْ بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِى الشَّامِ؟

(٤) لِمَاذَا بَنٰى إِسْحَاقُ الْبَيْتَ فِى الشَّامِ؟

(٥) مَنْ يَعْقُوْبُ وَمَنْ يُوْسُفُ؟

(٦) كَمْ وَلَدًا كَانَ لِيَعْقُوْبَ؟

(٧) لِأَيِّ مَقْصَدٍ ذَكَرَ اللّٰهُ قِصَّةَ يُوْسُفَ فِى الْقُرْآنِ؟

(٨) أَحَفِظْتَ سُوْرَةَ يُوْسُفَ؟

(٩) فِيْ أَيِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ تَقَعُ هٰذِهِ السُّوْرَةُ؟

(١٠) مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً فِى الْمَسْجِدِ الأَقْصٰى فَمَاذَا أَجْرُهٗ؟

(١١) أَتَدْرِىْ أَنَّ الْيَهُوْدَ قَبَضُوْا عَلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصٰى؟

(١٢) أَتَعْزِمُ أن تُحَرِّرَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنَ الْيَهُوْدِ الظَّالِمِيْنَ؟

أَحْسَنُ الْقَصَصِ
সুন্দর ঘটনা
شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১)
শব্দ বিশ্লেষণ

حُسْنًا (ك) – সুন্দর হওয়া, إِحْسَانًا - সুন্দর করা। غُلَامٌ - ব-ব - বালক, কৃতদাস। حِكَايَةٌ - ব-ব - حِكَايَاتٌ - ঘটনা, কাহিনী। شَأْنٌ -ব-ব شُئُونٌ - মর্যাদা, অবস্থা। بَشَائِرُ /بَشَارَةٌ - ব-ব - শুভ সংবাদ। تَبْشِيرًا (بِهِ) শুসংবাদ দেওয়া। যেমন فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - إِنْعَامًا (عَلَيْهِ) অনুগ্রহ করা। آلٌ - বংশধর, পরিবার বর্গ। شَيْخٌ -ব-ব شُيُوخٌ - বৃদ্ধ, প্রধান اَلطَّبَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ -ব-ব طَبِيعَةٌ - طَبَائِعُ - স্বভাব, প্রকৃতি । যথা- - প্রকৃতি বৈচিত্রময়। إِخْبَارًا (بِهِ) - সংবাদ দেওয়া। خَبَرٌ ব-ব-ব أَخْبَارٌ -সংবাদ। خَبَرٌ سَارٌّ - শুভ সংবাদ। حَسَدًا (ن) - হিংসা করা। حَاسِدٌ - হিংসুক। مَحْسُودٌ - হিংসিত। كُنْ مَحْسُودًا وَلَا تَكُنْ حَاسِدًا - হিংসিত হও, হিংসুক হয়ো না।

- رُؤْيَا عَجِيبَةٌ

كَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا ـ وَكَانَ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ أَخًا ـ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا جَمِيلًا ـ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا ذَكِيًّا ـ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى يُوسُفُ رُؤْيَا عَجِيبَةً ـ رَأَى أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًاوَرَأَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَسْجُدُ لَهُ ـ تَعَجَّبَ يُوسُفُ الصَّغِيرُكَثِيرًا ! وَمَا فَهِمَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا ، كَيْفَ تَسْجُدُ الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِرَجُلٍ؟ ذَهَبَ يُوسُفُ الصَّغِيرُ إِلَى أَبِيهِ يَعْقُوبَ وَحَكَى لَهُ هٰذِهِ الرُّؤْيَا الْعَجِيبَةِ ـ (قَالَ يَاأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) ـ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا ،فَرِحَ يَعْقُوبُ بِهٰذِهِ الرُّؤْيَا كَثِيرًا وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ

يَايُوسُفُ ، فَسَيَكُوْنُ شَأْنٌ لَكَ ـ هٰذِهِ الرُّؤْيَا بَشَارَةُ عِلْمٍ وَنُبُوَّةٍ وَقَدْأَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى جَدِّكَ إِسْحٰقَ وَقَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى جَدِّكَ إِبْرَاهِيْمَ ـ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلٰى آلِ يَعْقُوْبَ

وَكَانَ يَعْقُوْبُ شَيْخًا كَبِيْرًا ، وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ ، وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنْسَانِ ـ فَقَالَ : يَا وَلَدِىْ لَاتُخْبِرْ بِهٰذِهِ الرُّؤْيَا أَحَدًا مِنْ إِخْوَتِكَ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُوْنَكَ وَيَكُوْنُوْنَ لَكَ عَدُوًّا ـ

এক অপূর্ব স্বপ্ন

ইউসুফ (আঃ) ছোট বালক ছিলেন। তাঁর এগার ভাই ছিল। ইউসুফ (আঃ) ফুটফুটে সুন্দর ও বুদ্ধিমান বালক ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়া'কূব (আঃ) তাকে সব ভাইয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। এক রাত্রে ইউসুফ (আঃ) একটি অপুর্ব স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখেন যে, এগারটি তারকা, চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে সিজ্‌দা করছে। বালক ইউসূফ খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন। কিন্তু স্বপ্নের কোন মর্ম বুঝতে পারলেন না। কিভাবে তারকারাজী ও চন্দ্র -সূর্য একজন মানুষকে সিজ্‌দা করতে পারে? বালক ইউসুফ তার পিতা ইয়া'কূব (আঃ) এর নিকট গিয়ে স্বপ্নটির বিবরণ দিয়ে বললেন, আব্বাজান! আমি দেখলাম যে, এগারোটি তারকা, চন্দ্র ও সূর্য আমাকে সিজ্‌দা করছে। ইয়া'কূব (আঃ) নবী ছিলেন। তাই তিনি স্বপ্নের মর্ম বুঝে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমার জীবনে বরকত দান করুন। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। এই স্বপ্ন ইল্‌ম ও নবুওয়াতের সুসংবাদ বাহক। আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতামহ ইসহাক (আঃ) ও প্রোপিতামহ ইব্‌রাহীম (আঃ) এর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তিনি তোমার প্রতি ও তোমার পিতা ইয়া'কূবের (আঃ) বংশের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। ইয়া'কূব (আঃ) অত্যন্ত প্রবীন ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বুঝতেন। তিনি বুঝতেন শয়তান কিভাবে মানুষকে পরাস্ত ও প্রতারিত করে। তাই তিনি ইউসুফকে (সতর্ক করে) বললেন, তোমার স্বপ্নের কথা ভাইদের কারো কাছে বলো না। কারণ তারা তোমাকে হিংসা করবে ও তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(كَانَ أَبُوْهُ يَعْقُوْبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيْعِ إِخْوَتِهِ) বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল (كان) كَانَ أَبُوْهُ يَعْقُوْبُ يُحِبُّهُ حُبًّا أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ جَمِيْعِ إِخْوَتِهِ ফেয়েল নাকিস, (أَبُوْهُ) مبدل منه হয়ে مركب إضافى আর (يَعْقُوْبُ) بدل হয়েছে। মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে كان এর ইস্‌ম, (يُحِبُّ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هُوَ ফা'য়েল (ه) দমীর মাফ'উলুন বিহী (حيا) - মাওছূফ উহ্য আছে, (أَكْثَرَ) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল (من) হরফুল জর (جَمِيْع) মুদাফ, (إِخْوَتِه) মুদাফ, মুদাফুন ইলাই মিলে পুনরায় جميع এর মুদাফুন ইলাইহ হয়েছে। আর মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে উহ্য حب এর مضاإليه হয়েছে। তার পর উভয় মিলে মাজরূর হয়েছে। জর-মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে شبه الجملة হয়ে উহ্য মাওছূফের ছিফাত হয়েছে। অতঃপর মাওছূফ ও ছিফাত মিলে مفعول مطلق হয়েছে। ফে'য়েল, ফা'য়েল মাফ'উলুন বিহী ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ قَرأْتُم قِصَّةَ يُوْسُفَ فِى الْقُرْآن؟

(٢) فِى أَيِّ جُزءٍ ومِنَ القرآنِ قَرَأْتُمْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ؟

(٢) كَيْفَ كَانَ يُوسُفُ وَكَمْ يُحِبُّه اَبُوْهُ؟

(٣) لِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يُحِبُّهُ أَبُوْهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيْعِ إِخْوَتِهِ؟

(٥) مَا هِىَ الرُّؤْيَا الَّتِى رَآهَا يُوْسُفُ؟

(٥) كَمْ كَوْكَبًا رَأى يُوْسُفُ فِي الْمَنَامِ؟

(٦) لِأَيِّ غَرَضٍ ذَهَبَ يُوْسُفُ إِلٰى أَبِيْهِ يَعْقُوْبُ؟

(٧) مَاذَا قَالَ أَبُوْهُ فِى تَأْوِيْلِ رُؤْيَاهُ؟

(٨) لِأَيِّ سَبَبٍ مَنَعَ يَعْقُوْبُ يُوْسُفَ عَنْ حِكَايَةِ الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ؟

(٩) اِحْكِ قِصَّةً صَغِيْرَةً تَسُرُّ قُلُوْبَ السَّامِعِيْنَ؟

(١٠) اُذْكُرْ مُتَعَلَّقَ حَرْفِ الْجَرِّ فِى قَوْلِهِ تَعَالٰى! "رَأَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ".

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢)
শব্দ বিশ্লেষণ

إِحْبَابًا - ভালোবাসা। شَابٌّ -ব-ব شُبَّانٌ - যুবক। اِشْتِدَادًا - তীব্র হওয়া। بَعِيْدٌ - দূরবর্তী হওয়া। (عَنْهُ) (ك) بُعْدًا - দূরবর্তী। شَدِيْدٌ - ব-ব - أَشِدَّاء - কঠিন, তীব্র। اَلْأَقَارِبُ - দূরবর্তী। (ك) قُرْبًا নিকটবর্তী হওয়া। قَرِيْبٌ - নিকবটর্তী। كَالْعَقَارِبِ - আপনজন বিচ্ছু তুল্য। (ن) خُلُوْصًا - খাঁটি হওয়া। مُوَافَقَةٌ - একমত হওয়া। مِثْل -ব-ব أَمْثَال - মত, অনুরূপ طَرْحًا (ف) - নিক্ষেপ করা। (عَلَيْهِ) - পেশ করা। যথা طَرَحْتُ عَلَى الْمُعَلِّمِ مَسْأَلَةً শিক্ষকের নিকট একটি মাসয়ালা পেশ করেছি। شَقِيْقٌ - সহোদর ভাই। اِسْتِحْقَاقًا । অধিকারী হওয়া। اِسْتِدْلَالاً - প্রমাণ পেশ করা

حَسَدُ الْإِخْوَةِ

كَانَ يُوْسُفُ لَهُ أَخٌ آخَرُ مِنْ أُمِّهِ اسْمُهُ بِنْيَا مِيْنُ وَكَانَ يَعْقُوْبُ يُحِبُّهُمَا حُبًّا شَدِيْدًا ـ وَكَانَ لَايُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا ـ

وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُوْنَ يُوْسُفَ وَبِنْيَا مِيْنَ وَيَغْضَبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ: لِمَاذَا يُحِبُّ أَبُوْنَا يُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ أَكْثَرَ؟ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُوْنَا يُوْسُفَ وَبِنْيَا مِيْنَ وَهُمَا صَغِيْرَانِ ضَعِيْفَانِ؟ لِمَاذَا لَايُحِبُّنَا مِثْلَ يُوْسُفَ وَبِنْيَا مِيْنَ وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ ؟ هَذَاءَ أَمْرٌ عَجِيْبٌ –

وَكَانَ يُوْسُفُ وَلَدًا صَغِيْرً ـ فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدًّا لَمَّا سَمِعُوْا الرُّؤْيَا وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ ـ

وَاجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ يَوْمًا وَقَالُوْا: اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ أَوِاطْرَحُوْهُ أَرْضًا بَعِيْدَةً ـ حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ أَبُوْكُمْ لَكُمْ خَالِصًا وَيَكُوْنُ حُبُّهُ لَكُمْ خَالِصًا ـ قَالَ أَحَدُهُمْ : لَابَلْ أَلْقُوْهُ فِىْ بِئْرٍ فِى طَرِيْقٍ يَأْخُذُهُ بَعْضُ الْمُسَافِرِيْنَ ـ وَوَافَقَ عَلَيْهِ جَمِيْعُ الْإِخْوَةِ ـ

ভাইদের হিংসা

বিনয়ামীন নামে ইউসুফ (আঃ) এর এক সহদর ভাই ছিল। ইয়া'কূব (আঃ)তাদের দুজনকে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাই ভায়েরা রাগ ও হিংসার বশীভূত হয়ে বলত, আব্বা ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে এতো ভালোবাসেন কেন ? আমরা তরুণ ও শক্তিশালী যুবক হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল ও ছোট বালক ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে আব্বা বেশী ভালোবাসেন এ কেমন কথা? ইউসুফ (আঃ) ছোট হওয়ায় ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে দিলেন। স্বপ্নটি শুনামাত্র ভায়েরা হিংসায় জ্বলে উঠল। তারা একদিন পরামর্শে বসে বলল, ইউসুফকে হত্যা করা হোক, কিংবা দূরবর্তী কোন স্থানে ফেলে আসা হোক। তাহলে তোমাদের প্রতি তোমাদের পিতা আন্তরিক হবেন এবং তাঁর ভালোবাসা তোমাদের জন্য নির্ভেজাল হবে। তখন তাদের একজন বলল, না, বরং তাকে রাস্তার পাশের কোন কূপে ফেলে আস। তাহলে কোন মুসাফির দল তাকে তুলে নিয়ে যাবে। ভায়েরা সকলে তার কথায় একমত পোষণ করল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(لِمَاذَا يُحِبُّ أَبُوْنَا يُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ وَهُمَا صَغِيْرَانِ ضَعِيْفَانِ)

(ل) হরফুল জর (ما) أى شئ অর্থে মুবতাদা, (ذا) খবর হয়েছে,

মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে মাজরূর,জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে অগ্রবর্তী মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। (يُحِبُّ) ফে'য়েল (أَبُوْنَا) মুদাফ-মুদাফুন ইলাইহ মিলে ফা'য়েল (يُوْسُف) মাতুফুন 'আলাইহ (و) হরফুল 'আতফ (بِنْيَامِيْن) মা'তূফ, উভয় মিলে صاحب الحال (و) حالية

(هما) মুবতাদা, (صَغِيْرَانِ) প্রথম খবর (ضَعِيْفَانِ) দ্বিতীয় খবর। তারপর মুবতাদা ও উভয় খবর মিলে حال হয়েছে এবং হাল ও সাহেবুল হাল মিলে মাফ'উলুন বিহী হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে جملة فعلية إنشائية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ كَانَ لِيُوْسُفَ شَقِيْقٌ؟ وَمَا اسْمُهُ؟

(٢) لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُوْنَ يُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ؟

(٣) مَاذَا كَانَ الْإِخْوَةُ يَقُوْلُوْنَ غَاضِبِيْنَ؟

(٤) بِمَ اسْتَدَلَّ الإِخْوَةُ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّوْنَ حُبَّ وَالِدِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ يُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ؟

(٥) كَيْفَ حَكٰى يُوْسُفُ الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ وَقَدْ مَنَعَهُ أَبُوْهُ؟

(٦) مَتٰى اشْتَدَّ حَسَدُ الْإِخْوَةِ؟

(٧) لِمَ أَرَادَ الْإِخْوَةُ أَن يَّقْتُلُوْا يُوْسُفَ؟

(٨) اِجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَمَاذَا قَالُوْا؟

(٩) عَلَامَ وَافَقَ الْإِخْوَةُ؟

(١٠) اُذْكُرْ مَكَانَةَ الْإِعْرَابِ لِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ "أَرْضًا بَعِيْدَةً"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

شَرٌّ - অভিমত آرَاءٌ - ব-ব رَأْيٌ - প্রতিনিধি দল। وُفُوْدٌ - ব-ব وَفْدٌ - ব-ব شُرُوْرٌ - অনিষ্ট, ক্ষতি। أَمْسِ - গতকল্য। غَدًا - আগামী কল্য। (ف) رَتْعًا - হাসি খুশী করা। فَهْدٌ ব-ব نِمَارٌ - বাঘ। ذِئَابٌ ব-ব - ذِئْبٌ -নেকড়ে বাঘ। (ن) غَفْلَةً - সে ঘুমের রাজা। هُوَ أَنْوَمُ مِنْ فَهْدٍ ব-ব فُهُوْدٌ - চিতা বাঘ। (عَنْهُ) উদাসীন হওয়া। إِغْفَالًا - উদাসীন করা। اِتِّفَاقًا - একমত হওয়া। اَلْعَاقِلُ - প্রতিজ্ঞা করা عُقَلَاء ব-ব عَاقِلٌ - বুদ্ধিমান। (ض) عَزْمًا -(عَلَيْهِ) تَكْفِيْهِ الْإِشَارَةُ - বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। طَوْعًا ইচ্ছায়, - كُرْهًا - অনিচ্ছায়।

وَفْدٌ إِلٰى يَعْقُوْبَ

وَلَمَّا اتَّفَقُوْا عَلٰى هٰذَا الرَّأْيِ جَاؤُوْا إِلٰى يَعْقُوْبَ ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ يَخَافُ عَلٰى يُوْسُفَ كَثِيْرًا ، وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسُدُوْنَهُ وَلَايُحِبُّوْنَهُ وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَايُرْسِلُ يُوْسُفَ مَعَ الْإِخْوَةِ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيْهِ وَلَا يَذْهَبُ بَعِيْدًا ـ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمْ عَزَمُوْا عَلَى الشَّرِّ ـ قَالُوْا : يَاأَبَانَا لِمَاذَالَاتُرْسِلُ مَعَنَا يُوْسُفَ ؟ مَاذَا تَخَافُ؟

هُوَ أَخُوْنَا الْعَزِيْزُ، وَأَخُوْنَا الصَّغِيْرُ، وَنَحْنُ أَبْنَاءُ أَبٍ ،وَالْإِخْوَةُ دَائِمًا يَلْعَبُوْنَ جَمِيْعًا فَلِمَاذَا لَانَذْهَبُ نَحْنُ وَنَلْعَبُ جَمِيْعًا ؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَايُحِبُّ أَنْ يَّبْعُدَ مِنْهُ يُوْسُفَ ،

وَكَانَ يَعْقُوْبُ شَيْخًا كَبِيْرًا، وَكَانَ يَعْقُوْبُ عَاقِلًا حَلِيْمًا ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَايُحِبُّ أَنْ يَّبْعُدَ مِنْهُ يُوْسُفَ ـ وَكَانَ يَخَافُ عَلٰى يُوْسُفَ كَثِيْرًا ـ فَقَالَ لِأَبْنَائِهِ : أَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ قَالُوْا : أَبَدًا! كَيْفَ يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ حَاضِرُوْنَ؟ وَكَيْفَ يَأْكُلُهُ وَنَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ؟ وَأَذِنَ يَعْقُوْبُ لِيُوْسُفَ ـ

ইয়াকূব (আঃ) -এর নিকট ছেলেদের আগমন

ছেলেরা অসৎ উদ্দেশ্যে একমত হয়ে পিতা ইয়া'কূব (আঃ)-এর নিকট এল। ইয়া'কূব (আঃ) ইউসুফের ব্যাপারে খুব আশংকা বোধ করতেন। কেননা তিনি জানতেন ভায়েরা ইউসুফকে হিংসা করে, তারা তাকে ভালোবাসে না। ইয়া'কূব (আঃ) ইউসুফকে ভাইদে সাথে কোথাও যেতে দিতেন না। তিনি তার ভাই বিনয়ামীনের সাথে খেলতেন। দুরে যেতেন না। কিন্তু ভায়েরা এ সব কিছু জানা সত্ত্বেও কু-কর্মের প্রতিজ্ঞা করল। তারা বলল, আব্বাজান! আপনি ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠান না কেন? আপনি কিসের ভয় করেন? সেতো আমাদের আদরের ছোট ভাই। আর আমরা একই পিতার সন্তান। ভায়েরা সর্বদা এক সাথে খেলা ধূলা করে, তাহলে আমরা কেন এক সাথে খেলা-ধূলা করবো না? আপনি "আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, সে আমাদের সাথে খেলা-ধূলা করবে ও ফলমুল খাবে। আমরা অবশ্যই তার দেখা-শুনা করবো।" কিন্তু ইয়া'কূব (আঃ) অত্যন্ত প্রবীণ, বুদ্ধিমান ও সহনশীলব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইউসুফকে তাঁর থেকে দূরে পাঠাতে চাইতেন না। তিনি ইউসুফের ব্যাপারে খুব আশংকা করতেন। তাই ছেলেদেরকে বললেন, "আমার আশংকা হচ্ছে যে, তোমাদের অবহেলার সুযোগে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলবে। তারা বলল, অসম্ভব! আমাদের মতো শক্তিশালী যুবক উপস্থিত থাকতে নেকড়ে তাকে কিভাবে খাবে? অবশেষে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) ইয়া'কূব (আঃ) ইউসুফকে অনুমতি দিলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ)

(أَخَافُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنَا ফা'য়েল, (أن) হরফুল মাছদার, (يَأْكُلَ) ফে'য়েল (ه) দমীর জুলহাল, (الذِّئْبُ) ফা'য়েল (واو) লিল্হাল, (أنتم) মুবতাদা (عَنْهُ) জর মাজরূর মিলে غَافِلُوْنَ শিবহুল ফে'য়েলে র সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। (غَافِلُوْنَ) শিবহুল ফে'য়েল, তার মঝে বিদ্যমান দমীর أَنْتُمْ ফা'য়েল, অতঃপর শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে শিবহুল জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে হাল হয়েছে। তারপর ذو الحال ও حال মিলে مفعول به হয়েছে। ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'য়েলিয়া হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে পুনরায় مفعول به হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া খবরিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَتٰى جَاءَ الْإِخْوَةُ إِلٰى يَعْقُوْبَ؟

(٢) مَاذَا طَلَبَ الْإِخْوَةُ مِنْ يَعْقُوْبَ؟

(٣) لِمَاذَا كَانَ يَعْقُوْبُ يَخَافُ عَلٰى يُوْسُفَ ؟

(٤) مَعَ مَنْ كَانَ يَلْعَبُ يُوْسُفُ؟

(٥) أَكَانَ يَلْعَبُ مَعَ شَقِيْقَيْهِ بِنْيَامِيْن؟

(٦) مَاذَا أَجَابَ يَعْقُوْبُ لِأَوْلَادِهِ

(٧) أَطَوْعًا أَذِنَ يَعْقُوْبُ لِأَوْلَادِهِ أَمْ كُرْهًا ؟

(٨) مَاذَا قَالَ الْأَبْنَاءُ لَمَّا أَظْهَرَ يَعْقُوْبُ خَوْفَهُ عَلٰى يُوْسُفَ؟

(٩) أَعْرِبْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى! "أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ"

(١٠) إِمْلَأِ الْفَرَاغَ بِكَلِمَاتٍ مُنَاسَبَةٍ؟

(الف) وَكَانَ يَعْقُوْبُ عَاقِلًا ... (ب) وَكَانَ يَعْقُوْبُ ... أَنْ يَّبْعُدَ مِنْهُ..

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٨)
শব্দ বিশ্লেষণ

- زَهْرَبَرِيٌّ - বন রক্ষি। حَارِسُ الْغَابَةِ - বন। غَابِيٌّ - বনজ। غَابَاتٌ ب-ব- غَابَةٌ - বনফুল। اَلسِّنَوْرُ - বন বিড়াল। تَنَزَّهَ إِلَى الْغَابَةِ - বনভোজন করেছে। فَرَاغًا - অবসর হওয়া (ن) - إِفْرَاغًا - অবসর করা। صَبْغًا (ن) - রঙানো। دَمٌ -ব-ব - রক্ত। دِمَاءٌ, مُظْلِمٌ গভীর। عَمِيْقٌ - গভীরতা। إِظْلَامًا - অন্ধকার হওয়া, অন্ধকার। آيَةٌ - ব-ব آيَاتٌ - চিহ্ন, নিদর্শন। تَصْدِيْقًا - সত্য মনে করা। تَكْذِيْبًا - মিথ্যা মনে করা। اَلصِّدْقُ يُنْجِى وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ - সত্যের জয়, মিথ্যার লয়। مَلْأً (ف) পূর্ণ করা। إِمْتِلَاءً পূর্ণ হওয়া। مَلِيْئٌ পরিপূর্ণ।

٤-إِلَى الْغَابَةِ

وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيْرًا لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوْبُ لِيُوْسُفَ ـ وَذَهَبُوْا إِلٰى غَابَةٍ وَأَلْقَوْا يُوْسُفَ فِىْ بِئْرٍ فِى الْغَابَةِ ـ وَلَمْ يَرْحَمُوْا يُوْسُفَ الصَّغِيْرَ ، وَلَمْ يَرْحَمُوْا يَعْقُوْبَ الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ وَلَدًا صَغِيْرًا ، وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيْرًا ـ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيْقَةً ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ مُظْلِمَةً ، وَكَانَ يُوْسُفُ وَحِيْدًا ـ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ بَشَّرَ يُوْسُفَ وَقَالَ لَهُ : لَاتَحْزَنْ وَلَاتَخَفْ ـ إِنَّ اللّٰهَ مَعَكَ وَسَيَكُوْنُ لَكَ شَأْنٌ- سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوْهُ ـ

وَلَمَّا فَرَغُوْا مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَلْقَوْا يُوْسُفَ فِى الْبِئْرِ اِجْتَمَعُوْا وَقَالُوْا: مَاذَا نَقُوْلُ لِأَبِيْنَا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : كَانَ أَبُوْنَا يَقُوْلُ : أَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ ـ فَنَقُوْلُ صَدَقْتَ يَاأَبَانَا قَدْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ ـ وَافَقَ الْإِخْوَةُ عَلٰى ذٰلِكَ ، وَقَالُوْا نَعَمْ! نَقُوْلُ : يَاأَبَانَا قَدْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ ـ قَالَ بَعْضُ الْإِخْوَانِ : وَلٰكِنْ مَا آيَةُ ذٰلِكَ؟ قَالُوْ: آيَةُ ذٰلِكَ الدَّمُ ـ وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشًا وَذَبَحُوْهُ وَأَخَذُوْا قَمِيْصَ يُوْسُفَ وَصَبَغُوْهُ ـ وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا وَقَالُوْا : اَلْآنَ يُصَدِّقُ أَبُوْنَا ـ

বনে যাত্রা

ইয়া'কূব (আঃ) এর অনুমতি পেয়ে ভায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা বনে গিয়ে ইউসুফ (আঃ) কে এক কূপে ফেলে দিল। বালক ইউসুফের প্রতি তাদের একটু মায়াও হল না। বৃদ্ধ বাবা ইয়াকূবের (আঃ) প্রতি তাদের একটু দয়াও হল না। ইউসুফ (আঃ) ছোট বালক ছিলেন। তাই তাঁর অন্তরও ছিল খুব ছোট। কিন্তু তিনি গভীর ও অন্ধকার কূপে নিঃসঙ্গ পড়ে ছিলেন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আঃ) কে সুসংবাদ জানিয়ে বললেন, তুমি ভীত হয়োনা, দুঃখিত হয়োনা, আল্লাহ্ তোমার সাথেই আছেন। তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অচিরেই তোমার ভায়েরা তোমার কাছে আসবে এবং তুমি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। ইউসুফকে কূপে ফেলে নিজেদের কু-মতলব পূরণ করার পর ভায়েরা সমবেত হয়ে বলল, আমরা আব্বার কাছে গিয়ে কী বলবো?

কেউ কেউ বলল, আব্বা প্রায় বলতেন, তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং আমরা বলবো, আব্বা আপনার কথাই সত্য হয়েছে। তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। ভায়েরা সকলে তার কথায় একমত হয়ে বলল, হ্যাঁ তাই করা হোক। তাদের কেউ বলল, কিন্তু এর প্রমাণ কি হবে? একজন উত্তর দিল, রক্তই তার প্রমাণ। অতঃপর তারা একটি দুম্বা ধরে এনে জবাই করল এবং ইউসুফের জামা নিয়ে রক্তে মাখল। তখন তারা ভীষণ আনন্দিত হয়ে বলল, এখন আব্বা অবশ্যই আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوْهُ)

(س) حرف التنفيس (يَحْضُرُ) ফে'য়েল, (إِلَيْكَ) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক,(الإِخْوَةُ) ফা'য়েল, তার পর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে معطوف عليه (واو) হরফুল 'আত্ফ (تُخْبِرُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنت ফা'য়েল, (هُمْ) মাফ'উলুন বিহী, (ب) অতিরিক্ত অব্যয়, (ما) ইসমুল মাওছূল, (فَعَلَ)ফে'য়েল (الواو)

ফা'য়েল (ه) মাফ'উলুন বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিলা, ইসমুল মাওছল ও ছিলা মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলুন বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে معطوف হয়েছে। পরিশেষে মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহ মিলে جملة عاطفة হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَتَى فَرِحَ الْإِخْوَةُ؟

(٢) إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ الْإِخْوَةُ بِيُوسُفَ؟

(٣) هَلْ عَادُوا بِيُوسُفَ إِلَى الْبَيْتِ؟

(٤) أَيْنَ أَلْقَى الْإِخْوَةُ يُوسُفَ؟

(٥) كَيْفَ كَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِي أُلْقِيَ فِيهَا يُوسُفُ؟

(٦) مَاذَا تَشَاوَرَ الإِخْوَةُ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ شَأْنِهِمْ؟

(٧) لِمَ ذَبَحَ الْإِخْوَةُ الْكَبْشَ؟

(٨) أَلِيَأْكُلُوا لَحْمَهُ وَيَبِيعُوا جِلْدَهُ ذَبَحُوهُ؟

(٩) لِمَاذَا صَبَغُوا قَمِيصَ يُوسُفَ فِي الدَّمِ؟

(١٠) أَلِيُصَدِّقَ أَبُوهُمْ قَوْلَهُمْ صَبَغُوهُ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

جَرْحًا - আসবাব পত্র। أَمْتِعَةٌ - ব-ব-مَتَاعٌ - রাতের প্রথম প্রহর। عَشَاءٌ - আহত হওয়া। جَرَحَ (ف) - আহত করা। جَرَحَ (س) - مَجْرُوحٌ / جَرِيحٌ - আহত। قَلْبٌ جَرِيحٌ - আহত হৃদয়। لَاتَطْرَحِ الْمِلْحَ عَلَى الْجَرْحِ - কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেওয়া। اِسْتِبَاقًا-দৌড় প্রতিযোগিতা করা। أَقْمِصَةٌ ব-ব- قَمِيصٌ - জামা। مَصْبُوغٌ فِي الدَّمِ - রক্তে রঞ্জিত। شَقًّا -(ن)- ছিঁড়ে ফেলা, مَشْقُوقٌ -ছেঁড়া। اِنْشِقَاقًا - ছিঁড়ে যাওয়া।

فِرَاقٌ বিচ্ছেদ صَيْحًا (ض) চীৎকার করা। إِيضَاحًا - স্পষ্ট করা। صِلَةٌ সম্পর্ক।

أَمَامَ يَعْقُوبَ

وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ - "قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ" وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَقَالُوا هٰذَا دَمُ يُوسُفَ! وَكَانَ أَبُوهُمْ

يَعْقُوْبُ نَبِيًّا وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا ـ وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهٖ ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنْسَانًا جَرَحَهٗ وَشَقَّ قَمِيْصَهٗ ـ وَكَانَ قَمِيْصُ يُوْسُفَ سَالِمًا وَكَانَ مَصْبُوْغًا فِى الدَّمِ ـ فَعَرَفَ أَنَّهٗ دَمٌ كَذِبٌ وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوْعَةٌ ـ فَقَالَ لِأَوْلَادِهٖ ـ بَلْ هٰذِهٖ قِصَّةٌ وَضَعْتُمُوْهَا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَحَزِنَ يَعْقُوْبُ عَلٰى يُوْسُفَ حُزْنًا شَدِيْدًا وَلٰكِنَّهٗ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيْلًا ـ

ইয়া'কূব (আঃ) এর নিকট ছেলেদের আগমন

রাত্রি বেলা ছেলেরা কেঁদে কেঁদে পিতার কাছে এসে বলল, আব্বাজান! আমরা ইউসুফকে আমাদের আসবাব পত্রের কাছে রেখে দৌড় প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে জামাটি এনে বলল, এটা ইউসুফের রক্ত। কিন্তু ইয়া'কূব (আঃ) অনেক প্রবীন ও ছেলেদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি জানতেন, নেকড়ে যখন কোন মানুষকে খায় তখন তাকে যখম করে ও তার জামা-কাপড় টুকরা টুকরা করে ফেলে। কিন্তু ইউসূফ (আঃ)-এর জামা অক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত ছিল। ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা কৃত্রিম রক্ত এবং নেকেড়ের কাহিনী তাদের পক্ষ থেকে সাজানো কাহিনী । তাই তিনি ছেলেদেরকে বললেন, (আমি বিশ্বাস করি না।) বরং এটা তোমাদের সাজানো গল্প। এখন ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্য উত্তম। ইয়া'কূব (আঃ) ইউসুফের জন্য খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু তিনি উত্তম ধৈর্য ধারণ করলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَجَاءُوْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُوْنَ)

(وَجَاءُوْا) ফে'য়েল, (الواو) صاحب الحال (أَبَاهُمْ) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে মাফ'উলুন বিহী, (عِشَاءً) মাফ'উলুন ফীহি, (يَبْكُوْنَ) - জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে حال হয়েছে। অতঃপর হাল ও যুল হাল মিলে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মাফ'উলুন ফীহি মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(وَحَزِنَ يَعْقُوْبُ عَلٰى يُوْسُفَ حُزْنًا شَدِيْدًا)

(حَزِنَ) ফে'য়েল, (يَعْقُوْبُ) ফা'য়েল, (عَلٰى يُوْسُفَ) জর-মাজরূর মিলে

ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে (حُزْنًا) মাওছূফ (شَدِيْدًا) ছিফাত, অতঃপর مركب توصيفى হয়ে مفعول مطلق হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মুতা'য়াল্লিক ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَتٰى جَاءَ الْإِخْوَةُ أَبَاهُمْ؟

(٢) أَعِشَاءٌ جَاءُوْهُ؟

(٣) عَلٰى أَيِّ حَالٍ جَاءُوْا أَبَاهُمْ؟

(٤) أَ ضَاحِكِيْنَ جَاءُوْهُ أَمْ بَاكِيْنَ؟

(٥) كَيْفَ عَرَفَ يَعْقُوْبُ أَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوْعَةٌ؟

(٧) كَمْ حَزِنَ يَعْقُوْبُ عَلٰى يُوْسُفَ؟

(٨) هَلْ صَاحَ يَعْقُوْبُ عَلٰى فِرَاقِ يُوْسُفَ؟

(٩) أَعْرِبْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى " فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ "

(١٠) أَوْضِحِ الرَّبْطَ لِجُمْلَةِ "وَضَعْتُمُوْهَا" بِمَا قَبْلَهَا -

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٦)

نَوْمٌ ঘুমানো। تَنْوِيْمًا - ঘুম পাড়ানো। نُعُوْمٌ – ঘুম কাতুরে। (س) نَوْمًا - গভীর ঘুম। عَمِيْقٌ - বিছানা। أَفْرِشَةٌ -ব-ব فِرَاشٌ - বিছানো। (ن) فِرَاشًا - বিছানো। (س) نِسْيَانًا – ভুলে যাওয়া। نَسِيْتُ الْقَلَمَ فِى الْبَيْتِ - কলমটি ভুলে বাড়িতে রেখে এসেছি। مُوْحِشٌ - বিজন। اِيْحَاشًا (اَلْمَكَانُ) - বিজন হওয়া। اِسْتِحَاشًا অনন্তরঙ্গতা বোধ করা। وَحْشَةٌ - অনন্তরঙ্গতা। وَحْشِىٌّ - হিংস্র, বন্য। اِسْتِيْنَاسًا - অন্তরঙ্গতা বোধ করা। أنس অন্তরঙ্গতা।

يُوْسُفُ فِى الْبِئْرِ

وَرَجَعَ الْإِخْوَةُ إِلَى الْبَيْتِ - وَتَرَكُوْا يُوْسُفَ فِى الْبِئْرِ وَأَكَلَ الْإِخْوَةُ الطَّعَامَ وَنَامُوْا عَلَى الْفِرَاشِ - وَيُوْسُفُ فِى الْبِئْرِ وَلَا فِرَاشَ وَلَاطَعَامَ ، وَنَسِىَ الْإِخْوَانُ يُوْسُفَ وَنَامُوْا - وَمَا نَامَ يُوْسُفُ

وَمَا نَسِىَ أَحَدًا وَبَقِىَ يَعْقُوْبُ يَذْكُرُ يُوْسُفَ ، وَبَقِىَ يُوْسُفُ يَذْكُرُ يَعْقُوْبَ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ فِى الْبِئْرِ ، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيْقَةً وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِى الْغَابَةِ ، وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوْحِشَةً وَكَانَ ذٰلِكَ فِى اللَّيْلِ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا ـ

ইউসুফ কূপে

ইউসুফ কে কূপে ফেলে ভাইয়েরা বাড়ি ফিরে এল এবং খাওয়া -দাওয়া করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ইউসুফ অন্ন-বস্ত্রহীন অবস্থায় কূপে পড়ে রইলেন। ভায়েরা ইউসুফকে ভুলে ঘুমিয়ে রইল, কিন্তু ইউসুফ ঘুমালেননা এবং কাউকে ভুললেন না। ইয়া'কূব (আঃ) ইউসুফকে এবং ইউসুফ ইয়া'কূবকে স্মরণ করতে লাগলেন। ইউসুফ কূপে ছিল এবং কূপটি ছিল গভীর। আর কূপটি ছিল বনে এবং বনটি ছিল বিজন। ঘটনাটি রাত্রে ঘটেছিল এবং রাতটি ছিল অন্ধকার।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(بَقِىَ يَعْقُوْبُ يَذْكُرُ يُوْسُفَ)

(بَقِىَ) فعل الشروع (يَعْقُوْبُ) - তার ইসম, (يَذْكُرُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল, (يُوْسُفَ) মাফ'উলুন বিহী, ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর, পরিশেষে ফে'য়েলে শুরু তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

(وَلَا فِرَاشَ فِى الْبِئْرِ)

(لَا) النافية للجنس (فِرَاش) তার ইসম, (فِى) হরফুল জর, (الْبِئْرِ) মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে مَوْجُوْدٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর, পরিশেষে لَا النافية للجنس তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ رَجَعَ الْإِخْوَةُ إِلَى الْبَيْتِ بِيُوْسُفَ؟

(٢) أَيْنَ تَرَكُوْا يُوْسُفَ؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ الْإِخْوَةُ فِى الْبَيْتِ؟

(٤) هَلْ أَكَلَ يُوْسُفُ الطَّعَامَ وَنَامَ عَلَى الْفِرَاشِ؟

(٥) هَلْ نَسِيَ يُوْسُفُ إِخْوَتَهُ كَمَا نَسُوْهُ؟
(٦) كَيْفَ كَانَتِ الْبِئْرُ وَكَيْفَ كَانَتِ الْغَابَةُ؟
(٧) أَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيْقَةً؟
(٨) أَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوْحِشَةً؟
(٩) هَلْ نَسِيَ يَعْقُوْبُ يُوْسُفَ؟
(١٠) هَلْ نَسِيَ يُوْسُفُ يَعْقُوْبَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

- ف) بَحْثًا। দল - جَمَاعَاتٌ ব-ব- جَمَاعَةٌ। প্রাসাদ - قُصُوْرٌ ব-ব - قَصْرٌ - তালাশ করা। دَلْوٌ ব-ব- دِلَاءٌ - বালতি। إِدْلَاءٌ (اَلدَّلْوُ)- বালতি ফেলা (عَنْهُ - ভারী। ثَقِيْلٌ -ভারী। (ك) ثِقَالَةً - ভারী হওয়া। تَثْقِيْلًا - ভারী করা। خَفِيْفٌ - হালকা। (ض) خِفَّةً - হালকা হওয়া। نِدَاءٌ - ডাকা। دِرْهَمٌ - ব-ব دَرَاهِم - দেরহাম। إِخْفَاء - গোপন করা। خَفِيَّةٌ (عَلَيْه-س)- গোপন হওয়া। (ن) عَدًّا ব্যবহার لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ شَيْءٌ - আল্লাহর নিকট কিছু গোপনীয় নয়। গণনা করা। مَعْدُوْدٌ - গণিত। إِكْرَامًا - সম্মানিত করা। إِهَانَةٌ - অপমানিত করা। اِرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَأَكْرِمِ الْكَبِيْرَ - ছোটকে স্নেহ করো এবং বড়কে সম্মান করো।

مِنَ الْبِئْرِ إِلَى الْقَصْرِ

وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِيْ هٰذِهِ الْغَابَةِ ـ وَعَطِشُوْا فِي الطَّرِيْقِ وَبَحَثُوْا عَنْ بِئْرٍ ـ وَرَأَوْا بِئْرًا فَأَرْسَلُوْا إِلَيْهَا رَجُلًا لِيَأْتِيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ ـ جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى الْبِئْرِ وَأَدْلٰى دَلْوَهُ ـ وَنَزَعَ الدَّلْوَ فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيْلَةٌ؟ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِي الدَّلْوِ غُلَامٌ ! دَهِشَ الرَّجُلُ وَنَادٰى (يُبْشٰى هٰذَا غُلَامٌ)

وَفَرِحَ النَّاسُ جِدًّا وَأَخْفَوْهُ ـ وَوَصَلُوْا إِلَى مِصْرَ ـ وَقَامُوْا فِيْ

السُّوقِ وَنَادُوْا : مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَا الْغُلَامَ؟ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَا الْغُلَامَ؟ اِشْتَرَى الْعَزِيْزُ يُوْسُفَ بِدَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ـ وَبَاعَهُ التُّجَّارُ وَمَا عَرَفُوْا يُوْسُفَ ـ وَذَهَبَ بِهِ الْعَزِيْزُ إِلٰى قَصْرِهٖ وَقَالَ لِاِمْرَأَتِهٖ ـ أَكْرِمِيْ يُوْسُفَ إِنَّهٗ وَلَدٌ رَشِيْدٌ ـ

কূপ থেকে রাজ প্রাসাদে

সেই বন দিয়ে এক বণিক দল যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা খুব পিপাসার্ত হয়ে কূপ তালাশ করতেছিল। অবশেষে কূপের সন্ধান পেয়ে পানি আনার জন্য সেখানে একজন লোক পাঠাল। লোকটি এসে কূপে বালতি ফেলল। বালতি টানার সময় ভার অনুভব করল এবং বালতি ওঠানোর পর সেখানে একটি সুন্দর ফুটফুটে বালক দেখতে পেল। তখন লোকটি হতভম্ব হয়ে চীৎকার করে বলল, কী আনন্দ! এই দেখ কী সুন্দর বালক! কাফেলার লোকেরাও খুব আনন্দিত হল এবং বালকটিকে লুকিয়ে রাখল। মিসরে পৌছার পর তারা বাজারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে লাগল, এই বালক কে খরিদ করবে? এই বালক কে খরিদ করবে? মিসর অধিপতি সামান্য কয়েক টাকায় ইউসুফকে খরিদ করে নিল। ব্যবসায়ীরা তাকে না চিনতে পেরে বিক্রি করে দিয়েছিল।

মিসর অধিপতি ইউসুফকে নিয়ে প্রাসাদে চলে গেলেন এবং তার পত্নীকে বললেন ইউসুফের যত্ন নিবে, কারণ সে সুবোধ ছেলে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيْلَةٌ)

(ف) استئنافية কিংবা زائدة (إِذَا) الفجائية (الدَّلْوُ) মুবতাদা, (ثَقِيلَةٌ) খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

(يَابُشْرٰى) মূলত ছিল, يَابُشْرٰى اِحْضِرِىْ فَهٰذَا وَقْتُكَ (يَابُشْرٰى هٰذَا غُلَامٌ) (يا) حرف النداء তারপর উভয়ে মিলে منادى (بُشْرٰى) جملة النداء হয়েছে। (اِحْضِرِىْ) ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে جواب النداء হয়েছে। (ف) السببية (هذا) মুবতাদা (وَقْتُكَ) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে খবর, অতঃপর উভয়ে মিলে جملة اسمية হয়েছে। (هٰذَا) মুবতাদা (غُلَامٌ) খবর, উভয় মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) عَمَّ بَحَثَ الْمُسَافِرُوْنَ؟
(٢) لأَيِّ غَرَضٍ بَحَثَ الْمُسَافِرُوْنَ عَنْ بِئْرٍ؟
(٣) كَمْ رَجُلًا ذَهَبَ إِلَى الْبِئْرِ؟
(٤) لِمَاذَا أَرْسَلُوا الرَّجُلَ إِلَى الْبِئْرِ؟
(٥) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَخْرَجَ الرَّجُلُ دَلْوَهُ؟
(٦) دَهِشَ الرَّجُلُ وَمَاذَا فَعَلَ؟
(٧) مَنِ اشْتَرَى يُوْسُفَ وَبِكَمْ اشْتَرَى؟
(٨) إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ الْعَزِيْزُ بِيُوْسُفَ؟
(٩) مَاذَا قَالَ الْعَزِيْزُ لِامْرَأَتِهِ؟
(١٠) أَيْنَ يَعُوْدُ الضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ فِى قَوْلِهِ "فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٨)
শব্দ বিশ্লেষণ

صَدِيْقٌ وَفِيٌّ - পূর্ণ করা بِالْعَهْدِ (ض) وَفَاءٌ - বিশ্বস্ত বন্ধু। أَمَانَةٌ (ك) বিশ্বস্ত হওয়া। خَائِنٌ - অবিশ্বস্ত। أُمَنَاءُ - বিশ্বস্ত। خِيَانَةٌ (ن) - খেয়ানত করা। أَمِيْنٌ -ব-ব إِبَاءٌ (ف) - অস্বীকার করা। كَلَّا - কখনও না। إِحْسَانًا (إِلَيْهِ) - অনুগ্রহ করা, ব্যবহার- أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ - মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। شِكَايَةٌ (ن) إِلَيْهِ - অভিযোগ করা। جَمَالٌ - সৌন্দর্য। مُرَاوَدَةٌ (عَلَيْهِ) ফুসলানো। خَطَأٌ (س) - পাপ করা خَاطِئٌ - পাপী। بَرِيْئُوْنَ -ব-ব بَرِيْئٌ - নির্দোষ। كَرِيْمٌ -ব-ব كِرَامٌ - সম্মানিত। تَخْوِيْفًا - ভয় দেখানো। مُجْرِمٌ - দোষী।

اَلْوَفَاءُ وَالْأَمَانَةُ

وَرَاوَدَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ يُوْسُفَ عَلَى الْخِيَانَةِ ، وَلٰكِنَّ يُوْسُفَ أَبَى وَقَالَ : كَلَّا! أَنَا لَا أَخُوْنُ سَيِّدِىْ إِنَّهُ أَحْسَنَ إِلَىَّ وَأَكْرَمَنِىْ - إِنِّىْ أَخَافُ اللّٰهَ - وَغَضِبَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ وَشَكَتْ إِلَى زَوْجِهَا -

وَعَرَفَ الْعَزِيْزُ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَاذِبَةٌ وَعَرَفَ أَنَّ يُوْسُفَ أَمِيْنٌ -

فَقَالَ لِزَوْجِهِ : إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَطِئِيْنَ وَعَرَفَ يُوْسُفُ فِى مِصْرَ بِجَمَالِهِ - وَإِذَارَآهُ أَحَدٌ قَالَ مَاهٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ وَاشْتَدَّ غَضَبُ الْمَرْأَةِ وَقَالَتْ لِيُوْسُفَ : إِذَنْ تَذْهَبَ إِلَى السِّجْنِ! قَالَ يُوْسُفُ ("السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ!)

وَبَعْدَ أَيَّامٍ رَأَى الْعَزِيْزُ أَنْ يُرْسِلَ يُوْسُفَ إِلَى السِّجْنِ - وَكَانَ الْعَزِيْزُ يَعْرِفُ أَنَّ يُوْسُفَ بَرِئٌ - وَدَخَلَ يُوْسُفُ السِّجْنَ -

প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও বিশ্বস্ততা

'আযীয পত্নী ইউসুফকে (আঃ) ফুসলাতে লাগল। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) (দৃঢ়তার সাথে) অস্বীকার করে বললেন, না, আমি আমার মনিবের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারব না। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। তখন 'আযীয পত্নী ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করল। 'আযীয বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্ত্রী মিথ্যাবাদী। তাই তিনি স্ত্রীকে বললেন, "নিশ্চয় তুমি অপরাধ করেছো।"

ইউসুফ (আঃ) তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্যের কারণে মিসরের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেন। কেউ তাকে দেখলে বিমুগ্ধ হয়ে বলত, ইনিতো মানুষ নন, ইনি মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা ছাড়া আর কিছু না। 'আযীয পত্নীর ক্রোধ চরম আকার ধারণ করল। ফলে সে ইউসুফকে হুমকি দিয়ে বলল, তাহলে তোমাকে কারাগারে পাঠিয়ে ছাড়বো। ইউসুফ (আঃ) প্রতি উত্তরে বললেন, "কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিছু দিন পর মিসর অধিপতি ইউসুফকে কারাগারে পাঠানো সমীচীন মনে করলেন। অবশ্য তিনি জানতেন, ইউসুফ নির্দোষ। অবশেষে ইউসুফ কারাগারে গেলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنْ هٰذَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ)

(إِنْ) حرف النفى (هٰذَا) তার ইসম (شَئٌ) لَيْسَ এর মত আমল করে) (مَلَكٌ) মাওছূফ (كَرِيْمٌ) ছিফাত, مستثنى منه محذوف (إِلَّا) حرف استثناء مستثنى হয়েছে। অতঃপর মওছূফ ও ছিফাত মিলে مركب توصيفى হয়ে مستثنى হয়েছে। তারপর মুস্তাছনা ও মুস্তাছনা মিনহু মিলে খবর হয়েছে। পরিশেষে إن النافية তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমালায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(إِذَنْ تَذْهَبَ إِلَى السِّجْنِ)

أنت ফা'য়েল, (تَذْهَبَ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর حرف جواب ونصب (إِذَنْ) ফা'য়েল, (إِلَى) হরফুল জর (السِّجْنِ) মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَنْ رَاوَدَتْ يُوسُفَ عَلَى الْخِيَانَةِ؟

(٢) عَلَامَ رَاوَدَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ يُوسُفَ؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ يُوسُفُ حِينَ رَاوَدَتْهُ الْمَرْأَةُ؟

(٤) مَاذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمَّا أَنْكَرَ يُوسُفُ طَلَبَهَا؟

(٥) هَلْ صَدَّقَ الْعَزِيزُ زَوْجَتَهُ؟

(٦) مَاذَا قَالَ الْعَزِيزُ لِزَوْجَتِهِ؟

(٧) بِمَ عُرِفَ يُوسُفُ فِي مِصْرَ؟

(٨) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهُ؟

(٩) بِمَ خَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ يُوسُفَ؟

(١٠) أَخَافَ يُوسُفُ السِّجْنَ؟

(١١) هَلْ أَطَاعَ يُوسُفُ الْمَرْأَةَ لِيَنْجُوَ مِنَ السِّجْنِ؟

(١٢) مَا هُوَ سَبَبُ مَمْنُوعِ الصَّرْفِ فِي "يُوسُفَ"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

صَدْرٌ - ব-ব صُدُوْرٌ - বুক, প্রধান। صَدْرُ الْمَجْلِسِ - মজলিসের প্রধান। (ن) صُدُوْرًا - প্রকাশিত হওয়া। تَصْدُرُ مِنْ مَدْرَسَةِ الْمَدِيْنَةِ مَجَلَّةٌ أَدَبِيَّةٌ - মাদরাসাতুল মদীনা থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। إِصْدَارًا- প্রকাশ করা مَصْدَرٌ - ব-ব مَصَادِرُ - উৎস। اَلِاجْتِهَادُ مَصْدَرُ السَّعَادَةِ - পরিশ্রম সৌভাগ্যের উৎস। تَعْظِيْمًا - সম্মানিত করা। (ض) عَصْرًا - নিংড়ানো। عَصِيْرُالْعِنَبِ - আঙ্গুর

রস। جَرَآءٌ - ব-ব - جَرِيئٌ - বহন করা। تَحَمُّلًا - বরদাশ্‌ত করা। حَمَلًا (ض) - নির্ভীক। حُرٌّ - ব-ব - أَحْرَارٌ - স্বাধীন। حُرِّيَّةٌ - স্বাধীনতা। كُنْ عَبْدًا تَكُنْ حُرًّا - দাস হও তাহলে সাধীন হতে পারবে। جَوَادٌ ব-ব - أَجْوَادٌ - দানশীল। جُوْدًا (ن) - দান করা।

مَوْعِظَةُ السِّجْنِ

وَدَخَلَ يُوْسُفُ السِّجْنَ ، وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ جَمِيْعًا أَنَّ يُوْسُفَ شَابٌّ كَرِيْمٌ ـ وَأَنَّ يُوْسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيْمٌ ـ وَأَنَّ يُوْسُفَ فِىْ صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيْمٌ ـ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوْسُفَ وَأَكْرَمُوْهُ ـ وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوْسُفَ وَعَظَّمُوْهُ ـ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ وَقَصَّا عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا

وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّىْ أَرَانِىْ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّيْ أَرَانِىْ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِىْ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ـ وَسَأَلَا يُوْسُفَ عَنِ التَّأْوِيْلِ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا ـ وَكَانَ يُوْسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ـ وَكَانَ النَّاسُ فِىْ زَمَانِهِ يَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللّٰهِ ـ وَوَضَعُوْا أَرْبَابًا كَثِيْرَةً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ـ وَقَالُوْا هٰذَا رَبُّ الْبَرِّ وَهٰذَا رَبُّ الْبَحْرِ ـ وَهٰذَا رَبُّ الرِّزْقِ ـ وَهٰذَا رَبُّ الْمَطَرِ ـ

وَكَانَ يُوْسُفُ يَرٰى كُلَّ ذٰلِكَ وَيَضْحَكُ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذٰلِكَ وَيَبْكِىْ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ يُرِيْدُ أَنْ يَّدْعُوَ هُمْ إِلَى اللّٰهِ ـ وَقَدْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ فِى السِّجْنِ ـ

أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الْمَوْعِظَةَ؟ أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ السِّجْنِ الرَّحْمَةَ ؟ أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ عِبَادَ اللّٰهِ؟ أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ بَنِىْ آدَمَ؟ وَكَانَ يُوْسُفُ فِى السِّجْنِ وَلٰكِنَّهُ كَانَ حُرًّا

جَرِيئًا. وَكَانَ يُوسُفُ فَقِيرًا وَلٰكِنَّهُ كَانَ جَوَادًا سَخِيًّا إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُجَهِّرُونَ بِالْحَقِّ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُجَوِّدُوْنَ بِالْخَيْرِ فِىْ كُلِّ زَمَانٍ.

কারাগারে উপদেশ দান

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে গেলেন। কারাবাসীরা সকলে জানতে পারল যে, ইউসুফ (আঃ) এক সম্মানিত যুবক। তিনি অগাধ জ্ঞান ও দয়ালু হৃদয়ের অধিকারী। কয়েদীরা তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখল এবং তাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হল, এবং তাকে অনেক ইজ্জত সম্মান করল। ইউসুফ (আঃ) এর সাথে আরও দুজন লোক কারাগারে প্রবেশ করেছিল। তারা ইউসুফ (আঃ) এর নিকট তাদের স্বপ্নের বিবরণ দিল। তাদের একজন বলল, আমি নিজেকে মদ নিংড়াতে দেখেছি। অপর জন বলল, আমি নিজের মাথায় রুটি বহন করতে দেখেছি। আর পাখিরা তা থেকে ঠোকরে ঠোকরে খাচ্ছিল। তারা ইউসুফের নিকট স্বপ্নের মর্ম জিজ্ঞাসা করল। ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) নবী ছিলেন।

ঐ সময় লোকেরা গাইরুল্লাহর 'ইবাদত করত। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়া অনেক দেবদেবী বানিয়ে নিয়েছিল। তাঁরা বলত, এটা স্থলের প্রভু, ওটা জলের প্রভু, এটা রিযিকের প্রভু, ওটা বৃষ্টির প্রভূ। ইউসুফ (আঃ) এসব দেখে মনে মনে হাসতেন এবং (পরিণতির কথা চিন্তা করে) কাঁদতেন। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ চেয়েছেন তাঁর ইচ্ছা কারাগারে পূরণ হোক। কারাবাসীরা কি উপদেশ ও দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়? কারাবাসীরা কি আল্লাহ্‌র বান্দা নয়? তারা কি আদম সন্তান নয়?

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও দানশীল ও মহানুভব ছিলেন। সকল নবী সর্বকালে ও সর্ব স্থানে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য ও কল্যাণ প্রচার করেছিলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّىْ أَرَانِىْ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِىْ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ)

(وَاو) العاطفة (قَالَ) - ফে'য়েল, (الْآخَرُ) ফা'য়েল, উভয় মিলে জুমলা হয়ে (أَرَى)ফে'য়েল, তার মাঝে (ى) حرف مشبه بالفعل তার ইসম (إِنَّ) قول বিদ্যমান দমীর أنا ফা'য়েল (ن) نون الوقاية (ى) যুলহাল, (أَحْمِلُ) ফে'য়েল,

তার মাঝে বিদ্যমান দমীর اَنَا ফা'য়েল, (فَوْقَ) মুদাফ (رَأْسِيْ) মুদাফ-মুদাফুন ইলাইহ মিলে পুনরায় মুদাফুন ইলাইহ, তার পর উভয় মিলে মাফ'উলুন ফীহি (خُبْزًا) মাওছূফ (تَأْكُلُ) ফে'য়েল, (الطَّيْرُ) ফা'য়েল (مِنْهُ) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লাক হয়েছে। তার পর ফে'য়েলে ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিফাত হয়েছে। মাওছূফ ও ছিফাত মিলে مفعول به হয়েছে। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে হাল হয়েছে। হাল ও জুলহাল মিলে مفعول به হয়েছে। তারপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর হয়েছে। পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে مقول القول হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا عَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ بَعْدَ أَنْ رَأَوْا يُوسُفَ؟

(٢) لِمَ أَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوْهُ؟

(٣) أَلِجَمَالِهِ وَمَالِهِ أَحَبُّوْهُ وَأَكْرَمُوْهُ؟

(٤) أَلِعِلْمِهِ وَخُلُقِهِ أَحَبُّوْهُ وَأَكْرَمُوْهُ؟

(٤) كَمْ رَجُلًا دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ؟

(٥) مَاذَا قَالَ الرَّجُلَانِ لِيُوسُفَ؟

(٦) هَلْ كَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا؟

(٧) مَنْ كَانَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَه فِيْ زَمَانِ يُوسُفَ؟

(٨) مَاهِيَ صِفَةُ الأَنْبِيَاءِ؟ اُذْكُرْ بَعْضَهَا .

(٩) أَيَجْهَرُالأَنْبِيَاءُ بِالْحَقِّ وَيُجَوِّدُوْنَ بِالْخَيْرِ؟

(١٠) أَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ؟ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟

(شَرْحُ الْكَلِمَاتِ) (١٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنْفُسٌ ব-ব نَفْسٌ - অন্তর। نَفَسٌ - ব-ব أَنْفَاسٌ -শ্বাস تَنَفُّسًا শ্বাস নেওয়া, ব্যবহার تَنَفَّسَ الْمَرِيْضُ النَّفَسَ الْأَخِيْرَ রুগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। يَسُوْقُ الْحِرْصُ إِلَى الْمَوْتِ (ن) سَوْقًا - টানা। سَائِقٌ ব-ব سَاقَةٌ - চালক

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। خُضُوْعًا (ف) - নত হওয়া। اِسْتِعْجَالًا - তাড়া হুড়া করা। فُرْصَةٌ -ব-ব فُرَصٌ - সুযোগ। فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ - সুবর্ণ সুযোগ। حَاجَةٌ -ব-ব حَاجَاتٌ প্রয়োজন। لِيْنًا (ض) নম্র হওয়া। لِيْنٌ - নরম, কোমল। إِسْرَاعًا - তাড়াহুড়া করা। اِطْمِيْنَانًا - আশ্বস্ত হওয়া। بَدْءًا (ف)- আরম্ভ করা। اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْئٌ مِّنَ الْكِبْرِ - প্রথমে সালাম দানকারী অহংকার মুক্ত।

حِكْمَةُ يُوْسُفَ

قَالَ يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ : إِنَّ الْحَاجَةَ سَاقَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلَىَّ - وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يَلِيْنُ وَيَخْضَعُ ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ يُطِيْعُ وَيَسْمَعُ - فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا لَسَمِعَا، وَسَمِعَ أَهْلُ السِّجْنِ وَلٰكِنَّ يُوْسُفَ لَمْ يَسْرَعْ وَلٰكِنَّ يُوْسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ - بَلْ قَالَ لَهُمَا : أَنَا أُخْبِرُ كُمَا بِتَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا قَبْلَ أَنْ يَّأْتِيَكُمَا طَعَامُكُمَا - فَجَلَسَا وَاطْمَأَنَّا - ثُمَّ قَالَ لَهُمَا يُوْسُفُ : أَنَا عَالِمٌ بِتَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا "ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ "فَفَرِحَا وَاطْمَأَنَّا - وَهُنَا وَجَدَ يُوْسُفُ الْفُرْصَةَ فَبَدَأَ مَوْعِظَتَهٗ :

ইউসুফ (আঃ) এর প্রজ্ঞা

ইউসুফ (আঃ) মনে মনে ভাবলেন, প্রয়োজনের তাগিদেই লোকদ্বয় আমার নিকট এসেছে। আর প্রয়োজন গ্রস্ত ব্যক্তি বিনম্র ও বিনয়ী হয় এবং মান্যকারী ও শ্রবণকারী হয়। অতএব তাদেরকে কিছু বললে অবশ্যই তারা শুনবে। আর বাস্তবেও তারা শুনেছে।

কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাড়াহুড়া না করে তাদেরকে বললেন, খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিব। ফলে তারা স্থির ও শান্ত মনে বসল। তখন ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেন, আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমার প্রতিপালক আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন। তখন তারা আনন্দিত হয়ে স্থিরভাবে বসলো। এমন সময় ইউসুফ (আঃ) সুযোগ বুঝে তাঁর উপদেশ আরম্ভ করলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ)

(ذا) ইসমুল ইশারা, (لام) للبعد (كُمَا) حرف خطاب (مِنْ) হরফুল জর, (مَا) ইসমুল মাওছূল (عَلَّمَ) ফে'য়েল, (ن) نون الوقاية (ى) মাফ'উলুন বিহী, (رَبِّى) مركب إضافي হয়ে ফা'য়েল, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিলা হয়েছে। ইসমুল মাওছূল ও ছিলা মিলে মাজরূর হয়েছে। অতঃপর জর-মাজরূর মিলে معدود শিবহুল ফেয়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর হয়েছে। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا لَسَمِعَا)

(أنا) ফে'য়েল (قال) حرف شرط امتناعى (لو) النتيجية (ف) ফা'য়েল,(لَهُمَا) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। (شَيْئًا) মাফ'উলুন বিহী। তারপর ফে'য়েল ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে شرط হয়েছে, (لام) حرف تسويف (سَمِعَ) ফে'য়েল, (الف) ফা'য়েল, অতঃপর উভয়ে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে جواب جملة شرطية الشرط হয়েছে। পরিশেষে শর্ত ও জওয়াবুশ্ শর্ত মিলে হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا قَالَ يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ؟
(٢) مَا الَّتِيْ سَاقَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلٰى يُوْسُفَ؟
(٣) مَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ؟
(٤) لِمَنْ يَلِيْنُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ وَيَخْضَعُ؟
(٥) أَلِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ يَلِيْنُ؟
(٦) مَتٰى يُخْبِرُهُمَا يُوْسُفُ بِتَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا؟
(٧) مَنْ عَلَّمَ يُوْسُفَ تَأْوِيْلَ الرُّؤْيَا ؟؟
(٨) مِمَّنْ يَتَعَلَّمُ الْأَنْبِيَاءُ؟
(٩) أَلَيْسَ اللّٰهُ مُعَلِّمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ؟
(١٠) كَيْفَ سَقَطَ النُّوْنُ مِنْ "بَنِيْ آدَمَ" اُذْكُرُوا الْقَاعِدَةَ إِذَا عَلِمْتُمْ.

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٥٥)
শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْاِتِّحَادُ قُوَّةٌ - একতাই বল। اِتِّحَادًا - একতা বদ্ধ হওয়া। تَوْحِيْدًا - এক জানা। اِتِّبَاعًا - অনুসরণ করা। وَقُوْفًا (ض) থামা। تَفَرُّقًا - পৃথক হওয়া। تَفْرِيْقًا - পৃথক করা। تَسْمِيَةٌ - নাম রাখা। سَمَّانِىْ جَدِّىْ مُكَرَّمًا আমার নানা আমার নাম মুকাররাম রেখেছেন। قَيِّمٌ - সরল। إِيْتَاءٌ - দেওয়া। إِشْرَاكًا (به)- শিরক করা। فَضْلٌ - অনুগ্রহ। حُكْمًا (ن) - শাসন করা। قَهَّارٌ -পরাক্রমশালী। اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ - রাজ্য চলে রাজার চালে। أَدْيَانٌ ব-ব- دِيْنٌ - ধর্ম।

مَوْعِظَةُ التَّوْحِيْدِ

قَالَ يُوْسُفُ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ـ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ لَايُؤْتِىْ عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ ـ إِنَّ اللّٰهَ لَايُؤْتِىْ عِلْمَهُ الْمُشْرِكَ ـ هَلْ تَعْرِفَانِ لِمَاذَا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ؟ لِأَنِّىْ تَرَكْتُ طَرِيْقَ أَهْلِ الشِّرْكِ ـ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ : "مَاكَانَ لَنَا أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ" ـ قَالَ يُوْسُفُ ـ وَهٰذَا التَّوْحِيْدُ لَيْسَ لَنَا فَقَطْ ـ بَلْ هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيْعًا "ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ ـ وَهُنَا وَقَفَ يُوْسُفُ ،وَسَأَلَهُمَا ـ تَقُوْلُوْنَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ ـ وَنَحْنُ نَقُوْلُ : اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ

أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌأَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ أَيْنَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ؟ أَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ـ اُنْظُرُوْا إِلَى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَانْظُرُوْا إِلَى الْإِنْسَانِ ـ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ؟

أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ ـ اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ ـ اَلْأَرْضُ لِلّٰهِ ـ اَلْأَمْرُ لِلّٰهِ ـ لَاتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ـ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

একত্ববাদের উপদেশ

ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমার প্রতিপালক আমাকে তা দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাব সকলকে তাঁর ইল্ম দান করেন না। তিনি মুশরিককে তাঁর 'ইল্ম দান করেন ন । তাহলে তোমরাকি বলতে পারো, কেন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর 'ইলম দান করলেন? কারণ হল, আমি শিরকের পথ পরিহার করে আমার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করেছি। আমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করি নাই। আর এই একত্ববাদের বিশ্বাস শুধু মাত্র আমাদের জন্য নয় বরং তা সকলের জন্য আবশ্যক। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

এখানে ইউসুফ (আঃ) সামান্য থেমে বললেন, তোমরা বল এটা জলের প্রভু, ওটা স্থলের প্রভু, এটা রিযিকের প্রভু, ওটা বৃষ্টির প্রভু। কিন্তু আমরা বলি, আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের প্রভু। (বলো), পৃথক পৃথক অনেক প্রভু ভাল, নাকি মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? কোথায় জল ও স্থলের প্রভু? কোথায় রিযিক ও বৃষ্টির প্রভু? দেখাও তো ভূমণ্ডলে তারা কী সৃষ্টি করেছে? আর নভোমণ্ডলেই বা তাদের কী অংশীদারিত্ব আছে?

লক্ষ করো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের দিকে, লক্ষ করো মানুষের দিকে, এগুলো আল্লাহ্রই সৃষ্টি। দেখাওতো, আল্লাহ ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে? কেমন তোমাদের জল ও স্থলের প্রভু, কেমন তোমাদের রিযিক ও বৃষ্টির প্রভু? এগুলো তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের মনগড়া কিছু নাম ছাড়া আর কিছু না। কর্তৃত্ব আল্লাহ্র, রাজত্ব আল্লাহ্র, যমীন আল্লাহ্র। অতএব তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত করো না। এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ)

(مَا) حرف النفى (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস (لَنَا) জর-মাজরূর মিলে مناسبا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে خبر كان হয়েছে। (أن) حرف

المصدر (نُشْرِك) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর نحن ফা'য়েল, (بالله) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে (من) অতিরিক্ত অব্যয়, (شَيْءٍ) মাফ'উলুন বিহী, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে اسم كان হয়েছে। পরিশেষে خبر كان ও اسم كان মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ)

শুরুতে هذه মুবতাদা উহ্য রয়েছে। (أَسْمَاءٌ) মাওছূফ, (سَمَّى) ফে'য়েল, (تم) মুয়াক্কাদ (ها) মাফ'উলুন বিহী, (أنتم) তাকীদ, তারপর তাকীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে মা'তুফুন আলাইহ, (و) হরফুল 'আতফ, (آبَاؤُكُمْ) মুরাক্কাবে ইদাফী হয়ে মা'তুফ, তারপর উভয়ে মিলে ফা'য়েল, ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিফাত হয়েছে। মাওছূফ ও ছিফাত মিলে খবর। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَيْفَ شَرَعَ يُوْسُفُ مَوْعِظَةَ التَّوْحِيْدِ؟

(٢) أَيُؤْتِي اللّٰهُ عِلْمَهُ الْمُشْرِكَ؟

(٣) مَنْ يُؤْتِ اللّٰهُ عِلْمَهُ؟

(٤) لِمَاذَا عَلَّمَ اللّٰهُ يُوْسُفَ تَأْوِيْلَ الرُّؤْيَا؟

(٥) أَيَجُوْزُ لِلنَّاسِ أَنْ يُّشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ؟

(٦) أَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِلْمُشْرِكِ؟

(٧) كَيْفَ عَرَفْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ الشِّرْكَ؟

(٨) مَا هِيَ الْمِلَّةُ الَّتِيْ اتَّبَعَهَا يُوْسُفُ؟

(٩) أَيَّةُ مِلَّةٍ تَتَّبِعُوْنَهَا؟

(١٠) أَتَتَّبِعُوْنَ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ؟

(١١) أَعْرِبْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى " ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٢)

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأْوِيْلًا - ব্যাখ্যা করা। صُلْبًا - (ض) শূলে চড়ানো। صَلِيْبٌ /خَارُوْقٌ - শূল। طَائِرٌ - ব-ব طِيَرٌ / طُيُوْرٌ - পাখি। سِجْنٌ -ব-ব سُجُوْنٌ - জেলখানা। سَجِيْنٌ - ব-ব سُجَنَاء - কয়েদী। إِقَامَةٌ - অবস্থান করা। مُقِيْمٌ - নিবাসী , অবস্থানকারী। مُسَافِرٌ - প্রবাসী। اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ- দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের বালাখানা। مُطَابَقَةٌ - সঙ্গতি পূর্ণ হওয়া, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। যথা طَابَقَ النَّعْلُ بِالنَّعْلِ - পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। تَطْبِيْقًا - সামঞ্জস্য বিধান করা। وَاقِعٌ - বাস্তব।

تَأْوِيْلُ الرُّؤْيَا

وَلَمَّا فَرَغَ يُوْسُفُ مِنْ مَوْعِظَتِهِ أَخْبَرَهُمَا بِتَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا قَالَ : أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ . وَقَالَ لِلْأَوَّلِ اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ . وَخَرَجَ الرَّجُلَانِ فَكَانَ الْأَوَّلُ سَاقِيًا لِلْمَلِكِ وَصُلِبَ الْآخَرُ ، وَنَسِىَ السَّاقِىْ أَنْ يَّذْكُرَ يُوْسُفَ عِنْدَ الْمَلِكِ . وَأَقَامَ يُوْسُفُ فِىْ السِّجْنِ سِنِيْنَ .

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

ইউসুফ (আঃ) উপদেশ শেষ করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, প্রথম জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে তার মনিবকে মদ পান করাবে। আর অপর জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, তাকে শুলে চড়ানো হবে, আর পাখিরা তার মাথা থেকে ঠুকরে ঠুকরে খাবে। তিনি প্রথম জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলবে। অবশেষে লোকদ্বয় কারাগার থেকে বের হল। প্রথম জন তার মনিবকে মদ পান করাল, অর্থাৎ মনিবের মদ পরিবেশক হল। আর অপর জনকে শুলিতে চড়ানো হল। কিন্তু সাকী তার মনিবের কাছে ইউসুফের কথা বলতে ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আঃ) বহু বছর কারাগারে থেকে গেলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(أَقَامَ يُوسُفُ فِى السِّجْنِ سِنِيْنَ)

(أَقَامَ) ফে'য়েল, (يُوسُفُ) ফা'য়েল (فِي السِّجْنِ) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক (سِنِيْنَ) মাফ'উলুন ফীহি হয়েছে।

পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মুতা'য়াল্লিক ও মাফ'উলুন ফীহি মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ أَخْبَرَ يُوسُفُ الرَّجُلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا ؟
(٢) مَتَى أَخْبَرَ هُمَا يُوسُفُ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا ؟
(٣) مَاذَا قَالَ يُوسُفُ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا هُمَا ؟
(٤) أَطَابَقَ التَّأْوِيلُ الْوَاقِعَ ؟
(٥) مَاذَا قَالَ يُوسُفُ لِلسَّاقِى ؟
(٦) أَذَكَرَ السَّاقِي يُوسُفَ عِنْدَ الْمَلِكِ ؟
(٧) لِمَاذَا لَمْ يَذْكُرِ السَّاقِى يُوسُفَ عِنْدَ الْمَلِكِ ؟
(٨) كَمْ سَنَةً أَقَامَ يُوسُفُ فِى السِّجْنِ ؟
(٩) أَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ فِى السِّجْنِ كَمَا أَحَبَّ يُوسُفُ ؟
(١٠) أَتَعْرِفُ أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٣)
শব্দ বিশ্লেষণ

سُنْبُلَةٌ ব-ব - মোটা। سِمَانٌ - سَمِيْنٌ (س) - মোটা হওয়া। سُنْبُلَاتٌ - শীষ। يَابِسَاتٌ ব-ব - يَابِسَةٌ - শুষক। حَقِيْقَةٌ ব-ব - حَقَائِقُ - বাস্তবতা عَلَيْهِ (ن) دَلَالَةً বাতলে দেওয়া। زَرْعًا (ف) - বপন করা। خَزَنًا (ن) - সঞ্চয় করা। عَجَفَاءُ - ব-ব عِجَافٌ - দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ। خُضْرٌ ব-ব خَضْرَاءُ - সবুজ। جُلَيْسٌ ব-ব جُلَسَاءُ - সভাসদ। إِشْفَاقًا (عَلَيْهِ) স্নেহ করা। تُشْفِقُ الْأُمُّ عَلَى الْأَوْلَادِ -মা সন্তানকে স্নেহ করেন। تَدْبِيْرًا - ব্যবস্থা করা। حَصَادًا (ن)- ফসল কাটা كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ - যেমন কর্ম তেমন ফল। قَحْطٌ - দুর্ভিক্ষ, আকাল, إِخْضَابًا - সবুজ শ্যামল হওয়া।

رُؤْيَا الْمَلِكِ

وَرَأى مَلِكُ مِصْرَ رُؤْيًا عَجِيْبَةً ـ رَأى فِى الْمَنَامِ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ـ وَيَأكُلُ هٰذِهِ الْبَقَرَاتُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ عِجَافٍ ـ وَرَأى الْمَلِكُ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ ـ تَعَجَّبَ الْمَلِكُ مِنْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا الْعَجِيْبَةِ وَسَأَلَ جُلَسَاءَهُ عَنْ تَأوِيْلِ الرُّؤْيَا ـ قَالُوْا : هٰذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ النَّائِمُ يَرٰى أشْيَاءَ كَثِيْرَةً لَاحَقِيْقَةَ لَهَا ـ وَلٰكِنْ قَالَ السَّاقِىْ : لَابَلْ أخْبِرُ كُمْ بِتَأوِيْلِ هٰذِهِ الرُّؤْيَا ـ

وَذَهَبَ السَّاقِىْ إِلَى السِّجْنِ وَسَأَلَ يُوْسُفَ عَنْ تَأوِيْلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ ـ كَانَ يُوْسُفُ جَوَّادًا كَرِيْمًا لَايَعْرِفُ الْبُخْلَ فَأخْبَرَ يُوْسُفُ بِالتَّأوِيْلِ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيْرِ ـ

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ ـ وَاتْرُكُوْا مَاحَصَدْتُمْ فِى سُنْبُلِهٖ إِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَأكُلُوْنَ وَيَكُوْنُ بَعْدَ ذٰلِكَ قَحْطٌ عَامٌّ تَأ كُلُوْنَ فِيْهِ مَاخَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا وَيَطُوْلُ هٰذَالْقَحْطُ إِلٰى سَبْعِ سِنِيْنَ ـ وَبَعْدَ ذٰلِكَ يَأتِى النَّصْرُ وَيُخْصِبُ النَّاسُ ـ وَذَهَبَ السَّاقِىْ وَأخْبَرَ الْمَلِكَ بِتَأوِيْلِ رُؤْيَاهُ ـ

রাজার স্বপ্ন

মিশরের রাজা এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্নে দেখল, সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গাভী সাতটি মোটা তাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে। সে আরও দেখল, সাতটি সবুজ শ্যামল ধানের শীষ ও সাতটি শুষক ধানের শীষ। রাজা এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে সভাসদদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করল। সভাসদ বৃন্দ বলল, এসব কিছু না, নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি নিদ্রা জগতে ভিত্তিহীন অনেক কিছুই দেখে থাকে। তখন সাকী বলল, না, বরং আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবো। অতঃপর সাকী কারাগারে গেল এবং ইউসুফকে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করল। ইউসুফ (আঃ) ছিলেন দানবীর, মহানুভব ও

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীল। তার মনে কৃপণতার কণা মাত্রও ছিলনা। তাই তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বাতলে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা সাত বছর চাষাবাদ করবে এবং সামান্য কিছু আহার হিসাবে গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট ফসল শীষসহ রেখে দিবে।" তারপর দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তখন সেই সঞ্চিত ফসল আহার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সামান্য কিছু বাকি রাখবে। এই দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হবে। অবশেষে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। তখন লোকেরা সমৃদ্ধশালী হবে। সাকী ফিরে এসে রাজাকে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(النَّائِمُ يَرَى أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً لَاحَقِيْقَةَ لَهَا)

(النَّائِمُ) - মুবতাদা, (يَرَى) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هُوَ ফা'য়েল, (أَشْيَاءَ) মাওছূফ, (كَثِيْرَةً) প্রথম ছিফাত, (لا) لنفى الجنس (حقيقة) তার ইসম (لَهَا) জর-মাজরূর মিলে مَوْجُوْدَةٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর , لا النافية للجنس তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে দ্বিতীয় ছিফাত । মাওছূফ ও উভয় ছিফাত মিলে مفعول به হয়েছে। অতঃপর ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়ে খবর হয়েছে। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا رَأَى مَلِكُ مِصْرَ فِى الْمَنَامِ؟

(٢) كَمْ بَقَرَةً رَأَى الْمَلِكُ فِى مَنَامِهِ؟

(٤) كَمْ بَقَرَةً كَانَتْ سَمِيْنَةً وَكَمْ بَقَرَةً كَانَتْ عِجَافًا؟

(٥) كَمْ سُنْبُلَةً كَانَتْ خُضْرًا وَكَمْ سُنْبُلَةً كَانَتْ يَابِسَةً؟

(٦) سَأَلَ الْمَلِكُ جُلَسَاءَهُ عَنْ تَأْوِيْلِ الرُّؤْيَا فَمَاذَا قَالُوْا؟

(٧) كَيْفَ دَلَّ يُوسُفُ عَلَى التَّدْبِيْرِ؟

(٨) مِمَّنْ تعلَّمَ يُوسفُ تَأْوِيلَ الرُّؤْيَا؟

(٩) كَيْفَ عَلِمَ السَّاقِى أَنَّ يُوسفَ يَعْرِفُ تأويلَ الرُّؤْيَا؟

(١٠) كَمْ سَنَةً يَطُوْلُ الْقَحْطُ وَمَاذَا يَحْدُثُ بَعْدَالْقَحْطِ؟

(١١) بِمَ يَتَعَلَّقُ الْجَارُ وَأَىّ مَاهُذِهِ فِى قَوْلِهِ "إِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَأْكُلُوْنَ"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٨)

শব্দ বিশ্লেষণ

تَدْبِيْرًا - চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা। السَّاقِىْ - শরাব পরিবেশক। صِدِّيْقُ - সত্যবাদী। إِشْتِيَاقًا (إِلَيْهِ) - আগ্রহী হওয়া। مُشْتَاقٌ - আগ্রহী। إِعْرَاضًا (عَنْهُ) বিমুখ হওয়া। تَخْلِيْصًا - খাঁটি করা। إِسْتِخْلَاصًا - নির্বাচন করা, একান্ত করে নেওয়া। إِخْلَاصًا - ভেজাল মুক্ত করা। صَدِيْقٌ مُخْلِصٌ -নিঃস্বার্থ বন্ধু। أَنَانِىٌّ - স্বার্থ পর। طُوْلًا (ن) - লম্বা হওয়া। إِطَالَةٌ - লম্বা করা। যথা أَطَالَ اللّٰهُ حَيَاتَكَ - আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

اَلْمَلِكُ يُرْسِلُ إِلٰى يُوْسُفَ

وَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ هٰذَا التَّأْوِيْلَ وَالتَّدْبِيْرَ فَرِحَ جِدًّا ـ وَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هٰذَا التَّأْوِيْلِ ـ وَقَالَ الْمَلِكُ : مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الْكَرِيْمُ الَّذِىْ نَصَحَ لَنَا وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيْرِ؟ قَالَ السَّاقِىْ: هٰذَا يُوْسُفُ الصِّدِّيْقُ، وَهُوَ الَّذِىْ أَخْبَرَ أَنِّيْ سَأَكُوْنُ سَاقِيًا لِسَيِّدِىْ الْمَلِكِ ـ وَاشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلٰى لِقَاءِ يُوْسُفَ ، وَأَرْسَلَ إِلٰى يُوْسُفَ وَقَالَ الْمَلِكُ : إِئْتُوْنِىْ بِهٖ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ -

ইউসুফ (আঃ) এর নিকট রাজার দূত প্রেরণ

রাজা স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যৎবাণী শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, কে এই ব্যাখ্যাকারী? কে এই মহৎ ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। তখন সাকী বলল, ইনি সেই সত্যবাদী ইউসুফ যিনি আমাকে রাজার সাকী হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী করিছিলেন। তখন রাজা ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহী হয়ে পড়লেন এবং লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত করে নেবো।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(اِئْتُوْنِىْ بِهٖ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ)

(ايت) ফে'য়েল, (الواو) ফা'য়েল, (ن) نون الوقاية (ى) মাফ'উলুন বিহী

(بـه) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে। (اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِى) মূলত ছিল, إن تأتوابه أستخلصه لنفسى ফে'য়েল, (أستخلصه) شرط محذوف إن تأتوابه জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে তার মধ্যে বিদ্যমান দমীর أنا ফা'য়েল, (ه) দমীর মাফ'উলুন বিহী, (لنفسى) জর-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে جواب الشرط, হয়েছে। পরিশেষে শর্ত ও জওয়াবুশ্ শর্ত মিলে جملة شرطية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ الْمَلِكُ لَمَّا سَمِعَ هٰذَا التَّأْوِيْلَ؟

(٢) هَلْ طَلَبَ الْمَلِكُ سَاقِيَهُ؟

(٣) لِمَاذَا طَلَبَ الْمَلِكُ سَاقِيَه؟

(٤) أَلِيَسْأَلَه عَنْ صَاحِبِ التَّأْوِيْلِ طَلَبَهُ؟

(٥) مَاذَا قَالَ السَّاقِىْ؟

(٦) أَ اشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلٰى لِقَاءِ يُوْسُفَ؟

(٧) لِمَ اشْتَاقَ الْمَلِكُ إِلٰى لقاءِ يُوْسُفَ؟

(٨) مَاذَا قَالَ الْمَلِكُ لِرَسُوْلِهِ؟

(٩) لِمَاذَا أَمَرَ الْمَلِكُ أن يَأْتِىَ بِيُوْسُفَ؟

(١٠) أُذْكُرْ مَكَانَةَ الإعرَابِ لِكَلِمَتِى "يُوْسُفُ الصِّدِّيْقُ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

قَصُرًا (ن) - খাটো হওয়া। تَقْصِيْرًا -খাটো করা। اِسْتِقْصَارًا - খাটো মনে করা। مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ لَغْطُهُ - বেশী কথা বললে বেশী ভুল হয়। إِقْتِصَارًا (عَلَيْه) - সীমাবদ্ধ করা। كَثْرَةً (ك) -বৃদ্ধি পাওয়া। إِكْثَارًا - বৃদ্ধি করা। أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ - মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো। قَضِيَّةٌ - ব-ব قَضَايَا বিষয়, সমস্যা (ض)

قُضَاةٌ -বিচারক। قَاضٍ - ব-ব - قَضَاءٌ ফয়সালা করা (قَضَى عَلَيْه) ধ্বংস করা। مُنْتَظِرٌ - অপেক্ষ মান। اِنْتِظَارًا অপেক্ষা করা। اَلاِنْتِظَارُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوتِ অপেক্ষার কষ্ট মৃত্যুর কষ্টের চেয়ে কষ্টদায়ক। تَفْتِيشًا অনুসন্ধান করা।

يُوسُفُ يَسْأَلُ التَّفْتِيشَ

وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ! مَارَضِيَ يُوسُفُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ هٰكَذَا ـ وَيَقُولُ النَّاسُ : هٰذَا يُوسُفُ! هٰذَا كَانَ أَمْسِ فِي السِّجْنِ ، إِنَّه خَانَ الْعَزِيْزَ ـ إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيْرَ النَّفْسِ أَبِيًّا إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيْرَ الْعَقْلِ ذَكِيًّا

لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسُفَ فِي السِّجْنِ وَجَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ : إِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ وَيَنْتَظِرُكَ لَأَسْرَعَ هٰذَا الرَّجُلُ إِلَى بَابِ السِّجْنِ وَخَرَجَ ـ وَلٰكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْرَعْ ـ وَلٰكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ بَلْ قَالَ لِرَسُولِ الْمَلِكِ : أَنَا أُرِيْدُ التَّفْتِيشَ أَنَا أُرِيْدُ الْبَحْثَ عَنْ قَضِيَّتِي ـ

وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسُفَ ، وَعَلِمَ الْمَلِكُ وَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِيْئٌ ، وَخَرَجَ يُوسُفُ بَرِيْئًا وَأَكْرَمَهُ الْمَلِكُ ـ

ইউসুফের তদন্দ দাবী

রাজার দূত ইউসুফের নিকট এসে বলল, রাজা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) সহসায় যেতে অসম্মতি জানালেন। কারণ লোকেরা সমালোচনা করে বেড়াবে, এতো সেই ইউসুফ, যে ইতিপূর্বে রাজার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করায় কারাগারে ছিল। ইউসুফ (আ.) আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানও অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। যদি কারাগারে ইউসুফের স্থলে অন্য কেউ হত আর রাজার দূত এসে বলত, রাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে সে অবিলম্বে কারাগার ত্যাগ করত। কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাড়াহুড়া না করে দূতকে বললেন, আমি জেলে

থাকার সঠিক তদন্ত চাই। রাজা ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে তদন্ত করে জানতে পারলেন এবং সকল মানুষ জানল, ইউসুফ (আ.) নির্দোষ। ফলে ইউসুফ (আ.) নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে বের হলেন এবং রাজা তাকে স্বসম্মানে বরণ করে নিলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كَبِيرَ النَّفْسِ أَبِيًّا)

(إن) حرف مشبه بالفعل (يُوسُفُ) ইসম, (كَان) ফে'য়েলে নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর كان -এর ইস্‌ম, (كَبِيرَ النَّفْسِ) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে প্রথম খবর (أبيا) দ্বিতীয় খবর। অতঃপর كان তার ইস্‌মও উভয় খবরকে নিয়ে إن এর খবর হয়েছে।

পরিশেষে إسم ان ও خبر إن মিলে জুমলায়ে ইস্‌মিয়া হয়েছে।

(خرج يوسف بريئا)

(خرج) ফে'য়েল, (يُوسُف) সাহেবুল হাল, (بَرِيئًا) হাল, তারপর হাল ও সাহেবুল হাল মিলে ফা'য়েল হয়েছে। অবশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا قَالَ رَسُولُ الْمَلِكِ لِيُوسُفَ؟

(٢) أَرَضِيَ يُوسُفُ أَن يخرجَ مِنَ السِّجْنِ بِلَاتَفْتِيشٍ؟

(٣) لِمَاذا لَمْ يَرضَ يُوسُفُ أن يخرُجَ مِن السِّجنِ بِلاَ تَفْتِيشٍ؟

(٤) أَ خَافَ يُوسُفُ أن يتَّهِمَهُ النَّاسُ غَدْرًا بِالْخِيَانَةِ؟

(٥) أَ طَلَبَ يُوسُفُ الْبَحْثَ عَنْ قَضِيَّتِهِ؟

(٦) لَوْ كَانَ أَحَدُ مَكَانَ يُوسفَ فِى السِّجْنِ وَطلبَهُ الْمَلِكُ فَمَاذَا فَعَلَ؟

(٧) هَلْ أَسْرَعَ يُوسُفُ لِيَخْرُجَ مِنَ السِّجْنِ؟

(٨) مَاذَا قَالَ يُوسُفُ لِرَسُولِ الْمَلِكِ؟

(٩) هَلْ عَرفَ النَّاسُ أَنَّ يُوسُفَ بَرِئَ وأَنَّهُ دَخَلَ السِّجْنَ مَظْلُومًا؟

(١٠) أَ فَهِمَ الْجَمِيعُ أن امرَأَةَ الْعَزِيزِ هِى الَّتِى كَانَتْ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৬)
শব্দ বিশ্লেষণ

خَزِيْنَةٌ - ব-ব خَزَائِنُ - ধন ভাণ্ডার। ضَائِعَةٌ - (ض) ضِيَاعًا - নষ্ট হওয়া। - বিনষ্ট, ধ্বংসশীল। أَمِيْرٌ - ব-ব أُمَرَاء - বাদশা, শাসক حَفِيْظٌ - রক্ষক। اِنْتِفَاعًا - উপকৃত হওয়া। اِسْتِحْيَاء লজ্জাবোধ করা। عَارٌ - লজ্জার বিষয়। عَدِيْمُ الْحَيَاءِ - (س) حَمْدًا। مُسْتَرَاحٌ টয়লেট। اِسْتِرَاحَةٌ - বিশ্রাম করা। يَالَلْعَارِ! - কী লজ্জা! নির্লজ্জ مَنْ مَدَحَ أَمَامَهُ فَقَدْ ذَ بَحَهُ بِلَا سِكِّيْنٍ - (ن) مَذَمَّةٌ - নিন্দা করা। প্রশংসা করা। কারো সামনে প্রশংসা করার অর্থ তাকে ছুরি বিহীন জবাই করা।

عَلٰى خَزَائِنِ الأَرْضِ

وَكَانَ يُوْسُفُ يَعْلَمُ أَنَّ الأَمَانَةَ قَلِيْلَةٌ فِى النَّاسِ ـ وَكَانَ يُوسُفُ يَعلَمُ أَنَّ الخِيَانَةَ كَثِيْرَةٌ فِى النَّاسِ ـ وَكَانَ يُوسُفُ يَرٰى أَنَّ النَّاسَ يَخُونُوْنَ فِى أَمْوَالِ اللّٰهِ ـ وَكَانَ يَرٰى أَنَّ فِى الْأَرْضِ خَزَائِنَ كَثِيْرَةً وَلٰكِنَّهَا ضَائِعَةٌ ـ إِنَّهَا ضَائِعَةٌ لِأَنَّ الأُمَرَاء لَايَخَافُوْنَ اللّٰهَ فِيْهَا ـ فَتَأْكُل كِلَابُهُمْ وَلَايَجِدُ النَّاسُ مَايَأْكُلُوْنَ ـ

وَتَلْبَسُ يُيُوْتُهُمْ وَلَايَجِدُ النَّاسُ مَايَلْبَسُوْنَ ـ

وَلَا يَنْفَعُ النَّاسَ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ كَانَ حَفِيْظًا عَلِيْمًا ـ وَمَنْ كَانَ حَفِيْظًا وَمَا كَانَ عَلِيْمًا لَايَعْلَمُ أَيْنَ خَزَائِنُ الأَرْضِ وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا ـ وَمَنْ كَانَ عَلِيْمًا وَمَا كَانَ حَفِيْظًا يَأْكُلُ مِنْهَا وَيَخُوْنُ فِيْهَا ـ

وَكَانَ يُوْسُفُ حَفِيْظًا عَلِيْمًا ـ وَكَانَ يُوْسُفُ لَايُرِيْدُ أَن يَتْرُكَ الأُمَرَاءَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ لَايَقْدِرُ أَن يَّرٰى النَّاسَ يَجُوْعُونَ وَيَمُوتُوْنَ ـ وَكَانَ يُوسُفُ لَايَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ

ـ فَقَالَ لِلْمَلِكِ : اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّى حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ" ـ وَهٰكَذَا كَانَ يُوْسُفُ أَمِيْنًا لِخَزَائِنِ مِصْرَ ـ وَاسْتَرَاحَ النَّاسُ جِدًّا وَحَمِدُوا اللّٰهَ ـ

দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ

ইউসুফ (আ.) জানতেন যে, মানুষের মাঝে আমানত হ্রাস পেয়েছে এবং খেয়ানত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি দেখতেন, মানুষ আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদের অপব্যবহার করছে। তিনি আরও দেখতেন, দেশে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হচ্ছে। কেননা শাসকগণ মাল খরচ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না। তাই তাদের কুকুরগুলো তৃপ্তি ভরে খায়, কিন্তু মানুষ জীবন ধারণের আহার টুকুও পায় না। তাদের বাড়ি-ঘর সজ্জিত থাকে, কিন্তু মানুষ পরিধানের বস্ত্রটুকুও পায়না।

রক্ষকও জ্ঞানী ছাড়া দেশের ধনভাণ্ডার দ্বারা মানুষের উপকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা কেউ যদি রক্ষক হয়, কিন্তু জ্ঞানী না হয় সে ধনভাণ্ডারের খোঁজ পাবে না এবং তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। আবার কেউ যদি জ্ঞানী হয় কিন্তু রক্ষক না হয়, সে সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে খেয়ানত করবে। ইউসুফ (আ.) ছিলেন জ্ঞানী ও রক্ষক।

শাসকরা মানুষের সম্পদ আত্মাসাৎ করবে, আর মানুষ অনাহারে মারা যাবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইউসুফ (আ.) সত্য প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি রাজাকে বললেন, আমাকে ধনভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি জ্ঞানী ও রক্ষক।

এভাবে ইউসুফ (আ.) দেশের ধন ভাণ্ডারের শাসক নিযুক্ত হলেন। ফলে লোকেরা স্বস্তি পেল এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ يُوْسُفُ لَا يَقْدِرُ أَن يَّرٰى النَّاسَ يَجُوْعُوْنَ وَيَمُوْتُوْن)

(واو) استئنافية (كان) ফে'য়েলে নাকিছ, (يوسف) তার ইসম, (لا) حرف النفى (يرى) حرف المصدر (أن) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল (يقدر) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল (الناس) ছাহেবুল হাল, (يجوعون) জুমলা হয়ে معطوف عليه (واو) حرف العطف (يموتون) জুমলা হয়ে معطوف অতঃপর মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে হাল, এবং হাল ও সাহেবুল হাল মিলে مفعول به হয়েছে। তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা

হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে يقدر ফে'য়েলের مفعول به হয়েছে। পুনরায় ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়ে كان এর খবর হয়েছে। পরিশেষে كان তার اسم ও خبر কে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَيْفَ كَانَتِ الأَمَانَةُ فِى النَّاسِ؟

(٢) أَ كَانَتِ الأَمَانَةُ كَثِيْرَةً؟

(٣) كَيْفَ كَانَتِ الخِيَانَةُ فِى النَّاسِ؟

(٤) أَ كَانَتِ الخِيَانَةُ قَلِيلَةً ؟

(٥) أَأَمْنَاءَ كَانَ النَّاسُ أَمْ خَائِنِيْنَ؟

(٦) لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَتْ تَضِيْعُ الْخَزَائِنُ؟

(٧) مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ؟

(٨) أَيَنْفَعُ الجَاهِلُ الأَمِيْنُ النَّاسَ؟

(٩) مَتَى يَنْفَعُ العَالَمُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ؟

(١٠) أَيُمْكِنُ لِلأَمِيْرِ أَن يَنْفَعَ النَّاسَ بِلاَ عِلْمٍ وَأَمَانَةٍ؟

(١١) مَاذَا قَالَ يُوْسُفُ لِلْمَلِكِ بَعْدَ أَنْ رَأَى حَالَ الأُمَرَاءِ؟

(١٢) أَ كَانَ يُوسفُ يَسْتَحْيِ أَن يُظْهِرَ الْحَقَّ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

إِنْكَارًا - অস্বীকার করা, অজ্ঞতা প্রকাশ করা। مُنْكِرٌ - অস্বীকার কারী। مُنْكَرٌ - গর্হিত কাজ। ظَنًّا (ن) ধারণা করা। ظَنُّوا - ধারণাতীত। لَايُتَصَوَّرُ - তার ধারণা মতে। عَلَى ظَنِّهِ - ধারণাতীত। قَحْطٌ/مَجَاعَةٌ - দুর্ভিক্ষ। عَامُ الْمَجَاعَةِ - দুর্ভিক্ষের বছর।

أَمْرُ (ف) فَضَحًا - কলংকিত করা। بِالمؤمنينَ خَيْرًا - মুমিনের প্রতি সুধারণা রাখ। وَالبَدْرُ فِيه كَلَفٌ يُعْرَفُ - চাঁদের ও কলংক আছে। فَاضِحٌ - কলংকজনক ব্যাপার। اِنْتِقَامًا প্রতিশোধ নেওয়া।

جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ

وَكَانَ فِى مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ يُوسُفُ، وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِى مِصْرَ رَجُلًا رَحِيمًا ـ وَأَنَّ فِى مِصْرَ جَوَّادًا كَرِيمًا وَهُوَ عَلٰى خَزَائِنِ الأَرْضِ ـ وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلٰى مِصْرَ بِالْمَأْلِ لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ ـ وَبَقِىَ بِنْيَامِيْنُ عِنْدَ وَالِدِهِ، لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يُحِبُّهُ جِدًّا ـ وَمَا كَانَ يُرِيْدُ أَن يَبْعُدَ عَنْهُ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَخَافُ عَلٰى يُوسُفَ ـ

وَتَوَجَّهَ إِخْوَةُ يُوسفَ إِلٰي يُوسفَ وَهُم لَايَعْرِفُونَ أَنَّه أَخُوهُم يُوسفُ وَهُمْ لَايَعرِفُونَ أَنَّه يُوسفُ الَّذى كَانَ فِى البِئرِ ـ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّه قَدمَاتَ ، وَكَيفَ لَايَمُوتُ وَقَد كَانَ فِى البِئرِ ـ كَانَ فِى الْبِئْرِ وَكَانتِ البِئْرُعَمِيقَةً ـ وَكَانتِ الْبِئْرُ فِى الغَابَةِ وَكَانَتِ الغَابَةُ مُوحِشَةً ـ وَكَانَ ذَالِكَ فِى اللَّيْلِ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا ـ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ـ

كَانُوا مُنْكِرِيْنَ لِيُوسفَ لَايَعْرِفُونَه وَلٰكِن مَاأَنْكَرَهُمْ يُوسفُ بَلْ عَرفَهُم ـ عَرَفَ يُوسُفُ أَنَّ هٰؤلَآءِ هُمُ الَّذِيْنَ كَانُوا يُرِيْدُوْنَ قَتْلَهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَفِظَهُ ـ وَلٰكِنَّ يُوْسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَفْضَحْهُمْ ـ

ইউসুফ (আ.) এর নিকট ভাইদের আগমন

ইউসুফ (আ.) এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মিসর ও সিরিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইয়া'কুব (আ.) ও সিরিয়াবাসী জানতে পারল যে, মিসরে এক মহানুভব ও

দানশীল লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, আর তিনি হচ্ছেন দেশের ধনভাণ্ডারের অধিপতি। লোকেরা তার কাছে গিয়ে খাদ্য-সামগ্রী আনছে। ফলে ইয়া'কুব (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে কিছু অর্থ দিয়ে মিসর পাঠালেন। বিনয়ামীন পিতার নিকট রয়ে গেল। কেননা ইয়া'কুব (আ.) তাকে খুব ভালবাসতেন এবং পিতা থেকে তার দূরে থাকা পছন্দ করতেন না। ইয়া'কুব (আ.) তাঁর ব্যাপারে খুব আশংকা করতেন, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে আশংকা করতেন।

ভায়েরা ইউসুফের নিকট রওয়ানা হল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, তিনি তাদেরই ভাই ইউসুফ। তাদের জানা ছিল না যে, ইনিই সেই ইউসুফ যাকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল ইউসুফ মারা গেছে। আর মারা যাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা সে ছিল গভীর কূপে, আর কূপটি ছিল বিজন বনে। আর ঘটনাটি ঘটেছিল অন্ধকার রাত্রিতে। ভায়েরা এসে ইউসুফের সাথে সাক্ষাৎ করল। ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না।"

তারা ইউসুফকে চিনতে পারেনি, কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনতে পেরেছেন। ইউসুফ (আ.) চিনতে পেরেছেন, এরাই তাঁকে হত্যার চেষ্টা করত, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাদেরকে ওসব কোন কথা বললেন না এবং তাদেরকে অপমান করলেন না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(كَانَ فِى مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ يُوسُفُ)

(كان) ফে'য়েলে তাম অর্থে ظهر (فى) হরফুল জর, (مِصْر) মা'তুফুন 'আলাইহি (و) হরফুল 'আত্ফ (الشَّام) মা'তুফ, তারপর মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে মাজরূর, এবং জার-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লিক, (مجاعة) ফা'য়েল, (ك) হরফুল জর, (ما) حرف المصدر (أخبر) ফে'য়েল, (يوسف) ফা'য়েল, তারপর উভয় মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ما দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর হয়েছে। জর মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লিক, পরিশেষে ফে'য়েলে তাম তার ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লিককে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) أَ كَانَ فِى مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ يُوسُفُ؟

(٢) مَاذَا سَمِعَ يَعْقُوبُ وَأَهْلُ الشَّامِ؟

(٣) لِمَاذَا أَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ؟

(٤) هَلْ ذَهَبَ بِنْيَامِيْنُ مَعَ إِخْوَتِهِ إِلَى مِصْرَ؟

(٥) لِأيِّ شَيءٍ بَقِيَ بِنْيَامِيْنُ عِنْدَ وَالِدِهِ؟
(٦) هَلْ عَرَفَ يُوْسُفُ إِخْوَتَهُ؟
(٧) هَلْ عَرَفَ الإِخْوَةُ يُوسُفَ ؟
(٨) أ انْتَقَمَ يُوسفُ مِمَّن أرَادُوا قَتْلَهُ؟
(٩) مَاذَا كُنتَ تَفْعَلُ لَوْ عَامَلَكَ أحَدُ مُعَامَلَةَ يُوْسُفَ؟
(١٠) أيْنَ صَاحِبُ الْحَالِ وَبِمَ يَتَعَلَّقُ الجَارُفِي هٰذِهِ الجُمْلَةِ" "وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٨)

শব্দ বিশ্লেষণ

مُمْتَحِنٌ - পরীক্ষা করা। اِمْتِحَانًا - পরীক্ষা। اِمْتِحَانَاتٌ ব-ব - اِمْتِحَانٌ عِنْدَ الامْتِحَانِ يُكْرَمُ - পরীক্ষক। أدّى الامْتِحَانَ - পরীক্ষা দিয়েছে। تَرَشُّحًا - الرَّجُلَ أوِيُهَان পরীক্ষায় মানুষ সম্মানিত বা অপমাণিত হয়। পরীক্ষা দেওয়া। اَلْاِمْتِحَانُ السَّنَوِيُّ - পরীক্ষার্থী। مُتَرَشِّحٌ - বার্ষিক পরীক্ষা। اِمْتِحَانُ الْاِلْتِحَاقِ - পরীক্ষার হল। قَاعَةُ الاِمْتِحَانَاتِ - ভর্তি পরীক্ষা। رَسَبَ فِي الامْتِحَان - (ن) رُسُوْبًا - অকৃতকার্য হওয়া। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল। بَيَانُ الْفَحْصِ نَتَائِجُ الْاِمْتِحَانِ পরীক্ষার ফল। الطِّبِّيّ - ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট। مُرَاقِبُ الْامْتِحَان পরীক্ষা পর্যবেক্ষক। أمْتِعَةٌ (ج) مَتَاعٌ - আসবাবপত্র।

بين يوسف وإخوته

وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ وَقَالَ لَهُمْ : مِنْ أيْنَ أنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ كِنْعَانَ!
قَالَ مَن أبُوكُمْ؟ قَالُوا: يَعقُوبُ بْنُ إسْحاقَ بْنِ إبْرَاهِيْمَ - (عَلَيْهِمُ الصَّلواتُ وَالسَّلامُ)- قَالَ: هَلْ لَكُمْ أخٌ آخَرُ؟ قَالُوا: نَعَمْ! لَنَا أخٌ اسْمُهُ بِنْيَامِيْنُ! قَالَ: لِمَاذَا مَا جَاءَ مَعَكُمْ: ؟
قَالُوا: لِأنَّ وَالِدَنَا لَايَتْرُكُهُ وَلَايُحِبُّ أن يَبْعُدَ عَنْهُ .
قَالَ لأيِّ شَيءٍ لَايَتْرُكُهُ هَلْ هُوَ وَلَدٌ صَغِيْرٌ جِدًّا؟ قَالُوا: لَا وَلٰكِنْ كَانَ لَهُ أخٌ اسْمُهُ يُوسُفُ . ذَهَبَ مَعَنَامَرَّةً وَذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ

وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ـ وَضَحِكَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا ـ

وَاشْتَاقَ يُوسُفُ إِلَى أَخِيهِ بِنْيَامِينَ ، وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَمْتَحِنَ يَعْقُوبَ مَرَّةً ثَانِيَةً ـ فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسُفُ بِالطَّعَامِ ـ وَقَالَ لَهُمْ : ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ وَلَاتَجِدُونَ طَعَامًا إِذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ ـ وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَا لِهِمْ فَوُضِعَ فِي مَتَاعِهِمْ ـ

ইউসুফ ও তার ভাইদের মাঝে আলাপ-আলোচনা

ইউসুফ (আ.) ভাইদের কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথেকে এসেছো? তারা উত্তর দিল, কেনান থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা উত্তর দিল, ইয়া'কুব ইবনে ইব্‌রাহীম (আ.)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি আর কোন ভাই আছে ? তারা বলল, হ্যাঁ, বিনয়ামীন নামে আমাদের আরেক ভাই আছে। ইউসুফ (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে তোমাদের সাথে আসেনি কেন? তারা বলল, তার পিতা তাকে আসতে দেয়নি। তিনি তার থেকে বিনয়ামীনের দূরে যাওয়া পছন্দ করেন না। ইউসুফ (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আসতে দেয়নি, সে কি ছোট শিশু ? তারা বলল, না, তা নয়। তবে ইউসুফ নামে তার এক ভাই ছিল। সে একবার আমাদের সাথে গিয়েছিল। তাকে ছামানের কাছে রেখে আমরা প্রতিযোগীতায় গিয়েছিলাম, তখন নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। তাদের কথা শুনে ইউসুফ (আ.) মনে মনে হাসলেন, কিন্তু তাদেরকে কিছুই বললেন না। ইউসুফ (আ.) বিনয়ামীনকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহী হয়ে পড়লেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়া'কুব (আ.) কে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় ফেলতে চাইলেন। ইউসুফ (আ.) তাদেরকে খাদ্য-সামগ্রী দেওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন, তোমাদের পিতা থেকে তোমাদের ভাইকে নিয়ে আসবে, তা না হলে খাবার পাবে না। ইউসুফ (আ.) তাদেরকে মূল্য দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাদের রসদ পত্রের মধ্যে মূল্য রেখে দেওয়া হল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ)

উপরোক্ত বাক্যটি মূলত مِنْ أَيْنَ قَادِمُونَ أَنْتُمْ ছিল। (من) হরফুল জর (أين) মাজরূর, জর ও মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে

অগ্রবর্তী খবর। (أنتم) পশ্চাৎবর্তী মোবতাদা। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(اِيتُونِىْ بِأخٍ لَكُمْ مِنْ أبِيكُمْ)

(ايت) ফে'য়েল, (الواو) ফা'য়েল, (نون الوقاية) (الياء) মাফ'উলুন বিহী, (ب) অতিরিক্ত অব্যয় (أخ) মাওছূফ, (لكم) জর-মাজরুর মিলে معدود শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে ছিফাত হয়েছে। তারপর মাওছূফ- ছিফাত মিলে দ্বিতীয় মাফ'উলুন বিহী, (من) হরফুল জর (أبيكم) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে মাজরূর হয়েছে। জর মাজরূর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। অবশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মুতা'য়াল্লিক ও উভয় মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا سَأَلَ يُوسفُ إخْوتَهُ وَمَاذَا أجَابُوا؟

(٢) إلَى مَنْ اشْتَاقَ يُوسُفُ؟

(٣) بِمَ أمَرَ هُم يُوسُفُ؟

(٤) أيْنَ وَضَعَ مَالَهُمْ؟

(٥) مَاذَا شَرَطَ يُوسُفُ إخْوَتَهُ لِيَجِدُوا الطَّعَامَ؟

(٦) مَاذَا تَقْرَؤُونَ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ أسْمَاءَ الأنبِيَاءِ؟

(٧) مَاذَا تَقْرَؤُونَ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ أسْمَاءَ الصَّحَابَةِ؟

(٨) مَاذَا تَقْرَؤُونَ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ أسْمَاءَالعُلَمَاءِ الأحْيَاءِ؟

(٩) مَاذَا تَقْرَؤُونَ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ أسْمَاءَ الْعُلَمَاءِ الأمْوَاتِ؟

(١٠) مَاذَا تَقْرَؤُونَ عِنْدَ مَا تَسْمَعُونَ اسْمَ صَحَابِيٍّ أمْ صَحَابِيَّةٍ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

خَيْرٌ - কল্যাণ, সম্পদ। شَرٌّ - অকল্যাণ। حَقٌّ - ব-ব حُقُوقٌ - অধিকার। مَضَادٌّবিপরীত। مُعَاهَدَة - অঙ্গিকার করা। أمَانَةٌ (س) -ভরসা করা।

رَدًّا (ن) - ফেরত দেওয়া, উত্তর দেওয়া لَايُرَدُّ لَتَقْدِيْرُ ।تَفَرُّقًا বিভিন্ন হওয়া। অদৃষ্টের লিখন খণ্ডিত হয় না। وَكِيْلٌ - সাক্ষী, কর্ম বিধায়ক। ثَمَنٌ - ব-ব أَثْمَانٌ - মূল্য, اَلْعِلْمُ ثَرْوَةٌ لَاتُقَدَّرُ بِالْأَثْمَانِ বিদ্যার ধন অমূল্য ধন। شرطا (ن) শর্ত আরোপ করা। تقديرا নির্ধারণ করা।

بَيْنَ يَعْقُوْبَ وَأَبْنَائِهِ

وَرَجَعُوا إِلٰى أَبِيْهِمْ وَأَخْبَرُوهُ بِالْخَبَرِ وَقَالُوْا لَهُ: أَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا وَإِلَّا لَانَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيْزِ وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوْبَ بِنْيَامِيْن ـ وَقَالُوا: (إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ) قَالَ يَعْقُوْبُ: هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلٰى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ"ـ هَلْ نَسِيْتُمْ قِصَّةَ يُوْسُفَ؟ أَتَحْفَظُوْنَ بِنْيَامِيْنَ كَمَا حَفِظْتُمْ يُوْسُفَ؟ (اَللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَأَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ) وَوَجَدُوا مَالَهُمْ فِى مَتَاعِهِمْ ـ فَقَالُوْا لِأَبِيْهِمْ :

إِنَّ الْعَزِيْزَ رَجُلٌ كَرِيْمٌ ـ قَدْ رَدَّ مَالَنَا ـ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَّا ثَمَنًا ـ أَرْسِلْ مَعَنَا بِنْيَامِيْنَ نَأْخُذْ حَقَّهُ أَيْضًا ـ قَالَ لَهُمْ يَعْقُوْبُ : لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰي تُعَاهِدُوا اللّٰهَ أَنَّكُمْ تَرْجِعُوْنَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْلَبُوْا عَلٰى أَمْرِكُمْ ـ وَعَاهَدُوا اللّٰهَ وَقَالَ يَعْقُوْبُ : (اَللّٰهُ عَلٰى مَانَقُوْلُ وَكِيْلٌ " وَقَالَ يَعْقُوْبُ لِبَنِيْهِ" (يَابَنِيَّ لَاتَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ)

ইয়া'কুব (আ.) ও ছেলেদের মাঝে কথাবার্তা

ছেলেরা পিতার নিকট ফিরে এসে বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, আমাদের ভাই বিনয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠান। অন্যথায় আমরা বাদশার কাছে উত্তম কিছু পাবনা। তারা হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতার নিকট বিনিয়ামীনকে চাইল। "ইয়া'কুব (আ.) বললেন, "আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভায়ের ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম?"

তোমরা কি ইউসুফের ঘটনা ভুলে গিয়েছো? তোমরা কি বিনিয়ামীনকে ইউসুফের মত হেফাজত করবে ?" আল্লাহ্ই সর্বোত্তম হেফাজতকারী ও সর্বাধিক দয়ালু।"

তারা ছামানের মধ্যে তাদের অর্থ ফেরত পেয়ে পিতাকে বলল, নিশ্চয় মিসর অধিপতি মহৎ লোক। তিনি আমাদের অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদি বিনিয়ামীনকে আমাদের সঙ্গে পাঠান তাহলে তার অংশও পাবো। ইয়া'কুব (আ.) বললেন, "তোমরা অপারক না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিয়ে ফিরে আসবে," যতক্ষণ আল্লাহ্র সাথে এই অঙ্গিকার না করছো ততক্ষণ আমি কিছুতেই তাকে পাঠাবোনা। তখন তারা আল্লাহ্র সঙ্গে ও'য়াদা করল। ইয়া'কুব (আ.) বললেন, "আমরা যা বললাম আল্লাহ্ তার সাক্ষী।" (যাওয়ার সময়) ইয়া'কুব (আ.) ছেলেদেরকে বলে দিলেন, "বাবারা! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا)

(ف) حرف تحسين (اللّٰه) মুবতাদা, (خَيْر) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর ممیز (حافظا) শব্দটি (حفظ অর্থে) تَمْيِيز হয়েছে। তারপর তামীয ও মুমায়্যায মিলে ফা'য়েল হয়েছে। শিবহুল ফে'য়েলও ফা'য়েল মিলে শিবহুল জুমলা হয়ে খবর হয়েছে। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(أيضا)

(أيضا) শব্দটি মূলত أض أيضا ছিল। (أض) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর ফা'য়েল, أيضا মাফ'উলে মুতলাক, পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ الإِخْوَةُ بَعْدَ أَن رَجَعُوا إِلَى الْبَيْتِ؟

(٢) مَاذَا أَجَابَ يَعقُوبُ لَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ بِنْيَامِيْنَ؟

(٣) مَاذَا قَالَ الإِخْوة لَمَّا وَجَدُوا مَالَهُمْ فِى مَتَاعِهِمْ؟

(٤) أ وَعَدُوْهُ أَنْ يَحْفَظُوا بِنْيَامِيْنَ؟

(٥) مَاذَا نَصَحَ يَعقُوبُ لأبنَائِهِ حِيْنَ خَرَجُوا مِنَ الْبَيْتِ؟

(٦) أَدْخَلَ الْجَمِيْعُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ؟

(٧) أمِنَ بَابٍ وَاحِدٍ دَخَلُوا أمْ مِنْ أبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ؟
(٨) مَاذَا شَرَطَ يَعْقُوبُ لِيُرسِلَ بِنْيَامِيْنَ مَعَ الإخْوَةِ؟
(٩) بَيِّنْ خَبَرَ إنَّ وَمُتَعَلِّقَ الجَارِ وَالمَجْرُوْرِ فِى قَولِهِ" إنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ"
(١٠) أوْضِحِ الْفَرْقَ بَيْنَ حَتّٰى وَإلٰى؟
(١١) أُذْكُرْ كَلِمَةً مضَادَّةً لِكَلِمَةِ "مُتَفَرِّقَة"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

أبْوَابٌ ব-ব - بَابٌ । إنْزَالًا - অবতরণ করানো । (ض)نُزُوْلًا - অবতরণ করা । إمْكَانًا সম্ভব - مَنْ قَرَعَ الْبَابَ دَخَلَ । চেষ্টা করলে সফল হয় । দরজা । حَبْسًا (ض) -আটক করা । أذَانًا - ঘোষণা করা । إلْتِفَاتًا - ফিরে তাকানো । (ف) بُهْتَانًا । صُوَاعٌ - পাত্র । أحْمَالٌ - ব-ব - حَمْلٌ - বোঝা -অপবাদ দেওয়া । وَحِيْدٌ - নিঃসঙ্গ । اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ - মন্দ লোকের সঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতা ভাল । إنَاءٌ - ব-ব - أوَانٍ - পাত্র । صِغَرٌ - শৈশব । كِبَرٌ - বার্ধক্য । كَهُوْلَةٌ - প্রৌঢ়ত্ব । فُقْدَانًا (ض) হারানো ।

بِنْيَامِيْنُ عِنْدَ يُوْسُفَ

وَدَخَلَ الإخْوَةُ مِنْ أبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ كَمَا أمَرَهُمْ أبُوْهُمْ وَوَصَلُوْا إلٰى يُوْسُفَ ـ وَلَمَّا رَأى يُوْسُفُ بِنْيَامِيْنَ فَرِحَ جِدًّا وَأنْزَلَهُ فِى بَيْتِهِ ـ وَقَالَ يُوْسُفُ لِبِنْيَامِيْنَ (إنِّى أنَا أخُوْكَ) وَاطْمَأنَّ بِنْيَامِيْنُ ـ وَلَقِىَ يُوْسُفُ بِنْيَامِيْنَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيْلٍ فَذَكَرَ أمَّهُ وَأبَاهُ وَذَكَرَ صِغَرَهُ ـ

وَأرَادَ يُوْسُفُ أنْ يَّبْقٰى عِنْدَهُ بِنْيَامِيْنَ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُكَلِّمُهُ وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ ـ وَلٰكِنْ كَيْفَ السَّبِيْلُ إلٰى ذٰلِكَ وَبِنْيَامِيْنُ رَاجِعٌ غَدًا إلٰى كِنْعَانَ؟ وَكَيْفَ السَّبِيْلُ إلٰى ذٰلِكَ وَالإخْوَةُ عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلٰى أن يَّرْجِعُوْابِهِ مَعَهُمْ؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوْسُفَ

أنْ يَحْبِسَ بِنْيَامِيْنَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ ؟ وَيَقُوْلُ النَّاسُ: قَدْ حَبَسَ الْعَزِيْزُ عِنْدَهُ كِنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ ـ إنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

وَلٰكِنَّ يُوْسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا ـ كَانَ عِنْدَ يُوْسُفَ إنَاءٌ ثَمِيْنٌ ـ وَكَانَ يَشْرَبُ فِيْهِ ـ وَضَعَ هٰذَا الإنَاءَ فِيْ مَتَاعِ بِنْيَامِيْنَ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ إنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ ـ وَالْتَفَتَ الإخْوَةُ وَقَالُوْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ؟ قَالُوْ: نَفْقِدُ صُوَاعَ (إنَاء) الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ ـ (قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ)! "قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهُ إنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ؟" (قَالُوْا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ)ـ وَخَرَجَ الإنَاءُ مِنْ مَتَاعِ بِنْيَامِيْنَ فَخَجِلَ الإخْوَةُ وَلٰكِنْ قَالُوْا مِنْ غَيْرِ خَجَلٍ :إنْ يَسْرِقْ (بِنْيَامِيْنُ) فَقَدْ سَرَقَ أخٌ لَهُ (يُوْسُفُ) مِنْ قَبْلُ

وَسَمِعَ يُوْسُفُ هٰذَا الْبُهْتَانَ فَسَكَتَ وَلَمْ يَغْضَبْ وَكَانَ يُوْسُفُ كَرِيْمًا حَلِيْمًا ـ (قَالُوْ يَاأيُّهَا الْعَزِيْزُ إنَّ لَهُ أبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ أحَدَنَا مَكَانَهُ إنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ) (قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ أنْ نَأخُذَ إلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إنَّا إذًا لَظَالِمُوْنَ)

وَهٰكَذَا بَقِىَ بِنْيَامِيْنُ عِنْدَ يُوْسُفَ وَفَرِحَ الأخْوَانِ جَمِيْعًا ـ

إنَّ يُوْسُفَ كَانَ وَحِيْدًا مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيْلٍ، لَايَرٰى أحَدًا مِنْ أهْلِهِ ـ وَقَدْ سَاقَ اللّٰهُ إلَيْهِ بِنْيَامِيْنَ ـ أفَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ يَرَاهُ وَيُكَلِّمُهُ

- وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيْمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيْهِ؟ أَبَدًا! أَبَدًا!

ইউসুফের নিকট বিনয়ামীন

ছেলেরা পিতার আদেশ অনুযায়ী পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে ইউসুফ (আ.) -এর নিকট পৌঁছল। ইউসুফ (আ.) বিন্‌য়ামীনকে দেখামাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং নিজ কামরায় নিয়ে বললেন, "আমি তোমার সহোদর ভাই। তখন বিন্‌য়ামীন শান্ত হল।

দীর্ঘকাল পর বিনয়ামীনের সাথে ইউসুফের সাক্ষাত হল। ফলে তার মাতা-পিতা, বাড়ি-ঘর ও শৈশবের কথা মনে পড়ল। প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ ও বাড়িঘরের আলাপ আলোচনা করার জন্য ইউসুফ (আ.) বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চাইলেন। কিন্তু তার উপায় কি? বিন্‌য়ামীনতো আগামীকালই কেনানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাছাড়া ভায়েরা তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে ও'য়াদা করেছে। বিনয়ামীনকে বিনা কারণে নিজের কাছে রেখে দেওয়া কি করে সম্ভব হবে? লোকেরা সমালোচনা করবে,"আযীয জোর পূর্বক একজন কেনানীকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। এটাতো বড় যুলুম।

কিন্তু ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত মেধাবীও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইউসুফ (আ.) এর নিকট একটি দামী পান পাত্র ছিল। পান পাত্রটি বিন্‌য়ামীনের ছামানের মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর "একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিল, তোমরা চুরি করেছো।" তখন তারা পিছনে ফিরে বলল, তোমাদের কী হারিয়েছে?" তারা উত্তর দিল, বাদশার পান পাত্র হারিয়েছে। যে তা এনে দিতে পারবে, সে এক উট বোঝাই মালের মালিক হবে"। ভায়েরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা জানো, আমরা যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে আসিনি। আমাদের বিরুদ্ধে চুরির কোন অভিযোগও নেই। তারা বলল,যদি তোমাদের মধ্যে কেউ চুরি করে তাহলে তার প্রতিদান কী হবে ? উত্তরে ভায়েরা বলল, যার ছামানানের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সেই তার প্রতিদান হবে। আর আমরা এভাবেই যালেমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

অবশেষে বিন্‌য়ামীনের ছামানে পান পাত্রটি পাওয়া গেল। ফলে ভায়েরা খুব লজ্জিত হল। কিন্তু তারা নির্লজ্জের মত বলল, "যদি (বিন্‌য়ামীন) চুরি করে তাহলে পূর্বে (ইউসুফ নামে) তার ভাই ও চুরি করেছে। ইউসুফ (আ.) এই অপবাদ শুনেও চুপ করে রইলেন। তাদের প্রতি কোন রাগ করলেন না। কেননা তিনি সহনশীল ছিলেন। তারা বলল, বাদশা জাহাপনা! তার এক বৃদ্ধ পিতা রয়েছে। অতএব তার পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রহণ করুন। আমরা আপনাকে মহান অনুগ্রহকারী হিসাবে দেখবো।

তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই। যার কাছে পান পাত্র পাওয়া গেছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করে আমরা যালেম সাব্যস্ত হতে চাই না। অবশেষে বিন্‌য়ামীন ইউসুফ (আ.) এর কাছে রয়ে গেলেন। দুই ভাই খুব খুশী হল। ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ দিন একাকী ছিলেন। পরিবারের কাউকে দেখতে

পাননি। এখন আল্লাহ্ তা'আলা বিন্‌য়ামীনকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছেন। তিনি কি তাকে দেখার ও তার সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তাকে নিজের কাছে রাখবেন না ? ভাই ভায়ের কাছে থাকা কি যুলুম ? কখনও না।

إعراب الكلام

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يُقِيْمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيْهِ)

(واو) استئنافية (هل) حرف الاستفهام (من الظلم) জর-মাজরূর মিলে (أن) خبر مقدم হয়েছে। معدود শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে (يقيم) ফে'য়েল (أخ) ফা'য়েল (عند) মুদাফ (أخيه) মুরাক্কাবে ইদাফী হয়ে মুদাফুন ইলাইহি হয়েছে। তারপর মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে মাফ'উলুন ফীহি, অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলুন ফী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে مبتداء হয়েছে। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة إسمية হয়েছে।

(إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)

(إن) حرف الشرط (يسرق) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল, ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত, (ف) حرف حرف (قد) الرابطة والتاكيد (سرق) ফে'য়েল (أخ) মাওছূফ (له) জর-মাজরূর মিলে كائن শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে ছিফাত, মওছূফ ও ছিফাত মিলে ফা'য়েল, (من) অতিরিক্ত অব্যয় (قَبْلُ) মাফ'উলুন ফীহি, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন ফীহি ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে জাযা। পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ أَطَاعَ الأَبْنَاءُ نَصِيْحَةَ وَالِدِهِمْ ؟

(٢) أَيْنَ أَنْزَلَ يُوْسُفُ بِنْيَامِيْنَ ؟

(٣) هَلْ عَرَفَ بِنْيَامِيْنُ يُوْسُفَ ؟

(٤) بَعْدَكَمْ مُدَّةٍ رَأَى يُوْسُفُ بِنْيَامِيْنَ؟

(٥) لِمَاذَا أَرَادَ يُوسفُ أن يَبْقِى بِنْيَامِيْنَ عِنْدَهُ؟

(٦) مِنْ أَيْنَ خَرَجَ الْإِنَاءُ ؟

(٧) مَاذَا قَالَ الإِخْوَةُ لَمَّا خَرَجَ الإِنَاءُ مِن مَتَاعِ بِنيَامِيْنَ ؟
(٨) أَيُعَدُّ مِنَ الظُّلْمِ أن يُقِيْمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيْهِ؟
(٩) أُذكُر سَبَبَ النَّصْبِ فى "مَكَانَ" فِىْ قَوْلِهِ "فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ"
(١٠) إِلَامَ يَعُوْدُ الضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ فِى قَوْلِهِ " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢١)

শব্দ বিশ্লেষণ

بَعِيْرٌ - সুপ্ত। مَخْفِيٌّ - কৌশল। حِكْمَةٌ - ব-ব حِكَمٌ - কষ্ট দেওয়া। (ف) فَجَّعًا - ব-ব بَعْرَانٌ - উট। شَهَادَةٌ - (س) সাক্ষী দেওয়া। شَاهِدٌ - সাক্ষী। (ض) جَزَاءً - প্রতিদান দেওয়া। مُصِيْبَةٌ - ব-ব مَصَائِبُ - বিপদ। تُعْرَف الإِخْوَانُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ বিপদে বন্ধুর পরিচয়। فَسَادًا - (ن) নষ্ট হওয়া। إِفْسَادًا - নষ্ট করা। مَسْرُوْرٌ আনন্দিত। (ن) سُرُوْرًا - আনন্দিত করা। اِطْمِيْنَانًا - নিশ্চিন্ত হওয়া, প্রশান্তি লাভ করা। يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র যিকিরে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

إِلٰى يَعْقُوْبَ

وَتَحَيَّرَ الإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُوْنَ إِلٰي أَبِيْهِمْ؟ وَفَكَّرَ الإِخْوَةُ مَاذَا يَقُوْلُوْنَ لِأَبِيْهِمْ؟ إِنَّهُمْ فَجَعُوْهُ أَمْسِ فِىْ يُوْسُفَ أَفَيُفَجِّعُوْنَهُ الْيَوْمَ فِىْ بِنْيَامِيْنَ؟ أَمَّا كَبِيْرُهُمْ فَأَبٰى أَنْ يَّرْجِعَ إِلٰى يَعْقُوْبَ ـ وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ : "(اِرْجِعُوْا إِلٰى أَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا ـ يَاأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ـ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ" ـ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوْبُ الْقِصَّةَ عَلِمَ أَنَّ لِلّٰهِ يَدًا فِىْ ذٰلِكَ وَأَنَّ اللّٰهَ مُمْتَحِنُهُ ـ

أَمْسِ فُجِعَ فِى يُوْسُفَ وَالْيَوْمَ يُفْجَعُ فِى بِنْيَامِيْنَ ـ إِنَّ اللّٰهَ لَايَجْمَعُ عَلَيْهِ مُصِيْبَتَيْنِ إِنَّ اللّٰهَ لَايُفْجِعُهُ فِى ابْنَيْنِ ـ إِنَّ

اللّٰهَ لَايَفْجَعُهُ فِى ابْنَيْنِ كَيُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ - إِنَّ لِلّٰهِ فِى ذٰلِكَ يَدًاخَفِيَّةً - إِنَّ لِلّٰهِ فِى ذٰلِكَ حِكْمَةً مَخْفِيَّةً إِنَّ اللّٰه لَمْ يَزَلْ يَمْتَحِنُ عِبَادَهُ ثُمَّ يَسُرُّهُمْ وَيُنْعِمُ عَلَيْهِمْ - ثُمَّ إِنَّ الإِبْنَ الْكَبِيْرَ بَقِىَ فِىْ مِصْرَ أَيْضًا وَأَبٰى أَنْ يَّرْجِعَ إِلٰى كِنْعَانَ - أَفَيُفْجَعُ فِىْ الثَّالِثِ أَيْضًا وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ فِى اثْنَيْنِ، إِنَّ هٰذَا لَايَكُوْنُ وَهُنَا اطْمَأَنَّ يَعْقُوْبُ وَقَالَ :" عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -"

পিতার নিকট ছেলেদের প্রত্যাবর্তন

ভায়েরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হল, কিভাবে পিতার নিকট ফিরে যাবে। তারা চিন্তায় পড়ে গেল, পিতার কাছে কী জবাব দিবে? ইতিপূর্বে একবার ইউসুফের ব্যাপারে তাকে কষ্ট দিয়েছে। আজ আবার বিন্‌য়ামীনকে দিয়ে কষ্ট দেওয়া হবে? তাছাড়া বড়ভাই পিতার কাছে ফিরে যেতে অসম্মতি জানিয়ে ভাইদেরকে বলেছে, "তোমরা আব্বার কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আর আমরা আমাদের দেখা অনুযায়ী সাক্ষি দিয়েছি। আমরা গায়েব জানি না।" ইয়া'কুব (আ.) তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলেন, নিশ্চয় এর মাঝে আল্লাহ্ পাকের (কুদরতী) হাত রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষা করছেন। ইতিপূর্বে ইউসুফকে নিয়ে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আবার কি বিন্‌য়ামীনকে নিয়েও কষ্ট দেওয়া হবে ? না! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর এক সাথে দুটি বিপদ আরোপ করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইউসুফ ও বিন্‌য়ামীনের ন্যায় দুটি ছেলে দ্বারা কষ্ট দিবেন না। নিশ্চয় এতে আল্লাহ্‌র সুপ্ত হিকমত রয়েছে, নিশ্চয় এতে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকেন। অতঃপর অসংখ্য নে'য়ামত দ্বারা তাদেরকে আনন্দিত করেন। আবার বড় ছেলেও কেনান আসতে অসম্মতি জানিয়ে মিসরে রয়ে গেছে। তাকে কি দুই ছেলের পর আবার তৃতীয় ছেলে দ্বারাও কষ্ট দেওয়া হবে? কখনও তা হতে পারে না।

তখন ইয়া'কুব(আ.) নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "আশা করি আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমার নিকট একত্রিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(عَسَى اللّٰهُ أن يَأتِيَنِى بِهِمْ جَمِيْعًا)

(عسى) فعل المقاربة (الله) তার ইস্‌ম (أن) حرف مصدرى (يَأتِى) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল, (ن) نون الوقاية (ى) مفعول به (ب) হরফুল জর। (هم) যুল হাল, (جَمِيْعًا) (অর্থে مُجْتَمِعِيْنَ) হাল হয়েছে। তারপর হাল ও জুলহাল মিলে মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর ফে'য়েল ফা'য়েল মাফ'উলুনবিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে খবর হয়েছে। অবশেষে فعل المقاربة তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(إِنَّ اللّٰهَ لايُفْجِعُهُ فِى ابْنَيْنِ كَيُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْن)

(إن) حرف مشبه بالفعل (الله) তার ইস্‌ম لا হরফুন নফী, يفجع ফেয়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল (ه) মাফ'উলুন বিহী, (فى) হরফুল জর, (ابنين) মওছূফ (ك) হরফুল জর (يوسف) মা'তুফুন 'আলাইহি, (واو) হরফুল 'আত্‌ফ (بنيامين) মাতুফ উভয় মিলে মাজরূর, তারপর উভয় মিলে ثابتين শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে ছিফাত হয়েছে। মওছূফ ও ছিফাত মিলে মাজরূর । জর মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। তারপর ফে'য়েল ফা'য়েল মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে إن এর খবর হয়েছে। পরিশেষে إن তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) لِمَ تَحَيَّرَ الإِخْوَةُ كَثِيْرًا ؟

(٢) مَاذَا فَكَّرَ الإِخْوَةُ ؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ أَكْبَرُإِخْوَتِهِمْ ؟

(٤) مَاذَا قَالَ يَعْقُوبُ لَمَّا سَمِعَ الوَاقِعَةَ ؟

(٥) أ عَرَفَ يَعْقُوْبُ أَنَّ اللّٰهَ يَمْتَحِنُهُ ؟

(٦) كَيْفَ عَرَفَ يَعْقُوْبُ أَنَّ اللّٰهَ يَمْتَحِنُهُ؟

(٧) أ نَجَحَ يَعْقُوْبُ فِى امْتِحَانِ اللّٰهِ؟
(٨) مَاذَا قَالَ يَعْقُوْبُ بَعْدَ أن اطْمَئَنَّ ؟
(٩) بَيِّنْ طَرِيْقَةَ الاِسْتِعْمَالِ لِكَلِمَةِ "كَادَ"
(١٠) مَتٰى تَكُوْنُ كَلِمَةُ "مِصر" مُنْصَرِفًا؟
(١١) اُذْكُرِ الْقَائِلَ لِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ "ارْجِعُوا إِلٰى أَبِيْكُمْ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٢)

শব্দ বিশ্লেষণ

ظُهُوْرًا (ف) -প্রকাশিত হওয়া। إِظْهَارًا - প্রকাশ করা। سِرٌّ - ব-ব أَسْرَارٌ - রহস্য, ভেদ। قِطْعَةٌ - ব-ব قِطَعٌ - টুকরা। تَجَدُّدًا - নবায়িত হওয়া। تَجْدِيْدًا - নবায়ন করা। مَلَامَةٌ (ن) -তিরস্কার করা। بَثٌّ অসহনীয় বেদনা। بَثًّا (ن) - ছড়ানো। يَأْسًا (س) হতাশ হওয়া। مَنًّا (عَلَيْه ن) -অনুগ্রহ করা। جُدْ وَلَا تَمْنُنْ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ عَائِدَةٌ উপকার করে খোট দিওনা, কেননা উপকারের ফল তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। اِتِّقَاءٌ আল্লাহ ভীরু হওয়া। هَيَاجًا (ض)-উদ্বেলিত হওয়া। اجْتِهَادًا -চেষ্টা করা। قُنُوْطًا (س) -নিরাশ হওয়া। إِيْثَارًا (عَلَيْهِ) - প্রাধান্য দেওয়া।

يَظْهَرُ السِّرُّ

وَلٰكِنَّ يَعْقُوْبَ كَانَ بَشَرًا فِى صَدْرِه قَلْبٌ بَشَرٍ لَاقِطْعَةُ حَجَرٍ فَذَكَرَ يُوْسُفَ وَتَجَدَّدَ حُزْنُهُ وَقَالَ : (يَاأَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ) وَلَامَه أَبْنَاؤُهُ ـ وَقَالُوْا : إِنَّكَ لَاتَزَالُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَهْلِكَ ـ قَالَ يَعْقُوْبُ : (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ) وَكَانَ يَعْقُوْبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ لَهُ رَجَاءٌ كَبِيْرٌ فِى اللّٰهِ ـ وَأَرْسَلَ يَعْقُوْبُ أَبْنَاءَهُ إِلٰى مِصْرَ لِيَبْحَثُوْا عَنْ يُوْسُفَ وَبِنْيَامِيْنَ ، وَيَجْتَهِدُوْا فِىْ ذٰلِكَ ـ وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوْبُ مِنْ أن يَّقْنِطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ

وَذَهَبَ الْإِخْوَةُ إِلٰى مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَةً ـ وَدَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ وَشَكَوْا إِلَيْهِ فَقْرَهُمْ وَمُصِيْبَتَهُمْ ، وَسَأَلُوْهُ الْفَضْلَ ـ وَهُنَاهَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِى يُوسُفَ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ ـ أَبْنَاءُ أَبِىْ وَأَبْنَاءُ الأَنْبِيَاءِ يَشْكُوْنَ فَقْرَهُمْ وَمُصِيْبَتَهُمْ إِلٰى مَلِكٍ مِّنَ الْمُلُوْكِ ـ إِلٰى مَتٰى أَخْفٰى الْأَمْرَ عَنْهُمْ؟ وَإِلٰي مَتٰي أَرٰى حَالَهُمْ؟ وَإِلٰى مَتٰى لَاأَرٰى أَبِىْ؟ لَمْ يَمْلِكْ يُوسُفُ نَفْسَهُ وَقَالَ لَهُمْ ـ "هَلْ عَلِمْتُمْ مَافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ إِذْأَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ" وَكَانَ الإِخْوَةُ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ هٰذَا السِّرَّ لَايَعْلَمُهُ إِلَّايُوسُفُ وَنَحْنُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ يُوسُفُ ـ

سُبْحَانَ اللّٰهِ ! هَلْ يُوسُفُ حَيٌّ، أَمَامَاتَ فِى الْبِئْرِ؟ يَاسَلَامُ؟ هَلْ يُوسُفُ هُوَ عَزِيْزُ مِصْرَ؟ هُوَ الَّذِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الأَرْضِ؟ هُوَ الَّذِىْ كَانَ يَأْمُرُلَنَا بِالطَّعَامِ؟ وَمَا بَقِىَ عِنْدَهُمْ شَكٌّ أَنَّ الَّذِىْ يُكَلِّمُهُمْ هُوَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ! "قَالُوا: إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟ قَالَ : (أَنَايُوسُفُ وَهٰذَا أَخِىْ ، "قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ) : "قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ "ـ وَمَالَامَهُمْ يُوسُفُ عَلٰى فِعْلَتِهِمْ بَلْ قَالَ :"يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ"

ভেদ প্রকাশিত হল

ইয়া'কুব (আ.) মানুষ ছিলেন। তাঁর বুকে মানব হৃদয় ছিল, প্রস্তর খণ্ড ছিল না। তাই ইউসুফের কথা স্মরণ করতেই তাঁর দুঃখ নতুন রূপ ধারণ করলো। আর তিনি বললেন, "হায় ইউসুফ"! তখন ছেলেরা তিরস্কার করে বলল, আপনি

ইউসুফের কথা স্মরণ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবেন। ইয়া'কুব (আ.) বললেন," আমি আমার সমস্ত অভিযোগ আল্লাহ্‌র কাছে জানাচ্ছি এবং আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানোনা। ইয়া'কুব (আ.) জানতেন, নিরাশ হওয়া কুফরী। তাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে বড় আশা করতেন।

ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্য ইয়া'কুব (আ.) ছেলেদেরকে মিসর পাঠালেন এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করে দিলেন। ভায়েরা তৃতীয় বারের মত মিসর গেল এবং ইউসুফের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অভাব-অনটন ও সমস্যার কথা জানাল এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।

তখন ইউসুফ (আ.) এর অন্তরে দুঃখ-বেদনা ও ভালোবাসা উতলে উঠল। তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। আমার পিতার সন্তান, নবীদের সন্তান, এক সাধারণ বাদশাহর কাছে তাদের সমস্যার অভিযোগ করছে। আর কতকাল তাদের থেকে প্রকৃত বিষয় লুকিয়ে রাখবো ? আর কতদিন তাদের দূরবস্থা দেখতে থাকবো এবং পিতার বিয়োগ ব্যথা সহ্য করবো ? অবশেষে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে বললেন, তোমাদের কি স্মরণ আছে, অজ্ঞতা বশত তোমরা ইউসুফ ও তার ভায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছিলে ?

ভায়েরা জানত যে, এই ভেদ ইউসুফ ও তারা ছাড়া (দুনিয়ার) আর কেউ জানেনা। তাই তারা বুঝতে পারল যে, ইনিই ইউসুফ।

সোবহানাল্লাহ! ইউসুফ কি এখনও জীবিত ? কূপে তার মৃত্যু হয়নি ? কী আনন্দের কথা! ইউসুফ কি মিসর অধিপতি? সেই কি যমীনের ধন ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত ? সেই কি আমাদেরকে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আদেশ দেয় ? তাদের আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ রইল না যে, তারা যার সাথে কথা বলেছে, সেই হল ইউসুফ ইবনে ইয়া'কুব।

ফলে তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমিই কি ইউসুফ ? ইউসুফ (আ.) উত্তর দিলেন, আমি ইউসুফ, আর এ হল আমার ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা মুত্তাকী ও সবরকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আমরা ভ্রান্তির মাঝে ছিলাম। কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য কোন প্রকার তিরষ্কার না করে বললেন, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّى وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ)

(أشكو) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنا কাফা (ما) حرف مشبه بالفعل (إن) ফা'য়েল, (بثى) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে معطوف عليه হয়েছে। (واو) (حزنى) حرف عطف মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে معطوف হয়েছে। অতঃপর মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে মাফ'উলুন বিহী (إلى) হরফুল জর, (الله) মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর ফে'য়েল ফা'য়েল মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে معطوف عليه হয়েছে। (أعلم) ফে'য়েল, (واو) حرف العطف তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنا ফা'য়েল, (من الله) জর মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, (ما) ইসমুল মাওছূল, (لاتعلمون) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিলা, অতঃপর ইসমুল মাওছূল ও ছিলা মিলে মাফ'উলুন বিহী। তারপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে جملة عاطفة হয়েছে। পরিশেষে মা'তুফ ও মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে معطوف হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا قَالَ يَعقُوبُ بَعد أَنْ تَجَدَّدَ حُزنُهُ؟

(٢) مَاذَا فَعَلَ يَعقُوبُ حِيْنَ لَامَه أَبْنَاؤُهُ؟

(٣) أَقَنَط يَعقُوبُ مِنْ رَحمَةِ اللّٰهِ ؟

(٤) أَيَجُوْزُ لِلْمُؤمِنِ أن يَقْنَطَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ؟

(٥) مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ؟

(٦) لِمَاذَا أَرْسَلَ يَعْقُوْبُ أَبْنَاءَه إِلٰى مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَةً؟

(٧) مَاذَا شَكٰى الإِخْوَةُ إِلٰى يُوْسُفَ وَمَاذَا سَأَلُوْهُ؟

(٨) أُذْكُرْ كَيْفَ كَانَتْ حَالَةُ يُوْسُفَ حِيْنَ سَمِعَ فَقْرَهُمْ وَمُصِيْبَتَهُمْ؟

(٩) أَاعْتَرَفَ الإِخْوَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا خَاطِئِيْنَ؟

(١٠) أَلَامَهُمْ يُوْسُفُ عَلٰى فِعْلَتِهِمُ الَّتِىْ فَعَلُوْا

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٣)

শব্দ বিশ্লেষণ

فِرَاقٌ - বিচ্ছেদ। مُفَارَقَةٌ - বিচ্ছেদ ঘটা, বিচ্ছিন্ন হওয়া। لَوْعَةُ الْفِرَاقِ - বিচ্ছেদের জ্বালা قُرَّةٌ (س) – শীতল হওয়া। قُرَّةُ عَيْنِىْ - আমার নয়নের মণি। طِيْبًا (ض) - ভালো লাগা। طِيْبٌ -ব-ব أَطْيَابٌ -খুশবু। تَطَيُّبًا - খুশবু ব্যবহার করা। كَشْفًا (ض) - খুলে ফেলা। اِنْكِشَافًا - খুলে যাওয়া। اِكْتِشَافًا - আবিষ্কার করা। مُكْتَشِفٌ - আবিষ্কারক। اَلضَّرُوْرَةُ أُمُّ الْاِكْتِشَافِ - প্রয়োজন আবিষ্কারের প্রসূতী। عَمًى (س) - অন্ধ হওয়া। أَعْمٰى - ব-ব عُمْىٌ - অন্ধ। أَبْكَمُ -ব-ব أَبْكَمُ - বোবা। أَصَمُّ - ব-ব صُمٌّ - বধির।

يُوْسُفُ يُرْسِلُ إِلٰى يَعْقُوْبَ

وَاشْتَاقَ يُوْسُفُ إِلٰى لِقَاءِ يَعْقُوْبَ وَكَيْفَ لَايَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَقَدْ طَالَ الْفِرَاقُ ـ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآنَ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ وَكَيْفَ يَطِيْبُ لَهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَأَبُوْهُ لَايَطِيْبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَاشَرَابٌ وَلَامَنَامٌ قَدِ انْكَشَفَ السِّرُّ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ ، وَقَدْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ تَقَرَّعَيْنُ يَعْقُوْبَ ـ وَكَانَ يَعْقُوْبُ قَدْ عَمٰى مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ ـ فَقَالَ يُوْسُفُ ـ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِىْ يَأْتِ بَصِيْرًا ـ وَأْتُوْنِىْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ـ

ইয়া'কুব (আঃ) এর নিকট ইউসুফের দূত প্রেরণ

ইয়া'কুব (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ইউসুফ (আঃ) অধীর হয়ে পড়লেন। কেনইবা হবেন না, কতদিনের বিরহ ব্যথা! আর এখন ধৈর্য ধরেই বা লাভ কি? ভেদতো প্রকাশ হয়েই গেছে? তার কিভাবে পানাহার ভালো লাগবে, পিতার যে পানাহার ভালো লাগছে না? ভেদতো প্রকাশ হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ ইয়াকুব (আঃ)এর চক্ষু শীতল করতে চাইলেন। অতিরিক্ত শোক ও ক্রন্দনের কারণে ইয়া'কুব (আঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে ইউসুফ (আঃ)

বললেন, তোমরা আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং তা আব্বার চেহারায় রেখো, তাহলে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবে ।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(إِذْهَبُوا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِىْ يَأْتِ بَصِيْرًا)

(اذهب ফে'য়েল, (الواو) ফা'য়েল, (ب) হরফুল জর। (قميصى) মুদাফ-মুদাফুন ইলাইহ মিলে মুবদাল মিনহু (هذا) বদল, মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে ফে'লের সাথে মুতা'য়াল্লিব, তারপর ফে'য়েল ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে معطوف عليه (ف) حرف العطف (ألق) ফে'য়েল (الواو) ফা'য়েল (ه) মাফ'উলুন বিহী (على) হরফুল জর, (وجه) মুদাফ (أبى) মুরাক্কাবে ইদাফী হয়ে মুদাফুন ইলাইহ, তারপর উভয় মিলে মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে ألق ফে'লের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। অতঃপর ফে'য়েল ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে معطوف হয়েছে।

(إِنْ تَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِىْ يَأْتِ بَصِيْرًا -উহ্য অংশটুকু يأت بصيرا মূলত ছিল শর্ত, (أبى শর্ত, (يأت) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو জুলহাল (بصيرا) হাল, হাল ও জুলহাল মিলে ফা'য়েল। তারপর ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে। উল্লেখ্য , بصيرا শব্দটিতে بصرا এর অর্থে নিলে تمييز ও হতে পারে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ
প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلِ اشْتَاقَ يُوسُفُ إِلٰى لِقَاءِ يَعْقُوبَ؟

(٢) لِمَ اشْتَاقَ يُوسُفُ إِلٰى لِقَاءِ وَالِدِهِ؟

(٣) أَطَالَ الفِرَاقُ بَيْنَ يُوسفَ وَوَالِدِهِ؟

(٤) لِمَاذَا لَايَصْبِرُ يُوسُفُ الآنَ كَمَا صَبَرَ مِنْ قَبْلُ؟

(٥) أَيُطِيْبُ لِيُوسُفَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ؟

(٦) لِمَاذَا لَايُطِيْبُ لَهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ؟

(٧) كَيْفَ عَمِىَ يَعْقُوْبُ ؟

(٨) أمِنْ كَثْرَةِ البُكَاءِ والْحُزْنِ عَمِىَ؟

(٩) مَاذَا قَالَ يُوْسُفُ لإِخْوَتِهِ؟

(١٠) أىُّ "لَا هٰذِه فِى الْمَعْطُوْفِ "أبُوه لَايَطِيْبُ لَهُ طَعَامٌ وَلَاشَرَابٌ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৪)

رَوَائِحُ - ঘ্রাণ। رَائِحَةٌ - ব-ব। إحْسَاسًا - অনুভব করা। سَيْرًا - (ض) ভ্রমণ করা। بَشِيْرٌ - সুসংবাদ দাতা। نَذِيْرٌ - ভীতি প্রদর্শনকারী। بَصِيْرٌ - দৃষ্টিমান। إبْصَارًا - দেখা। مَشْهُوْدٌ - স্মরণীয়। ضَلَالَةٌ - (ض) পথ ভ্রষ্ট হওয়া। إضْلَالًا - পথ ভ্রষ্ট করা। اِرْتِدَادًا - প্রত্যাবর্তন করা। اِسْتِقْبَالًا - স্বাগত জানানো। إصَمَامًا - বধির করা। وَاقِعَةٌ - ঘটনা। إعْمَاءٌ -অন্ধ বানানো। وُقُوْعًا (ف) ঘটা, পতিত হওয়া।

يَعْقُوْبُ عِنْدَ يُوْسُفَ

وَلَمَّا سَارَ الرِّجَالُ بِقَمِيْصِ يُوْسُفَ إلٰى كِنْعَانَ أحَسَّ يَعْقُوْبُ رَائِحَةَ يُوْسُفَ وَقَالَ : إنِّى لَأجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ ـ قَالُوْا : تَاللّٰهِ إنَّكَ لَفِىْ ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ ـ وَلٰكِنْ كَانَ يَعْقُوْبُ صَادِقًا ـ "فَلَمَّا أنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ أَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إنِّىْ أعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ ـ قَالُوْا يَاأبَانَا اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ "ـ

(قَالَ سَوْفَ أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ إنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) وَلَمَّا وَصَلَ يَعْقُوْبُ إلٰى مِصْرَ اِسْتَقْبَلَهُ يُوْسُفُ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ فَرَحِهِمَا وَسُرُوْرِهِمَا ـ وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا فِىْ مِصْرَ وَكَانَ يَوْمًا مُبَارَكًا ـ وَرَفَعَ يُوْسُفُ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَوَقَعُوْا كُلُّهُمْ سُجَّدًا لِيُوْسُفَ ـ وَقَالَ يُوْسُفُ : "هٰذَا تَأوِيْلُ رُؤيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ

جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ـ إِنِّىْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ" ـ وَحَمِدَ يُوْسُفُ اللّٰهَ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيْرًا وَشَكَرَ يُوْسُفُ عَلٰى ذٰلِكَ شُكْرًا عَظِيْمًا ـ وَبَقِىَ يَعْقُوْبُ وَآلُ يَعْقُوْبَ فِىْ مِصْرَ زَمَنًا طَوِيْلًا وَمَاتَ يَعْقُوْبُ وَزَوْجُهُ فِىْ مِصْرَ ـ

ইউসুফের নিকট ইয়া'কুবের আগমন

দূত যখন ইউসুফ (আঃ) এর জামা নিয়ে কেনানের দ্বার প্রান্তে এসে পৌছল, তখন ইয়া'কুব (আঃ) ইউসুফের ঘ্রাণ পেয়ে বললেন, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।" ভায়েরা বলল, "আল্লাহ্‌র কসম! আপনি এখনও পূর্বের ভ্রান্তিতে রয়ে গেছেন। কিন্তু ইয়া'কুব (আঃ) সত্যই বলেছিলেন। "সুসংবাদ দাতা এসে ইয়া'কুব (আঃ) এর চেহারায় জামা রাখা মাত্রই তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এল। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জাননা?

তারা বলল, "আব্বাজান, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরাই ভ্রান্তিতে ছিলাম। ইয়া'কুব (আঃ) বললেন, আমি তোমাদের জন্য আমার প্রতি পালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ইয়া'কুব (আঃ) মিসর পৌছার পর ইউসুফ (আঃ) তাঁকে প্রাণ ঢালা অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আনন্দের কথা আর কী বলবো? সেদিনটি মিসরের এক ঐতিহাসিক ও বরকতপূর্ণ দিন ছিল। ইউসুফ (আঃ) তাঁর মাতা-পিতাকে সিংহাসনে বসালেন। তখন সকলে সিজদায় লুটিয়া পড়ল।

ইউসুফ (আঃ) বললেন,এটাই আমার ইতিপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক তা বাস্তবরূপ দান করেছেন।

"আমি স্বপ্নের মধ্যে এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্যকে আমাকে সিজ্‌দা করতে দেখেছিলাম। ফলে ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্‌র উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন এবং আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করলেন। ইয়া'কূব (আঃ) ও তাঁর পরিবার অনেক দিন মিসরে বাস করেন এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিসরে ইন্তেকাল করেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ)

(إن) حرف مشبه بالفعل (ى) তার ইস্‌ম (أَعْلَمُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর أنا ফা'য়েল, (من الله) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, (ما) ইসমুল মাওছূল, (لَاتَعْلَمُوْنَ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে ছিলা, ইসমুল মাওছূল ও ছিলা মিলে মাফ'উলুন বিহী,

অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর হয়েছে। পরিশেষে إن إسم ও خبر إن মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(وَقَعُوْا كُلُّهُمْ سُجَّدًا لِيُوْسُفَ)

(وقع) ফে'য়েল, (الواو) মুয়াক্কাদ, (كلهم) মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে তাকীদ। তারপর তাকীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে ذو الحال , (سجدا) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هم ফা'য়েল (لِيُوْسُفَ) জর মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, তারপর শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে শিবহুল জুমলা হয়ে حال হয়েছে। অতঃপর হাল ও জুলহাল মিলে ফা'য়েল, পরিশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَيْفَ أَحَسَّ يَعقُوبُ رَائِحَةَ يُوْسُفَ؟

(٢) مَاذَا قَالَ الأَبنَاءُ لِيَعْقُوبَ؟

(٣) كَيْفَ ارْتَدَّ بَصَرُهُ؟

(٤) قُلْ اسْمَ صَحَابِيٍّ كَانَ فَاقِدَ الْبَصَرِ

(٥) بَيِّنْ اسْمَ مُفَسِّرٍ كَانَ عَدِيْمَ الْبَصَرِ.

(٦) اُذْكُرْ مَاحَدَثَ بَيْنَ يُوْسُفَ وَأُسْرَتِهِ بَعْدَ أَنْ وَصَلُوْا إِلَى مِصْرَ؟

(٧) أَيْنَ رَفَعَ يُوْسُفُ أَبَوَيْهِ؟

(٨) أَجَعَلَ اللّٰهُ رُؤيَا يُوْسُفَ حَقًّا؟

(٩) كَمْ يَوْمًا بَقِىَ يَعْقُوْبُ وَآلُهُ فِىْ مِصْرَ؟
(١٠) أَيْنَ دُفِنَ يَعْقُوْبُ وَزَوْجَتُهُ؟
(١١) أُذْكُرْ اسْمَ كَانَ فِىْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ "وَكَانَ يَوْمًا مَشْهُوْدًا فِى مِصْرَ؟"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٥)

শব্দ বিশ্লেষণ

حَدِيْثٌ - ব-ব - مَشْغُوْلٌ - ব্যস্ত। (عَنْهُ) - বিমুখ করা। (ف) - شُغْلًا - ব্যস্ত করা। أَحَادِيْثُ - আলোচনা, কথা। تَوَلِّيًا দায়িত্ব নেওয়া لُحُوْقًا (بـه س) মিলিত হওয়া। إِلْحَاقًا - মিলিত করা। اِلْتِحَاقًا (بـه) - ভর্তি হওয়া,. যেমন- اِلْتَحَقْتُ بِدَارِ الْعُلُوْمِ - দারুল উলুম ভর্তি হয়েছি। تَغْيِيْرًا - পরিবর্তন করা। تَغَيُّرًا - পরিবর্তন হওয়া। تَنْفِيْذًا - বাস্তবায়িত করা। حَشْرًا (ن) - একত্রিত করা। فَطْرًا (ض) - সৃষ্টি করা। توفيا - মৃত্যু দান করা।

تُوُفِّيَ وَالِدِىْ قَبْلَ عِشْرِيْنَ سَنَةً - تُوُفِّيَ (مجهول) মৃত্যু বরণ করা। ব্যবহার আমার আব্বা বিশ বছর পূর্বে মারা গেছেন।

حُسْنُ الْعَاقِبَةِ

وَلَمْ يَشْغَلْ يُوْسُفَ هٰذَا الْمُلْكُ الْعَظِيْمُ عَنِ اللّٰهِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ وَكَانَ يُوْسُفُ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَيَنْفُذُ أَوَامِرَ اللّٰهِ ـ وَكَانَ يُوْسُفُ لَايَرَى الْمُلْكَ كَثِيْرًا وَلَايَعُدُّهُ شَيْئًا كَبِيْرًا وَكَانَ يُوْسُفُ لَايُحِبُّ أَنْ يَّمُوْتَ مَوْتَ مَلِكٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوْكِ ـ بَلْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَّمُوْتَ مَوْتَ عَبْدٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الصَّالِحِيْنَ ـ وَكَانَ دُعَاءُ يُوْسُفَ : "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا

وَأَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ)" وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ مُسْلِمًا وَأَلْحَقَهُ بِآبَائِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ -

উত্তম পরিণাম

এই বিশাল রাজত্ব ইউসুফ (আঃ) কে আল্লাহ্ বিমুখ করতে পারেনি এবং তাঁর মাঝে সামান্যতম পরিবর্তন আনতে পারেনি। ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা যিকির ও 'ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতেন ও আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়ন করতেন। তিনি রাজত্বকে কিছুই মনে করতেন না। এমনকি গনায় ও ধরতেন না। রাজকীয় মৃত্যু ও রাজাদের সাথে হাশর হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। বরং একজন বান্দা হিসাবে মুত্যু বরণ করা ও নেককারদের সাথে হাশর হওয়া তিনি পছন্দ করতেন।

তাই ইউসুফ (আঃ) দো'য়া করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করেছেন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান-যমীনের স্রষ্টা! আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মুত্যু দান করুন ও পুণ্যবানদের সাথে হাশর করুন।

আল্লাহ্ পাক তাঁর দো'য়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে মুসলমানিত্বের উপর মুত্যু দান করেছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুব (আঃ) এর সঙ্গে মিলিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি ও আমাদের নবীর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষিত করুন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ يُوسُفُ لَايُحِبُّ أَنْ يَّمُوْتَ مَوتَ مَلِكٍ)

(كان) ফে'য়েলে নাকিস, (يُوسُفُ) তার ইস্‌ম, (لا) হরফুন নাফী, (يُحِبُّ) ফে'য়েল, (أن) হরফুল মাছদার, (يَمُوْت) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান দমীর هو ফা'য়েল (موت) মুদাফ (مَلِكٍ) মুদাফুন ইলাইহ, মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহ মিলে مفعول مطلق অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হয়েছে। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে كان এর খবর হয়েছে। পরিশেষে كان তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنْ كُلِّ سُؤَالٍ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রতিটি প্রশ্নের আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ شَغَلَ يُوسُفَ هٰذَ الْمُلْكُ الْعَظِيْمُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ؟

(٢) هَلْ نَسِىَ يُوسُفُ رَبَّهُ بَعْدَ أَنْ تَولّى الْمُلْكَ؟

(٣) مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ يُوسُفُ دَائِمًا؟

(٤) أَىُّ مَوْتٍ كَانَ يَتَمَنَّاهُ يُوسُفُ؟

(٥) أَمَوْتَ الأَغْنِيَاءِ تُحِبُّ أَنْتَ أَمْ مَوْتَ الْفُقَرَاءِ؟

(٦) أَتَعْرِفُ أَنَّ نَبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَّحْشُرَهُ فِى جَمَاعَةِ الْمَسَاكِيْنِ؟

(٧) مَاذَا كَانَ دُعَاءُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

(٨) كَيْفَ تَوفّى اللّٰهُ يُوسُفَ وَبِمَنْ أَلْحَقَهُ؟

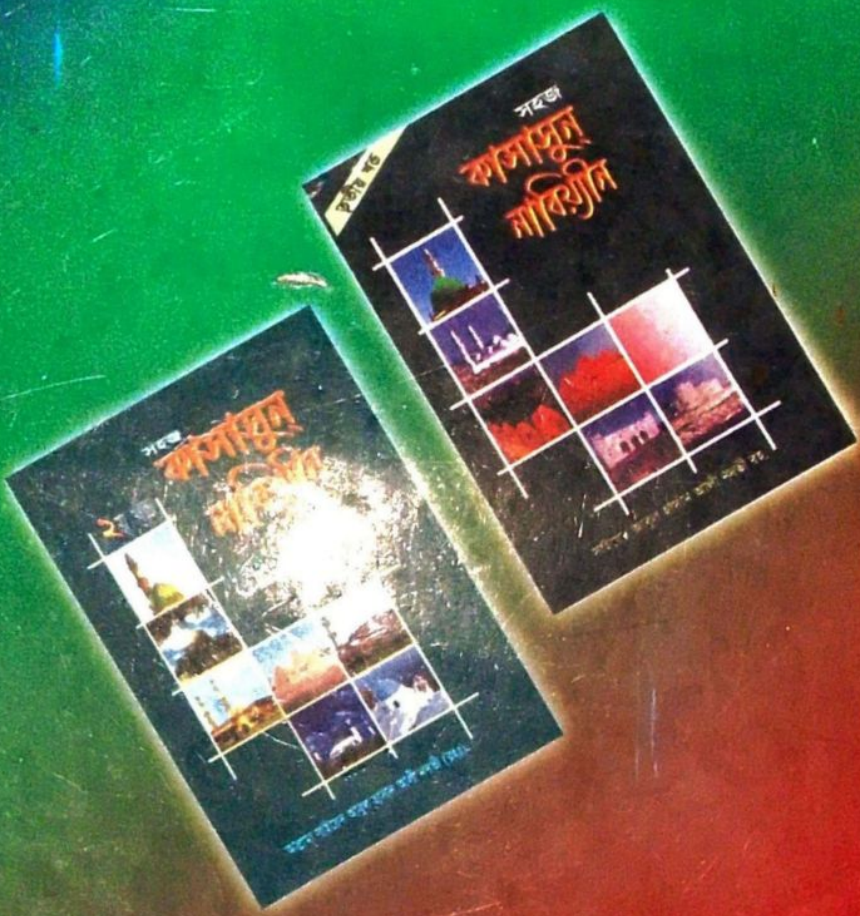
(٩) مَا هُوَ الْعَامِلُ النَّاصِبُ فِى قَوْلِ اللّٰه "فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ"؟

(١٠) كَيْفَ وَجَدْتَ يَاأَخِىْ قِصَّةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

---

*أَشْكُرُ اللّٰهَ مَولانا الكَرِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ بِتَوْفِيْقِهٖ وَكَرَمِهٖ تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ مِنْ قَصَصِ النَّبِيِّيْنَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُدِيْمَ تَوْفِيْقَهُ لإِتْمَامِ الأَجْزَاءِ الْبَاقِيَةِ فِى أَسْرَعِ وَقْتٍ وأَحْسَنِ صُوْرَةٍ وَأَتَمِّ فَائِدَةٍ ـ وَهُوَ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَلْجَأُ السَّائِلِيْنَ ـ وَلَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْعَامِلِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُصَنِّفِ وَالْمُتَرْجِمِ وَالنَّاشِرِ وَلِمَنْ سَاهَمَ فِيْهِ



আল-কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, পাঠকবন্ধু মার্কেট
১১,বাংলাবাজার, ঢাকা। ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।